হরিভক্তিবিলাসসার

অর্থাৎ

(ব্রত-নির্ণয়।)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামি

সিদ্ধান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত।

৮ নং হরচোলের লেন, আহীরীটোলা, কলিকাতা

শ্রীনন্দলাল মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বাণীপ্রেস

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

[মূল্য ৷৹ আট আনা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

ব্রতনির্ণয়।

পক্ষকৃত্য।

"ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্।
হরের্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাৎ তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥"

(পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) যিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণপূজা-মহোৎসব করিতেছেন, তিনি উভয় পক্ষের শ্রীহরিবাসরে বিশেষরূপে উক্ত মহোৎসব সম্পাদন করিবেন।

হরিবাসর ব্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন, সঙ্কল্পই ব্রত। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘকাল অনুপালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত। আবার কেহ কেহ বলেন, স্ব-কর্ত্তব্য-বিষয়ক নিয়ত সঙ্কল্পই ব্রত। সঙ্কল্প জ্ঞানবিশেষ। অতএব ভাবপক্ষে অর্থাৎ বিধিপক্ষে 'এইটি আমার কর্ত্তব্য' এই প্রকার, এবং অভাবপক্ষে, অর্থাৎ নিষেধপক্ষে 'এইটি আমার অকর্ত্তব্য' এই প্রকার জ্ঞানই সঙ্কল্প শব্দের অর্থ। এই নিমিত্তই অভিধানে মানস কর্ম্ম সঙ্কল্প শব্দের অর্থ অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, সঙ্কল্পবিষয়ক কর্ম্মবিশেষই ব্রত শব্দের অর্থ। ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক

ভেদে দ্বিবিধ। দ্রব্যবিশেষ ভোজন ও পূজা প্রভৃতি প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম, এবং উপবাসাদি নিবৃত্তিরূপ কর্ম্ম। নিবৃত্তিরূপ কর্ম্ম আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ত্রিবিধ। একাদশ্যাদি ব্রত নিত্যকর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক কর্ম্ম; আর বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাসাদি ব্রতরূপ বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম।

একাদশীব্রত নিত্য। বিধিবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, নিষেধ-বাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণ এবং করণে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফলশ্রবণ হেতু একাদশীব্রতকে নিত্য-ব্রত বলা হয়।

তন্মধ্যে বিধিবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি যথা—

"একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।"—ইতি কণ্বঃ।

তদর্থ যথা—একাদশীতে উপবাস করিবে, কদাচিৎ অতিক্রম করিবে না।

নিষেধবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি যথা—

"ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।"—ইতি পাদ্মে।

তদর্থ যথা—হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে, ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না।

"উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্‌ভুক্তচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥"

ইতি বৃহন্নারদীয়ে।

তদর্থ যথা—উপবাসফলার্থী ব্যক্তি চারিটি ভোজন

ত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ দশমী ও দ্বাদশীর রাত্রিতে এবং একাদশীর দিবাতে ও রাত্রিতে ভোজন করিবেন না।

অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণ যথা—

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥"

ইতি নারদীয়ে।

তদর্থ যথা—ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপই হরিবাসরে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে।

শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফলশ্রবণ যথা—

"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥"

ইতি মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ।

তদর্থ যথা—শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া যিনি দ্বাদশীর দিনে ভোজন করেন, তাঁহার ঐ মহৎ ব্রত শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর হয়।

সামান্যতঃ, বিহিত ও নিষিদ্ধের অতিক্রমে দোষশ্রবণ হেতু, বিধিপ্রাপ্ত ও নিষেধপ্রাপ্ত বিষয়ের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, শাস্ত্রকর্ত্তারা, যাহার অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্বই মুখ্য বলিয়া থাকেন; ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণ জনগণের পক্ষে যাহাতে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফল শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্বই মুখ্য নিত্যত্ব জানিতে হইবে। অথবা যাহাতে শ্রীভগবত্তোষণ-

রূপ ফলবিশেষ শ্রবণ করা যায়, তাহা সকল লোকের পক্ষেই মুখ্যতর নিত্য।

একাদশীব্রতের নিত্যত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত, কোথাও 'নিত্য' শব্দের, কোথাও 'সদা' শব্দের, কোথাও "যাবদায়ু" শব্দের কোথাও 'উপ' শব্দের ও কোথাও 'ন কদাচিদতিক্রমেৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আবার তন্নিমিত্ত কোথাও অতিক্রমে দোষ, কোথাও ত্যাগ না করার পক্ষে উপদেশ, কোথাও অকরণে ফলাভাব এবং কোথাও বীপ্সা অর্থাৎ পৌনঃপুন্য উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিত্য শব্দের উদাহরণ যথা—

"নিত্যমেতদ্‌ব্রতং নাম কর্ত্তব্যং সর্ব্ববর্ণিকম্।
সর্ব্বাশ্রমাণাং সামান্যং সর্ব্বধর্ম্মেষনুত্তমম্॥"

তদর্থ যথা—এই একাদশীব্রত নিত্য; ইহা সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের অবিশেষে পালন করা কর্ত্তব্য; ইহা সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

অপরাপর উদাহরণ মূল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় একাদশীব্রত নিত্য। দেবল বলিয়াছেন,—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।"

তদর্থ যথা—উভয় পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন নিষিদ্ধ।

সংক্রান্ত্যাদিতেও একাদশীব্রত নিত্য। কাত্যায়ন বলিয়াছেন;—

"সংক্রান্তৌ রবিবারে বা যদা চৈকাদশী ভবেৎ।
উপোষ্যা সা মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥"

তদর্থ যথা—সংক্রান্তিতে বা রবিবারে যদি একাদশী হয়, তবে তাহাতেও উপবাস করিবে। ঐ তিথি মহাপুণ্যা ও সর্ব্বপাপহরা জানিবে।

সূতকাদি অশৌচেও একাদশী নিত্যা। বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে;—

"পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্॥"

তদর্থ যথা—পরম আপদ বা হর্ষ উপস্থিত হইলে, অথবা জননাশৌচ বা মরণাশৌচ উপস্থিত হইলেও, একাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে ভোজনরূপ দ্বাদশীব্রত ত্যাগ করিবে না।

শ্রাদ্ধবিষয়েও একাদশী নিত্যা। পাদ্মে পুষ্করখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনন্তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"

তদর্থ যথা—যে রাম, যখন একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন ঐ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। (১)

(১) একাদশীতে—একাদশীর উপবাস দিনে। নৈ শ্রাদ্ধ—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। দ্বাদশীতে একাদশীর পারণদিনে।

উহাতেই উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে ;--

"একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতাহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥"

তদর্থ যথা—মাতার ও পিতার মরণদিনে একাদশী উপস্থিত হইলে, দ্বাদশীতে অন্নদান করিবে, কখন উপবাস-দিনে অন্নদান করিবে না ; পিতৃগণ ও দেবগণ অথবা স্বর্গগত পিতৃগণ গর্হিতান্ন ভোজন করেন না। (২)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"

তদর্থ যথা—নিত্যব্রতরূপ একাদশীতে যদি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে ঐ দিবস উপবাস করিয়া পর-দিন দ্বাদশীতে উক্ত শ্রাদ্ধ সমাধান করিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধস্ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥"

তদর্থ যথা—হে রাজন্, যাহারা একাদশীদিনে (প্রেত-শ্রাদ্ধেতর) শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের দাতা, ভোক্তা ও মৃত তিনজনই নরকে গমন করিয়া থাকে। (৩)

---

(২) মরণদিনে—মৃতাহ-নিমিত্তক-শ্রাদ্ধ-দিবসে। গর্হিতান্ন পাপজনক অন্ন। (৩) দাতা—পিণ্ডদাতা। ভোক্তা—পিণ্ড-ভোক্তা ; মৃত—পরলোকগত পিত্রাদি।

অধিকারী।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনবাসী ও যতি; বালক, বৃদ্ধ ও যুবা; পুরুষ ও স্ত্রী; সধবা ও বিধবা এবং আতুর প্রভৃতি সকলেই একাদশীব্রতের অধিকারী। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসকই উপবাসী থাকিয়া একাদশী-ব্রত পালন করিবেন। কোন কারণে উপবাসে অসমর্থ হইলে, বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া নক্তব্রত ধারণ করিবেন; নক্তব্রত ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি অযাচিতব্রত ধারণ করিবেন; অযাচিতব্রত ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি ভৈক্ষ্যব্রত স্বীকার করিবেন; কিন্তু ব্রতভঙ্গ করিবেন না। দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন, অন্নব্যতিরিক্ত বস্তু, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য, অথবা বায়ু, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি ভোজন করার নাম নক্তব্রত। শয়ন উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে ফল, মূল অথবা জলও আহার করিবেন না। প্রমাণ সকল মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

উপবাসদিননির্ণয়।

একাদশী সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্ধা একাদশী আবার দ্বিবিধা। দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়োদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥"

তদর্থ যথা—প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সকল রবির এক

উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত থাকিলে, উহাদিগকে সম্পূর্ণা তিথি বলা হয়। কিন্তু হরিবাসরের পক্ষে অর্থাৎ একাদশীর পক্ষে ঐরূপ নিয়ম নহে। একাদশী সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত থাকিলে, তবে উহা সম্পূর্ণা হয়। দিন বা রাত্রির পরিমাণের পঞ্চদশ ভাগের এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত। তাদৃশ দুই মুহূর্ত্তকাল যদি রবির উদয়ের পূর্ব্ব হইতে একাদশী আরম্ভ হয়, তবে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা একাদশী বলা হইবে। অন্যথা উহা বিদ্ধামধ্যে গণ্য হইবে।

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥"

তদর্থ যথা—সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যদি দুই মুহূর্ত্ত-কাল একাদশী থাকে, তাহা হইলে ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা যায় ; তাহা না হইলে, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যদি দুই মুহূর্ত্তের ন্যূনকাল একাদশী থাকে, তাহা হইলে, ঐ একাদশীকে বিদ্ধা, অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশী বলা যায়।

দশমীবিদ্ধা একাদশী সকলকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ তাদৃশ একাদশীকে পরি-ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা তাদৃশ একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ

করিবেন। দশমীবিদ্ধা একাদশী সন্দিগ্ধা, সংযুক্তা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে ত্রিবিধ। বৈষ্ণবগণ ঐ ত্রিবিধা দশমীবিদ্ধা একাদশীকেই ত্যাগ করিবেন।

সন্দিগ্ধা যথা গারুড়ে—
"উদয়াৎ প্রাক্‌ত্রিঘটিকাব্যাপিন্যেকাদশী যদা।
সন্দিগ্ধৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া॥"

তদর্থ যথা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি তিন দণ্ড ব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সন্দিগ্ধা নাম্নী দশমীবিদ্ধা একাদশী বলা যায়; ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় তাদৃশ একাদশীকে ত্যাগ করিবেন।

সংযুক্তা যথা গারুড়ে—
"উদয়াৎ প্রাঙ্‌মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী যদা।
সংযুক্তৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে॥"

তদর্থ যথা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি দুই দণ্ড ব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সংযুক্তা নাম্নী দশমীবিদ্ধা একাদশী বলা যায়; ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তাদৃশ একাদশীকে ত্যাগ করিবেন।

সঙ্কীর্ণা যথা গারুড়ে—
"আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য ষষ্টিনাড়িকাম্।
সঙ্কীর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥"

তদর্থ যথা—সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী যে একাদশী, তাহার নাম সঙ্কীর্ণা একাদশী।

ইহা তৃতীয়প্রকার দশমীবিদ্ধা একাদশী। ধর্ম্মফলাভিলাষী ব্যক্তি এই একাদশীকেও ত্যাগ করিবেন।

ফলতঃ, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কোন সময়ে যদি দশমীর সহিত একাদশীর যোগ হয়, তবে তাহাকে দশমীবিদ্ধা একাদশী বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে।

ভবিষ্যে উক্ত হইয়াছে ;—

"অরুণোদয়ে তু দশমী গন্ধমাত্রং ভবেদ্ যদি।
দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ॥
দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্॥"

তদর্থ যথা—অরুণোদয়কালে যদি অল্পমাত্রও দশমী দৃষ্ট হয়, তবে সেই দশমীসংযুক্তা একাদশী যত্নসহকারে ত্যাগ করিতে হইবে। অরুণোদয়কাল দশমীশেষ দ্বারা সংযুক্ত হইলে, বৈষ্ণব ঐ একাদশীব্রতকে ত্যাগ করিবেন (৪)

দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কোন কোন স্থলে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীরও ত্যাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে, দ্বাদশী

(৪) অরুণোদয়—সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি মুহূর্ত্ত অর্থাৎ কমবেশ চারি দণ্ড। বৈষ্ণব—যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ।

বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদের দিনে গমন করিলেই দশমীবেধ-বিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিতে বলেন।

একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে ও দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে গমন করিলে, যে দশমী-বেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য, তাহা অবৈষ্ণবেরাও অস্বীকার করেন না। অপরাপর তিথিমলের ন্যায় একাদশীর তিথি-মল যে অগ্রাহ্য নহে, পরন্তু গ্রাহ্য, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

"ষষ্টিদণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথের্নিষ্ক্রমণে পরে।
অকর্ম্মণ্যাং তিথিমলং বিদ্যাদেকাদশীং বিনা॥"

তদর্থ যথা—তিথি কখন কখন ৬০ দণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গমন করিয়া থাকে। ঐ পরদিনগামিনী তিথিকে তিথিমল বলা হয়। তিথিমল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু একাদশী তিথির মল পরিত্যাজ্য নহে, পরন্তু গ্রাহ্য।

এক্ষণে দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে গমন করিলেও যদি মহাদ্বাদশী উপস্থিত হয়, তবে বেধরহিতা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। ঐ পক্ষে বৈষ্ণব মত বলা হইতেছে।

অষ্টমহাদ্বাদশী।—

"শুদ্ধং বৃদ্ধিমুপৈতি চেদ্ধরিদিনং ভদ্রা ন সোন্মীলনী
ভদ্রেবাভ্যধিকা ন হর্য্যহরিয়ং বঞ্জুল্যভিখ্যা সতী।

নন্দাদিত্রিতয়ান্বয়ে তু মহতী স্যাৎ ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী
পূর্ণে পর্ব্বণি নির্গতে পরদিনে স্যাৎ পক্ষবর্দ্ধিন্যপি ॥"
"আদিত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়া পুষ্যেণ পাপাপহা
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতস্বৃক্ষং দিনাদের্ভবেৎ।
পূর্ণং চোনমথাধিকং চ হরিভাধিক্যে তু ভান্তর্ভুজী-
ঋক্ষাধিক্যসমত্বয়োস্তু দিনতঃ প্রাগ্‌ভে চ পশ্চাদ্‌ব্রতম্‌॥
হিত্বা বৈষ্ণবমন্তসত্তমিতরেষ্বৃক্ষেষু ভদ্রাতিথে-
স্তত্রার্বাগপি তৎপ্রখণ্ডন ইহৈবাহ্নি ব্রতে পারণম্‌।
অন্যস্মিন্নধিকা তিথি র্যদি ভতো ভান্তেন বৃদ্ধৌ তিথে-
রন্তঃ পারণকং ভবেদিতি মহাষ্টদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥"

নৃসিংহপরিচর্য্যাধৃতসংগ্রহশ্লোকঃ।

তট্টীকা—দশমীবেধরহিতা একাদশী পরদিনে কিয়ন্মাত্রা দৃশ্যতে ন ভদ্রা দ্বাদশী সা তু উন্মীলনী মহাদ্বাদশী। দ্বাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ বঞ্জুলী। একাদশীদ্বাদশীত্রয়োদশীযোগে ত্রিস্পৃশা। ষষ্টিঘটিকা ভূত্বা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা বা পরদিনে কিয়ন্মাত্রা বর্দ্ধতে সা পক্ষবর্দ্ধিনী। পুনর্ব্বসু-যোগে জয়া। শ্রবণাযোগে বিজয়া। পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী। রোহিণীযোগে জয়ন্তী। এতাসু নক্ষত্রপ্রযুক্তাসু চতুস্বষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়াদারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্‌। হ্রাসবৃদ্ধিপর্য্যালোচনয়া নক্ষত্রন্যূনত্বসাম্যাধিক্যেষু সৎস্বপি। রোহিণীশ্রবণৌ চেৎ ষষ্টিঘটিকা ভূত্বা পারণদিনে বর্দ্ধেতে তদা ভান্তর্ভুজি নক্ষত্রমধ্য এব পারণম্‌। যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্‌ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যমাধিক্যং বা ভজন্তে তদা সূর্য্যোদয়াদুপর্য্যেব নক্ষত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ। শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যা অন্তসময়পর্য্যন্ততা ভবি-তব্যৈব। শ্রবণেষু তু অস্মাৎ প্রাগপি সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ

তদহরেরোপবাসঃ। পারণদিনে নক্ষত্রতিথ্যোরনুবৃত্তৌ যদি তিথে-রধিকং নক্ষত্রং তর্হি তিথিমধ্য এবং পারণং, দ্বাদশীলঙ্ঘনস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তিথ্যাধিক্যে তু নক্ষত্রে নষ্টে পারণং ন প্রাগিতি।

তদর্থ যথা—যদি শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্ট হয়, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হয়, তবে ঐ দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলা হয়। একাদশী বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলা হয়। একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে, উক্ত যোগদিবসকে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ৬০ দণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে যাইলে, তত্তৎপক্ষীয় দ্বাদশীকে পক্ষ-বর্দ্ধিনী দ্বাদশী বলা হয়। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী পুনর্ব্বসু-যোগে জয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী, শ্রবণাযোগে বিজয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনীনাম্নী মহাদ্বাদশী এবং রোহিণীযোগে জয়ন্তীনাম্নী মহাদ্বাদশী বলিয়া উক্ত হয়েন। এই অষ্ট মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, শুদ্ধ একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত অষ্টমহা-দ্বাদশীর লক্ষণ বলা হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধেত পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥"

তদর্থ যথা—শুদ্ধা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া যদি পর-দিনে প্রবেশ করে, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হয়, তবে সেই দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলা হয়।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"দ্বাদশীমিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা ন বা॥"

তদর্থ যথা—একাদশী নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বাদশীর সহিত মিশ্রিত হইলে, ঐ দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। দ্বাদশীর বৃদ্ধি বা অবৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। দ্বাদশীর বৃদ্ধি হয় ভালই। যদি বৃদ্ধি না হয় আরও ভাল। দ্বাদশীর অবৃদ্ধিতে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী॥"

তদর্থ যথা—একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলা যায়। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিলে, সকল পাপ নষ্ট হয়।

দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে ;—

"পুরা চৈকাদশী স্বল্পা অন্তে চৈব ত্রয়োদশী।
সম্পূর্ণা দ্বাদশী মধ্যে ত্রিস্পৃশা সা হরিপ্রিয়া॥

ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং প্রাপ্য কুরুতে পূর্ব্ববাসরম্।
তেনাত্মনস্তু কল্যাণং দগ্ধং পাপাগ্নিনা দৃঢ়ম্ ॥”

তদর্থ যথা—প্রথমে অল্পমাত্র একাদশী, মধ্যে সম্পূর্ণ দ্বাদশী, অন্তে ত্রয়োদশী হইলে, উহাকে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা যায়। ত্রিস্পৃশানাম্নী এই মহাদ্বাদশী প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদিন উপবাস করিলে, সেই উপবাসকারীর সকল কল্যাণ পাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে ;—

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি।
দ্বিতীয়েহহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥”

তদর্থ যথা—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যদি সম্পূর্ণা অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা হইয়া প্রতিপদের দিন বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাকে পক্ষবর্দ্ধিনীনাম্নী মহাদ্বাদশী বলা যায়। ঐরূপ স্থলে একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।

ব্রাহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসু।
নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥
যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥
যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥"

তদর্থ যথা—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে, উহাকে জয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী বলা যায়। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে, উহাকে বিজয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী বলা যায়। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে. উহাকে জয়ন্তী-নাম্নী মহাদ্বাদশী বলা যায়। আর শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে, উহাকে পাপনাশিনীনাম্নী মহাদ্বাদশী বলা যায়।

"অথ ঋক্ষপ্রযুক্তানাং ব্রতকর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে॥
ভান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্ত ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী॥
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষাং ব্রতাচরণযোগ্যতা॥
শ্রবণব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্॥
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারিকা।

তদর্থ যথা—অনন্তর নক্ষত্রযোগে জয়া প্রভৃতি দ্বাদশী ব্রত সকলের ইতিকর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে নিরূপিত হইতেছে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা এই চারিটি নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, এই নক্ষত্র চারিটির মান অহোরাত্রমানাপেক্ষায়, অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের, অধিকই হউক, সমানই অর্থাৎ ৬০ দণ্ডই হউক, বা ৬০ দণ্ডের ন্যূন হউক, ইহাদের ব্রতাচরণ-যোগ্যতা জানিতে হইবে। আর যদি এই নক্ষত্র চারিটি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, এই নক্ষত্র চারিটির মান অহোরাত্রমানাপেক্ষায় অধিক বা সমান, অর্থাৎ ৬০ দণ্ড বা তদধিক হওয়া চাই। অধিক বা সমান হইলেই ইহাদের ব্রতাচরণযোগ্যতা জানিতে হইবে। ৬০ দণ্ডের ন্যূন হইলে হইবে না। শ্রবণা ভিন্ন অপর তিনটি নক্ষত্রে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। আর শ্রবণা নক্ষত্রে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলেও ইহার ব্রতাচরণযোগ্যতা জানিতে হইবে। (৫)

---

(৫) কেহ কেহ মূলে দিনপদের প্রয়োগ না থাকায়, নক্ষত্র চারিটির মান অহোরাত্রমানাপেক্ষায় অধিক প্রভৃতি না বলিয়া দ্বাদশীমানাপেক্ষায় অধিক প্রভৃতি বলিতে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে কেহ কেহ বলেন, যদি দ্বাদশীমানাপেক্ষায় অধিক প্রভৃতি বলা হয়, তবে নক্ষত্রমানাপেক্ষায় অধিক প্রভৃতি না বলা হয় কেন? একটি না বলিয়া অপরটি বলিবার পক্ষে বিনিগমনা অর্থাৎ একতর

অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"দ্বাদশ্যষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণে বিচক্ষণৈঃ।

তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতম্॥"

তদর্থ যথা—পুরাণে পণ্ডিতগণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা বলিয়াছেন, উহাদের একটি পরিত্যক্ত হইলেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত পুণ্য নষ্ট হয়।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।

তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূতসংপ্লবম্॥"

তদর্থ যথা—বিদ্ধা একাদশীর পালনে আসুর বলের বৃদ্ধি হয় এবং শুদ্ধা একাদশীর পালনে দৈব বলের বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত অসুরগণ শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে বিদ্ধা একাদশীর পালন করিতেন। কালক্রমে

পক্ষপাতিনী যুক্তি দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ নৃসিংহপরিচর্য্যায় দিনপদেরই প্রয়োগ হেতু দিনমানাপেক্ষায় অর্থাৎ অহোরাত্রমানাপেক্ষায় বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ গ্রন্থকার এস্থলে নৃসিংহপরিচর্য্যার মতই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ নক্ষত্রবৃদ্ধি স্থলে নক্ষত্রমান দ্বাদশীমানাপেক্ষায় অধিক প্রভৃতি বলাই যদি গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব না বলিয়া দ্বাদশী প্রভৃতির পূর্ব্ব এইরূপই বলিতেন। এইরূপ অর্থে নক্ষত্রঘটিত মহাদ্বাদশী সকল দুর্লভ হইতেছেন সত্য। দুর্লভ না হইলে, শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ পূর্ব্বক মহাদ্বাদশীতে উপবাসের বিধান হইত কি ?

অজ্ঞ লোক সকল অসুরদিগেরই অনুবর্ত্তন করিতে থাকে। পরে শ্রীভগবান্ যখন হিরণ্যাক্ষবধার্থ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তিনি আবার শুদ্ধা একাদশীর পালনের কর্ত্তব্যতা প্রচার করিয়া যান। ঐ সময়ে তিনি অষ্ট-মহাদ্বাদশী পরিপালনেরও আজ্ঞা দেন। শ্রীভগবান্ আজ্ঞা করেন, ইহলোকে যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রতি-পালন না করিবে, তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত যমপুরে বাস করিবে।

কেহ কেহ একাদশী ও মহাদ্বাদশী এই দুই দিনই উপবাস করিতে বলেন, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বত্র একটি উপবাসের পর পারণের বিধান হেতু উপবাসদ্বয় অকর্ত্তব্য। কেবল শ্রবণদ্বাদশীস্থলে শাস্ত্রবচনবলে দুইটি উপবাস করা যাইতে পারে। অন্যত্র দুইটি উপবাস করা যাইতে পারে না। অতএব একাদশীকে পরি-ত্যাগ করিয়াও মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। এইরূপ বহুবাক্যের পরস্পর বিরোধ বশতঃ সন্দেহ উপস্থিত হইলেও একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।

কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"তিথিবৃদ্ধৌ তথা হ্রাসে সংপ্রাপ্তে বা দিনক্ষয়ে।
সন্দিগ্ধেষু চ বাক্যেষু দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥"

তদর্থ যথা—তিথির বৃদ্ধিতে, অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী ও

পক্ষান্তের বৃদ্ধিতে, দিনক্ষয়ে, অর্থাৎ তিথিত্রয়ের স্পর্শে ও বহুবাক্যের বিরোধ বশতঃ সন্দেহে, এবং তিথির অর্থাৎ একাদশীর হ্রাসে দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। (৬)

দশমী-দিনের ৫৭ দণ্ডের প্রথম ক্ষণ হইতে বা তাহার পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্তা যে একাদশী, তাহাই পূর্ণা। আর ৫৭ দণ্ডের দ্বিতীয় ক্ষণ হইতে প্রবৃত্তা যে একাদশী, তাহা বিদ্ধা। মহাদ্বাদশী না হইলে, শুদ্ধা একাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য, বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, শুদ্ধা একাদশীকেও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য। কেবল শ্রবণদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, সমর্থ ব্যক্তি দুইটি উপবাস করিতে পারেন। একাদশী পূর্ণা হইয়া দ্বাদশীতে বৃদ্ধি পাইলে, উন্মীলনী মহাদ্বাদশী হয়। দ্বাদশী পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশীতে বৃদ্ধি পাইলে, বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী হয়। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পূর্ণা হইয়া প্রতিপদে বৃদ্ধি পাইলে, পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী হয়। যদি কোন সময়ে ত্রয়োদশীর ক্ষয়

---

(৬) একাদশীর বৃদ্ধিতে উন্মীলনী, দ্বাদশীর বৃদ্ধিতে বঞ্জুলী এবং পক্ষান্তের বৃদ্ধিতে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী হয়। তিথিত্রয়ের স্পর্শে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। আর বহুবাক্যের বিরোধ জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশীতেই দেখা যায়। অতএব অষ্টমহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য। এইরূপ তিথির হ্রাসে অর্থাৎ অরুণোদয়বিদ্ধা-একাদশী হইলেও একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।

হয়, তবে পক্ষবর্দ্ধিনী হইলেও দ্বাদশীতে উপবাস হইবে না, একাদশীতেই উপবাস হইবে। ঐরূপ স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করিলে, নৃসিংহচতুর্দ্দশীর অনুরোধে পারণের লোপ হইতে পারে, অথবা পারণের অনুরোধে চতুর্দ্দশীব্রতের লোপ হইতে পারে। একাদশী, দ্বাদশী বা পক্ষান্ত পূর্ণ হইয়াও বর্দ্ধিত না হইলে, শুদ্ধা একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে, ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। ত্রিস্পৃশা উপস্থিত হইলে, দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসুর যোগে জয়া, শ্রবণার যোগে বিজয়া, রোহিণীর যোগে জয়ন্তী এবং পুষ্যার যোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়। নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। সূর্য্যোদয়ের পরে প্রবৃত্ত হইলে হইবে না। ঐ কলস নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের কাল হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষায় অধিক বা সমান বা ন্যূন হইলেও, মহাদ্বাদশীব্রত পালন করিতে হইবে। আর যদি ঐ সকল নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ের বা অরুণোদয়েরও পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষায় অধিক বা সমান হইলেই মহাদ্বাদশীব্রত হইবে, ন্যূন হইলে হইবে না। তন্মধ্যে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী স্থলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই; বিজয়া স্থলে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই।

উপবাসপূর্ব্বদিনকৃত্য।

উপবাসের পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া সুবেশ ধারণ ও ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত মহোৎসব সম্পাদন পুরঃসর নিম্নলিখিত সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিবেন। (৭)

সঙ্কল্পমন্ত্র যথা—

"দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব।
ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব॥"

তদর্থ যথা—হে কেশব, আমি দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন তোমার ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তুমি উহা বিঘ্নরহিত কর।

নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বমেকভোজনাঃ।
অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ।
অবনীতল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সকৃদ্ভোজনসংসক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ॥"

তদর্থ যথা—অদ্য দশমী, শ্রীহরির দিন। মানবগণ, অদ্য একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাক। ক্ষারলবণ ভোজন করিও না। হবিষ্যান্ন ভোজন কর। ভূমিতলে

(৭) স্নানাদি—স্নান ও সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম। সুবেশ ধারণ—প্রয়োজনমত ক্ষৌরকর্ম্মাদি দ্বারা সুন্দর বেশ ধারণ।

শয়ন কর। স্ত্রীসঙ্গ করিও না।* পুরাণ পুরুষোত্তম দেব দেব শ্রীহরিকে স্মরণ কর। একাদশীর দিনে ও রাত্রিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে একবার মাত্র ভোজন করিবে। (৮)

অপরাপর নিয়ম যথা স্কান্দে—

"কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চানৃতভাষণম্।
পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

---

(৮) ক্ষারলবণ—ক্ষার-মৃত্তিকাদিকৃত লবণ। কেহ কেহ বলেন, দশমীর দিন ক্ষার ও লবণ ভোজন করিও না। তন্মতে ক্ষার শব্দের অর্থ তিল ও মুগ ভিন্ন শস্য, শালী ধান্য (সপ্তধান্যোত্তর মাষাদি); গোধূম, কোদ্রব (কোদোধান), চণক (ছোলা) ও দেবধান্য (দেধান)। হবিষ্যান্ন—হেমন্তকালোৎপন্ন শুভ্র আতপ-শুষ্ক ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর), কঙ্ক (কাঁঙ্‌নি নামক তৃণবিশেষ), নীবার (উড়িধান্য), বাস্তূক (বেতোশাক), হিল-মোচিকা (হিংচা শাক), যষ্টিকা (ধান্যবিশেষ বা শাকবিশেষ) কালশাক (কালকাসন্দা শাক), কেমূক অর্থাৎ কেউ ভিন্ন মূল, কন্দ (কন্দনামক মূল), সৈন্ধব লবণ ও সামুদ্রিক লবণ, গব্য ঘৃত ও গব্য দধি, অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ, পনস (কাঁঠাল), আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লবলী, ধাত্রী, ব্রতান্তর-প্রশস্ত অপর ফল, অর্থাৎ নারিকেলাদি, গুড়বর্জ্জিত ইক্ষুজাত দ্রব্য ও অতৈলপক্ক প্রশস্ত দ্রব্য। স্মার্ত্তেরা ব্রতান্তরপ্রশস্ত শব্দের প্রয়োগ হেতু অনন্তব্রতপ্রশস্ত গোধূমকেও হবিষ্যান্নের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কৌর্ম্মে—

"কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকান্।
শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্॥"

কিঞ্চ—

"কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্।
দ্যূতমত্যম্বুপানঞ্চ দশম্যাং সপ্ত বর্জ্জয়েৎ॥"

মাৎস্যে—

কাংস্যং মাংসং সুরা ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথভাষণম্।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
শিলাপিষ্টং মসূর দ্বাদশৈতানি সংত্যজেৎ॥"

উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের অর্থ যথা—

দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, মিথ্যাবাক্য, পুনর্ভোজন ও পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, চণক, কোরদুষক, (কোদোধান) শাক, মধু, পরান্ন ও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিবে।

দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, পুনর্ভোজন, মৈথুন, দ্যূত ও অধিক জলপান ত্যাগ করিবে।

দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, তৈল, মিথ্যাবাক্য, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসূর ত্যাগ করিবে।

উপবাসদিনকৃত্য।

উপবাসদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যথাবিধি

শ্রীভগবানের পূজা করিয়া তাম্রপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রতের সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্পমন্ত্র যথা—

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

তদর্থ যথা—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব। হে অচ্যুত, এই বিষয়ে তুমি আমার আশ্রয় হও।

উক্ত মন্ত্র পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আচমনবৎ মন্ত্রপূত জল পান করিবেন। পূর্ব্বদিন দশমী যদি অর্দ্ধরাত্রির পর পর্য্যন্ত থাকে, তবে একাদশীর চারি প্রহর ত্যাগ করিয়া স্নান, পূজা ও ব্রতের সঙ্কল্প করিবেন। দশমীর সঙ্গজনিত দোষ হেতু, দিবসের কার্য্য, দিবসে না করিয়া, রাত্রিতে করিলে দোষ হয় না। একাদশীর দিন পরম ভক্তি সহকারে দেবদেবেশ শ্রীহরির পূজা করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিবেন। উক্ত হইয়াছে—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥"

তদর্থ যথা—সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত ও সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত হইয়া গুণের সহিত বাসকেই উপবাস বলা হয়। ভোগ কি, তাহা শাতাতপ বলিয়াছেন ;—

"গন্ধালঙ্কারবাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্॥"

তদর্থ যথা—গন্ধ, অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য, অনু-লেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন প্রভৃতি উপবাসে দূষিত বলিয়া গণ্য হয়।

অসত্যভাষণ, অসদালাপ, ক্রীড়া, মৈথুন ও নিদ্রা প্রভৃতিও উপবাসদিনে বর্জ্জনীয়। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য ও আমিষ-বর্জ্জন-পরায়ণ হইয়াই ব্রত সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। উপবাসদিনে ঔষধ এবং তাম্বূলও বর্জ্জ-নীয়। ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌন, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেব-পূজা, হোম, সন্তোষ ও চৌর্য্যত্যাগ সকল ব্রতের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

উপবাসকৃত গুণ সকল যথা—

"তজ্জপ্যং তজ্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
তদর্চ্চনঞ্চ তন্নামকীর্ত্তনশ্রবণাদয়ঃ।
উপবাসকৃতা হেতা গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥"

তদর্থ যথা—শ্রীভগবানের মন্ত্র, তদীয় নাম বা মন্ত্রের জপের সহিত তাঁহার ধ্যান, তৎকথাশ্রবণাদি, তদর্চ্চন ও তাঁহার নামকীর্ত্তন ও নামশ্রবণ প্রভৃতিকে পণ্ডিতেরা উপবাসে গুণ বলিয়া থাকেন।

উভয় পক্ষের একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া স্নান ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া

বিধি পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পূজা, গীত, বাদ্য ও পুরাণ পাঠাদি সহকারে রাত্রিজাগরণ কর্ত্তব্য।

পারণদিনকৃত্য।

প্রভাত সময়ে মঙ্গলারাত্রিক সমাধা করিয়া প্রথমতঃ মহাপ্রসাদাদি দ্বারা বৈষ্ণবদিগকে সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিবেন। পরে প্রাতঃকালীন পূজা সমাধা করিয়া উপবাসাদির ফল শ্রীহরিকে অর্পণ করিবেন।

অর্পণমন্ত্র যথা—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥" ইতি।

তদর্থ যথা—হে কেশব, আমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ। হে নাথ, আপনি প্রসন্ন হইয়া হাস্যবদনে আমাকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করুন।

তদনন্তর নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তুলসী ভক্ষণ সহকারে দ্বাদশীর মধ্যে পারণ করিবেন।

পারণকাল নির্ণয়।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"পারণেঽহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী॥"

তদর্থ যথা—পারণদিনে দ্বাদশী থাকিলেও, তাহা লঙ্ঘন করিয়া, ত্রয়োদশীতে ভোজন করিলে, শতজন্ম নরক ভোগ হয়।

দ্বাদশীর অল্পতা হইলে, অরুণোদয়েই স্নানাদি সমাধা করিতে হইবে। দ্বাদশী অত্যল্পমাত্র থাকিলে, একাদশীর দিন অর্দ্ধরাত্রের পরই স্নানাদির বিধান দৃষ্ট হয়। এইরূপ স্থলে, যদি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে অশক্ত হয়েন, অথবা যদি কোন সঙ্কটে পতিত হয়েন, তবে কেবল জল দ্বারাই পারণ করিবেন। পরে কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন। জল পান পারণপক্ষে ভোজন বলিয়া এবং নিত্যকর্ম্মপক্ষে অভোজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দ্বাদশী অধিক থাকিলে, দ্বাদশীর পাদ হরিবাসরসংজ্ঞক বলিয়া, উহা অতিক্রম পূর্ব্বক পারণ করিতে হইবে। কলার্দ্ধমাত্র দ্বাদশী থাকিলে, অর্দ্ধ রাত্রির পর স্নানাদি সমাধা করিতে হইবে। কলার্দ্ধের অধিক ও মুহূর্ত্তের ন্যূন থাকিলে, ত্রয়োদশীতেই পারণ করিতে হইবে।

"বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণং ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণম্।
দ্বাদশ্যূনমুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারিকা।

তদর্থ যথা—উপবাসের দিন নক্ষত্র ও তিথি বর্দ্ধিত হইয়া পর দিবসে গমন করিলে, তিথি অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিলে, নক্ষত্রের অন্তে ও তিথির মধ্যে পারণ

করিতে হইবে; আর নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিলে, নক্ষত্র ও তিথি উভয়েরই মধ্যে পারণ করিতে হইবে। দ্বাদশীতিথির লঙ্ঘন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। পারণদিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, এবং রোহিণী ও শ্রবণা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রমধ্যেই পারণ করিতে হইবে। আর যদি পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। জয়াদি মহাদ্বাদশীর পারণের ইহাই নিয়ম।

দ্বাদশীসম্বন্ধীয় অপরাপর নিয়ম।

দ্বাদশীর দিন, মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্যপাত্র, তাম্বূল, লোভ, নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন বর্জ্জনীয়। ঐ দিন মিথ্যাভাষণ, প্রবাস, দিবা-নিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য, মসূর, দ্যূত, হিংসা, লোলতা, চণক, কোরদূষক, ঔষধ, পুনর্ভোজন, তুলসী-চয়ন এবং বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ বর্জ্জনীয়।

অথ একাদশীমাহাত্ম্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বালক-গণের মাতার ন্যায়, রোগীর ঔষধের ন্যায়, সকল লোকের রক্ষার নিমিত্ত একাদশী তিথি নির্ম্মিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি একাদশী পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রতের উপাসনা করে, সে করস্থিত মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র যাচ্ঞা করে। একবার মাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে জল দ্বারা অর্চ্চনা করিলেই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও

শত শত বাজপেয় যজ্ঞ সকল একাদশী উপবাসের ষোড়শ কলার এক কলার তুল্যও হইতে পারে না। মনুষ্য চতুর্দ্দশ তিথিতে যত পাপ করুন, বিষ্ণুর দিনে অর্থাৎ হরিবাসরে উপবাস করিলে, সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই কলিতে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় গোবিন্দস্মরণ ও একাদশীতে উপবাস। সঙ্গবশতঃ কিংবা কথাবশতঃ বা ছলক্রমে যাঁহারা পুণ্যজনক একাদশী ব্রত পালন করিবেন, তাঁহারা যমালয়ে গমন করিবেন না। শিশুকালেই হউক বা যৌবনকালেই হউক কিম্বা বৃদ্ধকালেই হউক, একাদশী ব্রত পালন করিলেই স্বর্গপ্রাপ্তি হইবেই হইবে। এক সময়ে বিধাতা তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে হরিবাসররূপ বৈষ্ণব ব্রত জনিত ধর্ম্ম স্থাপন এবং অপর পার্শ্বে যজ্ঞাদি সম্ভূত ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হরিবাসর ব্রত জনিত ধর্ম্মই গুরু হইল। যে নর পিত্রাদির উদ্দেশে একাদশীর উপবাস করিবেন, তিনি নিজের উপবাস অপেক্ষায় শতগুণে ফল পাইবেন। যে নারী নিজ পতির উদ্দেশে একাদশীতে উপবাস করে, তাহার নিজের অপেক্ষায় সহস্র গুণে পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাঁহার পতিও সেই উপবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন। দেহের অসামর্থ্য উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মপত্নী দ্বারা ব্রত করাইলে তাঁহার ব্রত লোপ হয় না।

অথ উন্মীলনীব্রত। যে মাসে উন্মীলনী তিথি উপস্থিত হইবে, সেই মাসে বিষ্ণুর যে নাম (৯) সেই নামের অনুরূপ মাধবের মূর্ত্তি সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিবেন। নিজের শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুক্ত হইয়া পবিত্র জল, পঞ্চরত্ন, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ও মালাবিভূষিত কুম্ভ, অথবা তাম্রপাত্র প্রস্তুত করিয়া গোধূম বা তণ্ডুল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। তাহার পর গোবিন্দকে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম ও অগুরুচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক ঐ ঘটের কিম্বা ঐ তাম্রপাত্রের উপর বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। পরে যজ্ঞসূত্র, উত্তরীয়ের সহিত দুই খানি বস্ত্র, পাদুকাদ্বয়, ছত্র, জলপাত্র, তিলের সহিত সপ্ত ধান্য, রজত, কার্পাস, পায়স, মুদ্রিকা, ধেনু, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল, পত্র ও শয্যা প্রদান করিবেন। বৈষ্ণব, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসীপত্র যুক্ত, কালে সমুৎপন্ন পুষ্প দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিবেন। অবয়বের পূজা যথা—যে মাসে বিষ্ণুর যে নাম, তাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত করিয়া পাদদ্বয়, বিশ্বরূপ এই নামে জানুদ্বয়, কামপতি এই নামে

(৯) অগ্রহায়ণ মাস—কেশব, পৌষ—নারায়ণ, মাঘ—মাধব, ফাল্গুন—গোবিন্দ, চৈত্র—বিষ্ণু, বৈশাখ—মধুসূদন, জ্যৈষ্ঠ—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়—বামন, শ্রাবণ—শ্রীধর, ভাদ্র—হৃষীকেশ, আশ্বিন—পদ্মনাভ, কার্ত্তিক—দামোদর।

গুহ্যপ্রদেশ, পীতবাসা এই নামে কটি, ব্রহ্মমূর্ত্তিধারী এই নামে নাভি, বিশ্বযোনি এই নামে উদর, জ্ঞানগম্য এই নামে হৃদয়, বৈকুণ্ঠ এই নামে কণ্ঠ, উরুগায় এই নামে ললাট, ক্ষত্রিয়নাশন এই নামে দুই বাহু, সুরেশ এই নামে মস্তক, ও সর্ব্বমূর্ত্তি এই নামে সর্ব্বাঙ্গের পূজা করিবেন। অস্ত্রের নিজ নিজ নাম উল্লেখ করিয়া অস্ত্র পূজা করিবেন। বিধি অনুসারে জলপূর্ণ কুঙ্কুম যুক্ত শঙ্খের উপরে গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও নারিকেল ফল স্থাপন করিয়া একটি সূত্র দ্বারা বেষ্টনানন্তর দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—

"দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন।
শোকমোহমহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈরপি।
তথাপি মাং জগন্নাথ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ।
বিযোনিঞ্চ গতাশ্চান্যে পাপান্মৃত্যুবশঙ্গতাঃ।
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর।
আর্ত্তস্য মম দীনস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী।
দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধর॥"

তদর্থ যথা—হে দেবদেব, হে মহাদেব, হে

মহাপুরুষ, হে পূর্ব্বজ, হে সুব্রহ্মণ্য, হে পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন, আপনাকে নমস্কার। শোক, মোহ ও মহাপাতক রূপ ভবসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। শত শত পূর্ব্বজন্মে যদি আমি কিঞ্চিৎমাত্রও পুণ্য কর্ম্ম করিয়া না থাকি, হে জগন্নাথ, তথাপি সংসারসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে দেবেশ, আমার যে সকল পূর্ব্বপুরুষ বিযোনি অর্থাৎ হীনযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা পাতক বশতঃ মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন এবং যাঁহারা হইবেন বা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রত দ্বারা প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করুন। আমি পতিত ও অতি দীন, আপনার চরণে আমার অব্যভি-চারিণী ভক্তির উদয় হউক। হে গদাধর, আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম গ্রহণ করুন। এইরূপ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধূপ, দীপ, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, স্তব, নীরাজন, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তোষ করিবেন। এবং শ্রীহরির তুষ্টির জন্য জাগরণ করিবেন। রাত্রির শেষভাগে ব্রতের উপকরণ ও শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিবেন। কারণ, গুরুকে নিবেদন করিলেই ব্রত পরিপূর্ণ হয়। তাহার পর আহ্নিকাদি সমাধা করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত ভোজন করিবেন। তদনন্তর ভগবৎ-কথায় দিন অতিবাহিত করিবেন। এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি উন্মীলনী ব্রত করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্প

বিষ্ণুর নিকট বাস করেন। আরও যিনি এইরূপে বিধি পূর্ব্বক ব্রত করিবেন, তাঁহার ধন, আয়ু, পুত্র ও বিদ্যাদি লাভ হইবে। এই ব্রত না করিলে নরকে গমন হয়। যে পর্য্যন্ত উন্মীলনী ব্রত না করা হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রাণিগণের দেহে পাপ সকল দুঃসহ যাতনা প্রদান করিতে থাকে।

অথ বঞ্জুলীব্রত। শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশীতে যখনই বঞ্জুলী হইবে, তখনই এক মাষা পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নারায়ণ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রত্নগর্ভ ঘটে তাম্রপাত্রের উপর স্থাপন পূর্ব্বক নিজ শক্তি অনুসারে ময়ূর-পুচ্ছ-বিনির্ম্মিত ছত্র, বংশনির্ম্মিত পাদুকা প্রদান করিবেন। এবং ঘৃত-সংযুক্ত কাংস্যপাত্রকে গোধূম দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেবতাকে স্নান করাইয়া তাহার উপর স্থাপন করিবেন। পরে দেবতাকে যুগল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিলেপন প্রদান করিবেন। অনন্তর ঘটস্থিত দেবতাকে পুষ্পমালাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উৎকৃষ্ট গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অবয়বের পূজা যথা—চরণদ্বয়ে নারায়ণায় নমঃ, জানুদ্বয়ে কেশবায় নমঃ, ঊরুদ্বয়ে মাধবায় নমঃ, গুহ্যে কামাধিপতয়ে নমঃ, কটিতে গোবিন্দায় নমঃ, নাভিপ্রদেশে মাধবায় নমঃ, উদরে বিশ্বরূপায় নমঃ, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-ধারিণে নমঃ, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ, নেত্রদ্বয়ে জ্যোতীরূপিণে নমঃ, মস্তকে সহস্রশীর্ষায় নমঃ ও সর্ব্বাঙ্গে বিশ্বরূপিণে নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। এবং অস্ত্র সকলের নিজ

নিজ নাম উল্লেখ করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। পরে বিধি অনুসারে শঙ্খের মধ্যে জল, তণ্ডুল, পুষ্প স্থাপন করিয়া তাহার উপরে নারিকেল ফল রাখিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

বঞ্জুলীব্রতের অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—
"নারায়ণ জগন্নাথ পীতাম্বর জনার্জ্জন।
মামুদ্ধর মহাবিষ্ণো নরকাব্ধেঃ সনাতন।
সপ্তকল্পগতং পাপং যৎ কৃতং মম পূর্ব্বজৈঃ।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সকলং তং প্রণশ্যতু।
মুক্তিং প্রয়ান্তু পিতরো ময়া সহ জগৎপতে।
ময়া তবার্ঘ্যদানেন যে চান্যে পিতরো গতাঃ।
বসন্তু ত্বৎসমীপেঽদ্য দেবদেব জনার্দ্দন।
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু বঞ্জুলীসম্ভবং মম।
দশমীসংযুতং দেব যৎ কৃতং দ্বাদশীব্রতম্।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

তদর্থ যথা—হে নারায়ণ, হে জগন্নাথ, হে পীতাম্বর, হে জনার্দ্দন, হে মহাবিষ্ণো, হে সনাতন, নরকসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার পূর্ব্ব পুরুষ সকল সাত কল্পে যে যে পাপ করিয়াছেন, সেই সকল বিনষ্ট হউক। হে জগৎপতে, আমার সহিত পিতৃগণ মুক্তিলাভ করুন। আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। যে সকল পিতৃগণ গত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহার ফলে আপনার নিকট অবস্থিতি করুন। আর আমার এই

বঞ্জুলীব্রত সম্পূর্ণ হউক। হে দেব, আমি জ্ঞান বশতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ যে দশমীযুক্ত দ্বাদশীব্রত করিয়াছি, তাহা আমার পরিপূর্ণ হউক। পরে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক নীরাজন করিয়া গুরুর পূজা করিবেন। ব্রতের পূর্ণতাহেতু বস্ত্র, ধেনু, ভূমি, ধান্য ও দক্ষিণা গুরুদেবে সমর্পণ করিবেন। এবং রাত্রিতে জাগরণ পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ, গীতা, সহস্র নাম, ও শ্রীভাগবত পুরাণ পাঠ করিবেন। আর হরির সম্মুখে গীত, নৃত্য ও বাদ্য করিবেন। পরে প্রভাত হইলে, দেবতাপ্রতিমাদি গুরুদেবে সমর্পণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সহিত ভোজন করিবেন। ভূমিহরণে যে পাতক হয়, দেবস্ব হরণ করিলে যে পাতক হয়, মণি, তুলা ও সুবর্ণ চুরিতে যে পাতক হয় এবং অজ্ঞান কিংবা জ্ঞান বশতঃ যে পাপ করা হইয়াছে, আর পূর্ব্বজন্মে সে সকল পাপ করা হইয়াছে, বঞ্জুলীব্রত করিলে সেই সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। আর মনঃপীড়া ও অত্যন্ত দুঃখজনক রোগাদি কিছুই হইতে পারে না। বঞ্জুলী দ্বাদশী উপস্থিত হইলে, গরুড়ধ্বজ ভগবান নিজস্থান হইতে ভূতলে আগমন করিয়া ব্রতচারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করেন। এই বঞ্জুলী ব্রতে ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে, পাতকযুক্ত ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। এই বঞ্জুলী ব্রত সকল শাস্ত্রসম্মত।

অথ ত্রিস্পৃশাব্রত। বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীকে ত্রিস্পৃশা মধুসূদনী দ্বাদশী বলে। এই দ্বাদশী উপস্থিত হইলে ব্রতধারী ব্যক্তি স্বর্ণ দ্বারা দামোদর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন এবং একটি তাম্র ঘট নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে তণ্ডুল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। পরে পবিত্র জল পূর্ণ ঘট, পঞ্চরত্ন সমন্বিত করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন এবং কর্পূর ও অগুরু দ্বারা সুবাসিত করিয়া রাখিবেন। তদনন্তর দেব প্রতিমাকে স্নান করাইয়া তাঁহার অঙ্গে বিলেপন প্রদান পূর্ব্বক ঘটের উপর স্থাপন করিবেন। তাহার পরে বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভক্তিসহকারে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র, কালে সমুৎপন্ন ধবল পুষ্প, কোমল তুলসীপত্র ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। এবং বংশ নির্ম্মিত ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, উত্তরীয়, নানাপ্রকার ফল, ও সুন্দর সুদীর্ঘ বেণু নির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করিয়া অবয়বের পূজা করিবেন। যথা—চরণদ্বয়ে দামোদরায় নমঃ, জানুদ্বয়ে মাধবায় নমঃ, গুহ্যে কামপতয়ে নমঃ, কটিতে বামনমূর্ত্তয়ে নমঃ, নাভিতে পদ্মনাভায় নমঃ, উদরে বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ, হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় নমঃ, কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ, বাহুদ্বয়ে সহস্রবাহবে নমঃ, নেত্রদ্বয়ে যোগনায়কায় নমঃ, ললাটে উরুগায় নমঃ, মস্তকে সহস্রশীর্ষায় নমঃ বলিয়া অবয়বের পূজা করিবেন। এবং অস্ত্র সকলের নিজ নিজ নাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবেন।

তৎপরে একটি শঙ্খের উপর পবিত্র নারিকেল ফল রাখিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দুই হস্তে ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—
"স্মৃতো হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দ্দন।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
নারকঞ্চ ভয়ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবম্।
ভয়মন্যৎ মহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকম।
সর্ব্বং নাশয় মে বিষ্ণো গৃহাণার্ঘ্যং জনার্দ্দন।
মম ভক্তিঃ সদৈবাস্তু দামোদর তবোপরি॥"

তদর্থ যথা—হে জনার্দ্দন, যদি আপনাকে স্মরণ করা হয়, তাহা হইলে সত্যই আপনি সকল পাপ হরণ করেন। সেইরূপ আপনি আমার দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত জনিত এবং মানসিক দুশ্চিন্তা জনিত ভয়, নরক ভয়, দুর্গতি ভয় এবং ইহলোকের ভয় ও পরলোকের ভয় প্রভৃতি. অন্য সকল ভয় নাশ করুন। হে বিষ্ণো, হে জনার্দ্দন, আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দামোদর সর্ব্বদা আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকুক।

তৎপরে শ্রীভগবানের মস্তোকপরি শঙ্খ ভ্রমণ করাইয়া গন্ধ, মাল্য, পুষ্প, ভোজনীয় বস্তু, তাম্বূল, সপ্তধান্য, ধবল বস্ত্র, অঙ্গুরী, কমণ্ডলু, ছত্র, ও পাদুকা প্রদান পূর্ব্বক দেবদেবকে পূজা করিয়া, নৃত্য গীতাদির দ্বারা রাত্রি জাগরণ

করিবেন। তৎপরে প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার দেবাধিপতিকে বিধি অনুসারে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সহিত ভোজন করিবেন। এই ত্রিস্পৃশাব্রত কোটি-পাপ-বিনাশকারী। কলিকালে এক উপবাসে দশ সহস্র, জাগরণে লক্ষ, নৃত্যে কোটি উপবাসের ফল হইয়া থাকে। এই ব্রত সকাম ব্যক্তিদিগকে কামনানুরূপ ফল প্রদান করেন ও নিষ্কাম ব্যক্তিদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। আর যিনি প্রতিদিন ত্রিস্পৃশা এই নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি কলিযুগেও শ্রীকেশবকে প্রত্যক্ষ রূপে পূজা করেন ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। মুক্তির নিমিত্তই দেবদেব বিষ্ণু, তিথির ঈশ্বরী ত্রিস্পৃশা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়াগ ও কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্ত হয়, গোমতীতে স্নান করিলে মুক্ত হয়, কিন্তু ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে গৃহে অবস্থিতি করিয়াই মুক্ত হইয়া থাকে।

অথ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রত। পক্ষবর্দ্ধিনী যে মাসে হইবে, সেই মাসে বিষ্ণুর যে নাম সেই নামের অনুরূপ বিষ্ণু মূর্ত্তি সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করাইবেন। একটি পঞ্চরত্নযুক্ত জলপূর্ণ নূতন কুম্ভে চন্দন লেপন পূর্ব্বক পুষ্প, মালাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া রাখিবেন। পরে গোধূমপূর্ণ তাম্রপাত্র ঐ ঘটের উপর স্থাপন করিবেন। তদনন্তর ঐ সুবর্ণ নির্ম্মিত বিষ্ণুর মূর্ত্তিকে পঞ্চামৃত অর্থাৎ নারিকেল জল, দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, ও মধু দ্বারা স্নান করাইয়া, কুঙ্কুম,

ও অগুরুচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক ঐ কুম্ভের উপর স্থাপন করিবেন। পরে দুইখানি বস্ত্র, ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। অবয়বের পূজা যথা—চরণদ্বয়ে পদ্মনাভায় নমঃ, জানুদ্বয়ে যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ, উরুদ্বয়ে নৃসিংহায় নমঃ, কটিদেশে জ্ঞানপ্রদায় নমঃ, উদরে বিশ্বনাথায় নমঃ, হৃদয়ে মাধবায় নমঃ, কণ্ঠে কৌস্তুভকণ্ঠায় নমঃ, বাহুদ্বয়ে ক্ষত্রান্তকায় নমঃ, ললাটে ব্যোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, মস্তকে সর্ব্বরূপিণে নমঃ, এবং সর্ব্বাঙ্গে বিশ্বরূপিণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। এবং অস্ত্রের নিজ নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া পূজা করিবেন। এইরূপ পূজার পর বিধি অনুসারে শুভ্র নারিকেল ফল শঙ্খের উপর স্থাপন করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দুই হস্তে ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—

"সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষামহানল।
নরকাগ্নিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ।
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোহস্তু তে॥"

তদর্থ যথা—আমি সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি, হে সংসারসাগরের পোত সদৃশ ও পাপ-ভবনের অনল সদৃশ জগন্নাথ, আমাকে উদ্ধার করুন। হে পদ্মনাভ, আপনাকে নমস্কার, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

তদনন্তর চক্রপাণিকে ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য, রসযুক্ত, আস্বাদনীয়, মনোহর ফল, অগুরুচন্দন, কর্পূর, ঘৃত বা তিল তৈলের প্রদীপ, বস্ত্র, উত্তরীয়, উষ্ণীষ, কঞ্চুক প্রভৃতি প্রদান করিবেন। এবং নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রাতঃকালে শক্তি অনুসারে গুরুদেবকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবেন। এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সহিত ভোজন করিবেন।

অথ জয়াব্রত। জয়াব্রতের বিধি ঠিক উন্মীলনী ব্রতের ন্যায়। জয়াব্রত নদ্যাদির সঙ্গমেই করিতে হয়। এই সঙ্গম সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন, যে শালগ্রাম শিলার জল ও তুলসী জল একত্র করিলেই নদী সঙ্গম তুল্য হয়। অতএব তাহাতেই জয়াব্রত আচরণ করিবেন। এই ব্রতের আচরণে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলের ফল লাভ হয়। এবং নরকে বাস হয় না।

অথ বিজয়াব্রত। ব্রতচারী ব্যক্তি প্রথমে শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া ব্রতের সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—

"দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

তদর্থ যথা—হে ত্রিবিক্রম, হে অনন্ত, আমি দ্বাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিন আহার করিব। হে অচ্যুত, আপনি আমার শরণ হউন।

তৎপরে সুবর্ণ দ্বারা সশর-শার্ঙ্গধর দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞসূত্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ঘট স্থাপন করিবেন। এবং তাহার উপর তাম্র অথবা বেণু নির্ম্মিত পাত্র রাখিয়া তাহাতে দেবতা স্থাপন করিবেন। দেবতার শরীরে শুক্ল-চন্দন লেপন করিয়া শুক্লবস্ত্র, ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিবেন। পরে নিম্নলিখিভ মন্ত্রে প্রত্যঙ্গ পূজা করিবেন। যথা—মস্তকে বাসুদেবায় নমঃ, মুখে শ্রীধরায় নমঃ, কণ্ঠে কৃষ্ণায় নমঃ, বক্ষে শ্রীপতয়ে নমঃ, বাহুদ্বয়ে শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ, কক্ষে ব্যাপকায় নমঃ, উদরে গিরীশায় নমঃ, নেত্রে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ,জঘনে সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ, পাদদ্বয়ে সর্ব্বাত্মনে নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। পরে বিধি অনু-সারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—

"শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শারঙ্গ-শর-ভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে॥"

তদর্থ যথা—হে শার্ঙ্গপাণে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও শর দ্বারা আপনি ভূষিত, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার করি।

তদনন্তর ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য, নানারসযুক্ত ফল, তাম্বূল, ধূপ ও দীপ, প্রদান পূর্ব্বক দেবদেবকে অর্চ্চনা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক গুরুদেবে শ্রীমূর্ত্ত্যাদি সমর্পণ করিবেন। পরে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া আপনি পারণ করিবেন। যদি ভাদ্র মাসে বুধবারে বিজয়াব্রত হয়, তাহা হইলে সকল ব্রতের অপেক্ষায় এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হইবে। এই তিথিতে গোবিন্দের পূজা করিলে এক বৎসরের ফল হয়, জপ করিলে সহস্র গুণ ফল হয়, দান, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন ও উপবাস করিলে লক্ষ গুণ ফল হয়।

অথ জয়ন্তীব্রত। ব্রতধারী ব্যক্তি প্রথমে শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণতিল ও আমলকী ফল দ্বারা মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—

"জয়ন্ত্যাস্তু নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণঞ্চরণৌ তব ॥"

তদর্থ যথা—হে পরমেশ্বর, জয়ন্তী দ্বাদশীর দিনে নিরাহার থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ভোজন করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আপনার চরণযুগল আমার আশ্রয় হউক।

পরে পূর্ব্ববৎ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার উপর তিলপূর্ণ, সুবর্ণ বা রজত কিম্বা তাম্র অথবা বেণু নির্ম্মিত পাত্র রাখিবেন, এবং তাহার উপর সুবর্ণ নির্ম্মিত দেবকীমূর্ত্তির ক্রোড়দেশে স্তন্যপায়ী ও মাতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া স্থাপন করিবেন। পরে আবাহন মন্ত্রে আবাহন করিবেন।

আবাহন মন্ত্র যথা—

"এহি এহি জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম।
পরিবারগণোপেত লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে॥"

তদর্থ যথা—হে জগন্নাথ, হে বৈকুণ্ঠ, হে পুরুষোত্তম, হে জগৎপতে পরিবারবর্গ ও লক্ষ্মীর সহিত আপনি আগমন করুন, আগমন করুন।

পরে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, "মনোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তুলসী, শ্বেত-চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু, কস্তুরিকা প্রভৃতি দ্বারা দেবতার শরীর অনুলেপন করিবেন। তদনন্তর শুক্লবস্ত্র ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুষ্প দ্বারা শ্রীভগবন্মূর্ত্তির পূজা করিবেন। প্রথমে দেবকীর পূজা করিবেন যথা—

"অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্ত তু।
পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
পূজিতা মে তথা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে।
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা।
তামেব নির্বৃতিং দেবি স্বপুত্রাৎ দর্শয়স্ব মে॥"

তদর্থ যথা—হে অদিতে, হে দেবমাতঃ, আপনি সকল পাতক বিনাশ করেন, অতএব আমি ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনার অর্চ্চনা করিতেছি। হে বরাননে, আপনি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া যেরূপ প্রসন্ন হয়েন, হে সুব্রতে, তদ্রূপ মৎকর্ত্তৃক ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়াও প্রসন্না

হউন্। হে দেবি, আপনি শ্রীহরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছেন, পুত্রের সহিত আমাকেও তদ্রূপ আনন্দ প্রদান করুন। উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবকীর পূজা করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন।

পূজার মন্ত্র যথা—

"অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি।
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্।
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুষ মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ॥"

অর্থ যথা—হে মধুসূদন, আপনি সহস্র সহস্র অবতার করিয়া থাকেন, ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তিই আপনার অবতারের সংখ্যা করিতে পারেন না। হে ভগবন্, ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার স্বীয়রূপ জানিতে পারেন না। আপনি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে দেব, হে সংসারভয়বিনাশন, আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, পাতক বিনাশ করুন, আমার প্রতি কৃপা করুন, আমি আপনাকে পূজা করিতেছি। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—

"জাতঃ কংসবধার্থায় ভুভারোত্তারণায় চ।
দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।"

কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো হরে॥"

তদর্থ যথা—হে হরে, কংসবধ, ভূমণ্ডলের ভার হরণ, দেবগণের কল্যাণ, কুরুকুলের বিনাশ ও দৈত্যদিগের নিধন সাধনের নিমিত্ত আপনি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি দেবকীর সহিত আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। তৎপরে ধূপ, দীপ, অত্যুৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, উত্তম উত্তম ফল ও তাম্বূলাদি অর্পণ পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবেন ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ করিবেন। প্রাতঃকালে নিত্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবন্মূর্ত্তি, বস্ত্রাদি ও দক্ষিণা গুরুদেবকে সমর্পণ করিয়া পারণ করিবেন। যে নর কিম্বা নারী বিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বপাপহর জয়ন্তীব্রত করেন, তিনি একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করেন। যে ব্যক্তি সংক্ষিপ্তভাবেও শ্রীহরিবল্লভ এই জয়ন্তীব্রত করেন, তিনি সমুদয় অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া হরিলোকে গমন করেন। জয়ন্তীতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের পূজা করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়।

অথ পাপনাশিনীব্রত। এই ব্রত উপস্থিত হইলে ব্রতধারী ব্যক্তি পবিত্র জলপূর্ণ নূতন কুম্ভে চন্দন লেপন পূর্ব্বক পঞ্চরত্ন, পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া রাখিবেন।* পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সকল্প করিবেন।

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—

"দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেশ শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

তদর্থ যথা—হে অচ্যুত, হে জামদগ্ন্য, হে ঈশ, দ্বাদশীতে আমি নিরাহার থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব। আপনি আমার শরণ হউন। পরে ব্রতধারী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কুম্ভের উপরে মনোহর তাম্র কিম্বা বেণু নির্ম্মিত পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবেন। তদনন্তর নিজ শক্তি অনুসারে এক মাষা বা অর্দ্ধ মাষা কিম্বা সিকি মাষা পরিমিত স্বুবর্ণ দ্বারা পরশুরামের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। তদনন্তর তাঁহাকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রের উপর স্থাপন করিবেন। তৎপরে যুগ্ম বস্ত্র, ছত্র ও পাদুকা অপর্ণ পূর্ব্বক শ্বেতচন্দন লেপন এবং তুলসী ও পুষ্প দ্বারা অবয়বের পূজা করিবেন। যথা—বিশোকায় নমঃ চরণ-দ্বয়ে, বিশ্বরূপায় নমঃ জানুদ্বয়ে, হয়গ্রীবায় নমঃ উরুদ্বয়ে, দামোদরায় নমঃ কটিতে, কন্দর্পায় নমঃ গুহ্যে, পদ্মমালিনে নমঃ নাভিতে, অনন্তায় নমঃ উদরে, শ্রীকণ্ঠায় নমঃ গলদেশে, হৈমাঙ্গদায় নমঃ বাহুদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠায় নমঃ মস্তকে, জ্যোতী-রূপায় নমঃ নেত্রদ্বয়ে, শোকনাশিনে নমঃ নাসাগ্রে, বামনায় নমঃ ললাটে, রামায় নমঃ কর্ণদ্বয়ে, এবং সর্ব্বাত্মনে নমঃ বলিয়া সকল অঙ্গের পূজা করিবেন। নিজ নিজ নাম দ্বারা অস্ত্র পূজা করিয়া বিধি পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—

"নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোঽস্তু তে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তমামলক্যা সহিতং হরে।"

তদর্থ যথা—হে দেবদেবেশ, আপনাকে নমস্কার; হে জামদগ্ন্য আপনাকে নমস্কার; হে হরে, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য আমলকীর সহিত গ্রহণ করুন। তৎপরে ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ও উত্তম উত্তম ফল নিবেদন করিয়া তাম্বূলাদি অর্পণ করিবেন। পরে আরাত্রিক করিয়া গীতনৃত্যাদি উৎসব দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি, বস্ত্রাদি ও দক্ষিণা গুরুদেবকে সমর্পণ করিয়া পারণ করিবেন। এই ব্রত করিলে, বাচিক, মানসিক, বিশেষতঃ কায় কৃত সপ্ত-জন্মার্জ্জিত বিবিধ পাতক সকল হইতে মুক্ত হইবেন। আর যাঁহারা এই পাপনাশিনীতে উপবাস করিবেন, তাঁহারা সহস্র একাদশীর ফল লাভ করিবেন। স্নান, দান, জপ, হোম, পুরাণাদি পাঠ, ও দেবপূজা প্রভৃতি যাহা কিছু এই পাপনাশিনীতে করা হয়, সেই সমুদায়েরই অনন্ত গুণ ফল হইয়া থাকে। যিনি এই ব্রত বিধি অনুসারে পালন করিবেন, তাঁহার আয়ু, যশঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য, সম্পদ, সৌভাগ্য ও সন্তান প্রভৃতি সমস্ত কামনা ও পারলৌকিক সুখ লাভ হইবে।

অথ মাসকৃত্য।

ভগবান হরি গীতার ১০ম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যে মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস, অতএব সকল মাসের মধ্যে এই মাস শ্রেষ্ঠ। এবং এই মাসেই নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে স্নান, দান, ব্রত, ভগবৎপূজা ও সঙ্কল্পসহিত কর্ম্ম সকল ভগবদ্ভক্তি প্রদান করে। এই মাসে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি মহোৎসব দ্বারা তুলসীকাননে ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবেন। এবং শ্রীহরিকে শীতবস্ত্র প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি মাস ব্যাপিয়া গুড়মিশ্রিত পায়স শ্রীহরিকে প্রদান করেন, তিনি দেহান্তে মুক্ত হয়েন। যে নর কিম্বা নারী নক্তব্রত দ্বারা অগ্রহায়ণ মাস্ অতিবাহিত করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, তিনি বিষ্ণুর নিত্যধামে গমন করেন।

অথ পৌষকৃত্য। এই মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নান করিবেন। এবং জিতেন্দ্রিয় ও ভোগবর্জ্জিত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণপূজা করিবেন। যিনি সম্পূর্ণ মাস কিম্বা অর্দ্ধ মাস, অথবা দশ দিন বা পঞ্চ দিন দধ্যোদন অর্থাৎ দধিযুক্ত অন্ন দ্বারা পূজা করেন;

তিনি দেহান্তে হরির ধামে গমন করেন। এই মাসে যিনি পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে ১ প্রস্থ (১২৮ তোলা) ঘৃত দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইবেন, তিনি অশ্বমেধের ফল লাভ করিবেন।

অথ মাঘকৃত্য। সর্ব্বপুণ্যপ্রদ পুণ্যস্বরূপ মকররাশিতে সূর্য্য উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ মাঘ মাস আরম্ভ হইলে, জিতেন্দ্রিয় ও ভোগবর্জ্জিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান, ভূমিশয়ন, তিলসহ ঘৃতের হোম ও ত্রিসন্ধ্যা সনাতন বিষ্ণুর পূজা করিবেন। এবং শ্রীমাধবের উদ্দেশে অহোরাত্র অখণ্ড প্রদীপ, অন্ন, পটী, তুলা, তুলবতী, কার্পাস-কোষ, ঘৃত, তৈল, কুঙ্কুম, বস্ত্র, কম্বল, পাদুকা ও কাষ্ঠ যথাশক্তি প্রদান করিবেন। এই মাসে অন্যের অগ্নি সেবন করিবেন না ও প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবেন। এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবেন।

স্নানমন্ত্র যথা—

"মকরস্থে রবৌ মাসে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥"

তদর্থ যথা—হে গোবিন্দ, হে অচ্যুত, হে মাধব, মকর-রাশিস্থিত ভাস্করে আমি স্নান করিতেছি, হে দেব, আপনি যথোক্ত ফল প্রদান করুন। মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক স্নান করিয়া বাসুদেব, হরি, বিষ্ণু ও মাধবকে স্মরণ করিবেন।

এই মাসে গৃহে উষ্ণ জলে স্নান করিলে ছয় বৎসর স্নানের ফল হয়, দীঘিতে স্নান করিলে দ্বাদশ বৎসর স্নানের ফল হয়, পুষ্করিণীতে দ্বিগুণ, বৃহজ্জলাশয়ে চতুর্গুণ, দেবখাতে দশগুণ, মহানদীতে শতগুণ, এবং গঙ্গায় সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। এবং প্রয়াগে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে লক্ষগুণ ফল হয়। আর যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিয়া জলমধ্যে থাকিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া অনাচ্ছাদিত গাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহার প্রতিপদে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানে, হরি যদ্রূপ প্রীত হয়েন, ব্রত, দান ও তপস্যাদিতে তদ্রূপ প্রীত হয়েন না। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু; বালক, যুবা ও বৃদ্ধ; পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই স্নানের অধিকারী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান করিবেন; শূদ্র ও স্ত্রী কেবল মৌন হইয়াই স্নান করিবেন। সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে কপিলা দান করিলে যে ফল হয়, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল হয়। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মাবর্ত্ত, পৃথূদক, কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গা, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থ সকলে দশ বৎসর যাবৎ নিয়ম পালনে যে ফল প্রাপ্তি হয়, মাঘ মাসে দিনত্রয় স্নান করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথ বসন্তপঞ্চমী। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীর নাম বসন্তপঞ্চমী। ঐ দিবস নূতন পত্র, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও বিশেষরূপে নীরাজনোৎসব ও ভক্তি পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগকে সম্মানিত করিয়া যে পর্য্যন্ত শ্রীহরির শয়ন না হয় সেই পর্য্যন্ত বসন্তরাগ গান করিবেন; কদাচ অন্য রাগ গান করিবেন না। যিনি এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর অতিশয় প্রিয় হয়েন।

অথ ভীষ্মাষ্টমী। মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিন কিম্বা কেবল অষ্টমীর দিন ভাগবতপ্রধান শ্রীভীষ্মদেবের তর্পণ করিবেন। নিত্য তর্পণের পর জলে উত্তরাভিমুখ হইয়া কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় লম্বমান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে মহাত্মা ভীষ্মের তর্পণ করিবেন।

তর্পণমন্ত্র যথা—

"বৈয়াঘ্রপদগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

তদর্থ যথা—ব্যাঘ্রপদ গোত্রে সমুৎপন্ন, সাঙ্কৃতিপ্রবরবিশিষ্ট, পুত্রবিহীন ভীষ্মকে এই জল প্রদান করিতেছি।

অথ ভৈমী একাদশী। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী। এই ব্রত অশেষ যজ্ঞের ফলপ্রদ,

অশেষ পাতকের নাশক, অশেষ দুঃখের নিবারক ও অনেক দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং পবিত্রের মধ্যে পবিত্র ও মঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল। যে ব্যক্তি অষ্টমী, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী এবং অপরাপর তিথিতে উপবাস করিতে না পারেন, তিনি যদি কেবল এই পুণ্যস্বরূপ ভীম একাদশীতে বিধি অনুসারে উপবাস করেন, তাহা হইলে অন্তে বিষ্ণুর পরমপদে প্রস্থান করেন।

অথ ফাল্গুনকৃত্য। এই মাসে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবেন এবং সুবর্ণচম্পক, আম্রের সুগন্ধি পুষ্প ও সুবিস্তর গন্ধ দ্বারা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন।

অথ শিবরাত্রিব্রত। শ্রীবিষ্ণু এক দেবতা এবং শ্রীশিব অন্য দেবতা, এইরূপ জ্ঞান না করিয়া শ্রীশিব বিষ্ণুরই অবতার এই জ্ঞানে, শিবরাত্রিব্রত বৈষ্ণবেরও কর্ত্তব্য। শিবরাত্রিব্রতের পরিত্যাগে ভগবৎপূজার ফল হয় না এবং শ্রীভগবানের প্রীতিও লাভ করা যায় না। ভেদবুদ্ধি করিয়া শিবরাত্রিব্রত ত্যাগ করিলে নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকেই শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দ্দশী বলা হয়। শিবরাত্রিরূপ চতুর্দ্দশী শুদ্ধা হইলে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকলেই সেই দিনেই উপবাস করিয়া থাকেন। বিদ্ধা হইলে, অবৈষ্ণবেরা দণ্ডচতুষ্টয়াত্মক প্রদোষব্যাপিনী তিথিকেই গ্রহণ করেন। উভয় দিনে

মুহূর্ত্তের অন্যূন প্রদোষব্যাপিনী স্থলে অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ব্যাপিনী গ্রাহ্য হয়। প্রদোষব্যাপ্তির সমতায় পূর্ব্ব দিন গ্রাহ্য হয়। চতুর্দ্দশীর দিন মুহূর্ত্তের অন্যূন ত্রয়োদশী এবং পরদিন মুহূর্ত্তের অন্যূন চতুর্দ্দশী থাকিলে, বৈষ্ণবগণ পরদিন উপবাস করিবেন। আর একতরের অভাব হইলে, পূর্ব্বদিন উপবাস করিবেন। উপবাসদিন রাত্রিজাগরণ পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা করিতে হইবে। পারণদিনে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী থাকিলে, চতুর্দ্দশীতেই পারণ হইবে। তদপেক্ষা অল্প থাকিলে, চতুর্দ্দশীর অন্তে অর্থাৎ অমাবস্যাতেই পারণ করিতে হইবে।

ব্রতী পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে শিবমন্দিরে গমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—বিষ্ণুরোমি-ত্যাদি—শিবপ্রীতিকামঃ শিবরহস্যোক্তশিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে—

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—

"শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥"

তদর্থ যথা—হে জগৎপতে, আমি এই মহাফলজনক শিবরাত্রিব্রত করিব। তোমার প্রসাদে ইহা বিঘ্নরহিত হউক। আমি ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত চতুর্দ্দশীতে

নিরাহার থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব। আপনি আমার শরণ হউক।

তৎপরে অঙ্গুষ্ঠের অন্যূন পরিমাণে মৃত্তিকা দ্বারা সবজ্র শিবলিঙ্গ ও উত্তর দিকে পিণাক প্রস্তুত করিবেন এবং বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা পূর্ব্বক উহার মধ্যদলের সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইবেন। এবং স্বয়ং উত্তরমুখ হইয়া আসনে বসিবেন। পরে "ওঁ হরায় নমঃ" বলিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিয়া বজ্র নামাইয়া পিণাকের উপর রাখিবেন। "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া মস্তকটি একটু টিপিয়া দিবেন। "ওঁ শূলপাণে, ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া লিঙ্গের উপর অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

তদর্থ যথা—রজতগিরিসদৃশ, মনোহর চন্দ্র দ্বারা ভূষিত-ললাট, রত্নময় অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতদেহ, পরশু ও মৃগমুদ্রা দ্বারা ভূষিতবামভুজ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা দ্বারা ভূষিতদক্ষিণভুজ, প্রসন্নভাবে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত, বিশ্বের

আদি, বিশ্বের মূলকারণ, নিখিলভয়হর, পঞ্চমুখ ও ত্রিনয়ন মহেশ্বরকে নিত্য ধ্যান করিবেন।

দ্বিতীয়বার ধ্যান করিয়া পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন।

মন্ত্র যথা—"পিণাকধৃক্, ইহাগচ্ছাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব। মম পূজাং গৃহাণ। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।" পরে করযোড়ে বলিবেন—"স্থাং স্থীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।"

পরে "ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া জল দ্বারা শিবকে সাধারণ স্নান করাইবেন।

পরে দশোপচারে পূজা করিবেন যথা—এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী ও শূদ্র-দিগের এষোঽর্ঘ্য) ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং আচমনীয়োদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ: ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়োদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং সচন্দনপুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। (ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।) এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং সোপকরণমামান্ন-নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

পানার্থোদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। আচমনীয়োদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

অষ্ট দিকে অষ্ট মূর্ত্তির পূজা। পুষ্প কিম্বা বিল্বপত্র বা আতপ তণ্ডুল দ্বারা বামাবর্ত্তে পূর্ব্ব, ঈশান ও উত্তর দিক পর্য্যন্ত পূজা করিয়া পিণাক লঙ্ঘন না করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ঘুরাইয়া বায়ুকোণ হইতে বামাবর্ত্তে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অষ্ট দিকে পূজা করিবেন। যথা—

পূর্ব্বে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। উত্তরে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। বায়ুকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশ্চিমে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। নৈঋর্তে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ। দক্ষিণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। অগ্নিকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

তৎপরে "ওঁ নমঃ শিবায়" দশবার জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গোযোনি মুদ্রা (দক্ষিণ হস্তের করমুষ্টির কনিষ্ঠাঙ্গুলের নীচে সঙ্কুচিত স্থান) দ্বারা অর্ঘ্যের অভাবে জল লইয়া, দেবতার দক্ষিণ হস্ত চিন্তা করিয়া জল সমর্পণ করিবেন এবং পূজান্তে স্তবাদি পাঠ করিবেন।

শিবের প্রণাম, যথা—

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়,
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

তদর্থ যথা—হে ত্রিনয়ন, আপনি দিব্যচক্ষু, পিণাকপাণি, বজ্রহস্ত, ত্রিশূলহস্ত, দণ্ডপাশাসিপাণি, ত্রৈলোক্যনাথ, ভূতপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি বাণেশ্বর, নরকার্ণবতারণ, জ্ঞানপ্রদ, করুণাময়, চন্দ্রশেখর, জটাধর, দারিদ্র্যদুঃখনাশক, আপনাকে নমস্কার। আপনি শিব, শান্ত ও কারণকারণ, আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, আপনি আমার গতি হউন। আমি আপনাকে আত্মনিবেদন করিতেছি।

পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিয়া বম্ বম্ বম্ শব্দে মুখবাদ্য করিবেন।

ক্ষমা প্রার্থনা। "আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।" পরে সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক ত্রিকোণ মণ্ডলে রাখিয়া "মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিয়া বিসর্জ্জন করিবেন।

প্রথম প্রহরে—"ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ" মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া—ইদমর্ঘ্যং "ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহণার্ঘ্যং মহেশ্বর। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবেন।

দ্বিতীয় প্রহরে—"ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ" মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইয়া—ইদমর্ঘ্যং "ওঁ নমঃ শিবায় সর্ব্ব-পাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবেন।

তৃতীয় প্রহরে—"ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ" মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া—ইদমর্ঘ্যং, "ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবেন।

চতুর্থ প্রহরে—"ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া—ইদমর্ঘ্যং "ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবেন।

শেষ প্রহরের পূজান্তে কথা শুনিতে হইবে। পরদিন প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণান্তাদি করিয়া শিব পূজা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতম্।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর।
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতম্।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতম্॥
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ সম্ভূতিঃ প্রতিপদ্যতাম্।
ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ॥

তদর্থ যথা—হে দেব, তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন এই ব্রত তোমাতেই সমর্পিত হইল। হে ত্রৈলোক্যাধিপতে, হে জগন্নাথ, ক্ষমা কর। হে হর, অদ্য আমি যে পুণ্য উপার্জ্জন করিলাম, তাহা তোমাতেই নিবেদিত হইল। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি সাক্ষাৎকার প্রদান কর। আমি তোমার দর্শনে নিঃশসয় পবিত্র হই।

পরে ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া নিজে পারণার্থ জলপান করিয়া পারণ করিবেন। ঐ দিন দ্বিভোজন ও দিবা-নিদ্রা নিষেধ। জলপান মন্ত্র যথা—

"সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"

তদর্থ যথা—হে শঙ্কর, আমি সংসারক্লেশে দগ্ধ; আপনি এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং সুমুখ হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করুন।

অথ কথা — ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণসেবিতে॥
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে॥
স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে।
পারিজাতপ্রসূনোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে॥
আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে।
ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে॥
ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূতবেদধ্বনিসুনাদিতে।
উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ।
সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী প্রপচ্ছ শঙ্করম্॥

দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ।

শঙ্কর উবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং শ্রবম।
ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া॥
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।
ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥
নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃৎ ভুঞ্জীত নান্যথা।
মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥
রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥

ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্।
নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপি চ॥
বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।
একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
কুর্ব্বীত মম দুগ্ধাদৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা॥
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥
পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি।
পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥
অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্।
ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ॥
এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্।
যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
এতদ্‌ব্রতপ্রভাবেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারণঃ॥
তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু।
অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা।
ব্যাধস্তত্রাবসদ্ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ॥
খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ।
বাগুরাপাশশল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ॥
স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্।

মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ॥
সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে।
বিশ্রামহেতৌ সুস্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ॥
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশা ভূতভয়প্রদা।
তত উত্থায় সোঽপশ্যৎ ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্।
হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে।
লতাপাশৈবহুর্ব্বিধৈর্ম্মাংসভারং ববন্ধ সঃ॥
তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ।
শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥
জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা।
দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্॥
শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নিরাহারঃ স লুব্ধকঃ।
অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি॥
জগ্মে তদা তদারোহাত্তগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ।
তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ॥
তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি।
ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ॥
তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা।
অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্।
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ॥
বন্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ।
পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ॥
অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ।
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ।

তমং সমানয়ামাসু মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্ ।
দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাম্ ॥
ব্যাধস্তু চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ ।
তৎ শ্রুত্বা তস্য ধর্ম্মজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ ॥
ব্যাধস্তু তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্ ।
এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্ ॥
পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ ।
শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্ ॥
ততোহসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ ।
দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ ॥
এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি ।
অবোচন্তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥
তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা ।
প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং মুদা ॥
বান্ধবেভ্যোহপ্যকথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা ।
তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবত
এবমেতৎ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ॥
ভূতেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন পূজনীয়ো,
নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে ।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি,
নান্যদ্ ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥
ইতি শিবরহস্যীয়শিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা ।

শিবরাত্রিব্রতকথা।

অতি পূর্ব্বকাল হতে কৈলাস পর্ব্বতে।
বসতি করেন দুর্গা শিবের সহিতে॥
জিজ্ঞাসিলেন পার্ব্বতী একদিন শিবে।
কোন ব্রতে আপনাকে মানবে তুষিবে॥
ইহা শুনি আশুতোষ কন উমা প্রতি।
ফাল্গুনী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে মম প্রীতি॥
ভক্ত যদি ঐ দিন উপবাস করিয়া।
রাত্রিকালে পূজে মোরে বিল্বদল দিয়া॥
তাতে যতদূর আমি আনন্দিত হই।
হোম জপ তপ যোগে ততদূর নই॥
ত্রয়োদশী দিন ভক্ত ত্রিনান্ করিবে।
হবিষ্য বা নিরামিষ একবার খাবে॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে থাকি কম্বলে শুইবে।
দিবানিশি মম নাম অন্তরে জপিবে॥
ব্রতদিন সন্ধ্যাকালে পবিত্র হইয়া।
পূজাগৃহে প্রবেশিবে শ্রীহরি স্মরিয়া॥
বিল্বপত্র পুষ্প জল যেবা আয়োজনে।
পূজিবেন তাহা দিয়া তন্ত্রের বিধানে॥
দুগ্ধ দিয়া নাওয়াবে প্রথম প্রহরে।
দধি দিয়া নাওয়াবে দ্বিতীয় প্রহরে॥

ঘৃত দিয়া নাওয়াবে তৃতীয় প্রহরে।
মধু দিয়া নাওয়াবে চতুর্থ প্রহরে॥
স্নান করাইয়া পূজা করি প্রতিবার।
পরিশেষে ব্রতকথা শুনিবে আমার॥
পর দিন করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন।
পারণ করিবে নিজে লয়ে বন্ধুগণ॥
ব্রতের বিধান এই বলিলাম তোমা।
ভক্তিভাবে পূজিলেই পাইবেক আমা॥
মহাদেব বাক্য এই শুন হৈমবতী।
অন্যথা অন্যথা কভু নহে হে পার্ব্বতি॥
ইহা শুনি হর-প্রিয়া কন মহাদেবে।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু আমায় বলিবে॥
তিথির মাহাত্ম্য কথা যেবা কিছু হয়।
শুন মন দিয়া আমি বলিব নিশ্চয়॥
বারাণসী নামে ধাম বিখ্যাত ভুবন।
বসতি করিত এক ব্যাধ সে নির্ধন॥
বনে বনে পশু মারি আনে ইচ্ছামত।
শুভকর্ম্মের লেশ নাই হিংসাতেই রত॥
দৈবযোগে একদিন নানা পশু মারি।
তাহাদের মাংস ভার বহিতে না পারি॥
আশ্রয় লইল এক বিল্ববৃক্ষমূল।
কেমনে যাইবে ঘর ভাবিয়া আকুল॥

ক্লান্ত হয়ে বৃক্ষমূলে করিল শয়ন।
ক্রমে নিদ্রা আসি তার ঘেরিল নয়ন॥
কিছু পরে নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিয়া বসিল।
দেখিতে না পায় কিছু ভাবিতে লাগিল
একে ত রজনী তাতে ঘোর অন্ধকার।
হিংস্র জন্তু চারিদিকে ফিরে বার বার॥
কেমনে যাইব ঘর মাংস ভার লয়ে।
দারা পুত্র উপবাসী আছে পথ চেয়ে॥
বিষম সঙ্কটে পড়ি ভাবি অবশেষে।
লতা পাশে মাংস ভার বাঁধিলেক শেষে
বৃক্ষের উপর উঠি রাত্রি কাটাইল।
মাংস ভার বৃক্ষ শাখে ঝুলিয়ে রাখিল॥
একে শীতকাল তাতে ক্ষুধাতে কাতর।
কেমনে যাইব ঘর ভাবে নিরন্তর॥
শিশির পড়য়ে গাত্রে বহি অনুক্ষণ।
দুঃখের অবধি নাই নিকট মরণ॥
এইরূপে সারা রাত জাগি কাটাইল।
প্রভাত সময়ে ব্যাধ বৃক্ষ তেয়াগিল॥
ব্যাধের পুণ্যের কথা কহনে না যায়।
শিবলিঙ্গ ছিল এই বৃক্ষের তলায়॥
দৈবে শিশিরের বিন্দু বিল্বপত্র আর।
অজ্ঞাতে পড়িল উহা মস্তকে আমার॥

সেই দিন ছিল একে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী।
আর এই ব্যাধ ছিল তাতে উপবাসী ॥
তিথির মাহাত্ম্য হেতু অজ্ঞাত পূজনে।
আর তার উপবাস রাত্রি জাগরণে ॥
অতি তুষ্ট হইলাম ব্যাধের উপর।
প্রভাতে নামিয়া ব্যাধ যায় নিজ ঘর ॥
কিছুকাল পরে তার মরণ সময়।
যমদূতে মমদূতে কলহ করয় ॥
যমদূত বলে মোরা উহারে লইয়া।
অশেষ যন্ত্রণা দিব নরকে ফেলিয়া ॥
মম দূত বলে তাহা কভু না হইবে।
শিবরাত্র উপবাসী শিবলোক যাবে ॥
শেযে যমদূতগণ যমের সহিত।
মম পুরদ্বারে আসি হয় উপনীত ॥
যমেরে প্রবোধি নন্দী করেন বিদায়।
শিবরাত্র ফলে ব্যাধ মম লোকে যায় ॥
ব্রতের মহিমা শুনি হইয়া বিস্মিত।
দেবী নিজ জনে উহা করিলা বিদিত ॥
ক্রমে রাজগণে যত অবনিমণ্ডলে।
অপূর্ব্ব ব্রতের ফল কন কুতূহলে ॥

অথ গোবিন্দদ্বাদশীব্রত। ফাল্গুন মাসের পুষ্যানক্ষত্র-যুক্তা যে শুক্লা দ্বাদশী তাহার নাম গোবিন্দদ্বাদশী। পাপ-নাশিনীতে যে বিধি লিখিত হইয়াছে, গোবিন্দ দ্বাদশীতেও সেই বিধি জানিবেন। এই ব্রত মহাপাতক বিনাশ করে। বিধি অনুসারে গোবিন্দ দ্বাদশীর উপবাস করিলে, তাহার পূর্ব্ব পাতক ক্ষয় হয় ও পুনর্জন্ম হয় না, এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়। এই গোবিন্দ দ্বাদশীকে লোকে আমর্দ্দকী দ্বাদশীও বলিয়া থাকেন।

অথ বসন্তোৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বসন্তকে সচন্দন আম্রমুকুল দ্বারা পূজা রূপ মহোৎসব করিলে, নিশ্চয় মানব শতবৎসর সুখী হয়।

অথ দোলযাত্রা। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই ছয়টি তিথিতেই দোল করিবেন। পূর্ণিমার দোলই প্রশস্ত। সকল দোলেই পূর্ব্বদিনে অধিবাসাদি অবিকল পূর্ণিমার দোলের ন্যায়। পূর্ব্বদিন সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া চন্দ্রাতপ ও ধ্বজ, চামরাদি সুসজ্জিত দোলমণ্ডপ মধ্যে বসিয়া আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।

পরে স্বস্তিবাচন যথা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীভগবদ্গোবিন্দস্য শুভগন্ধাদ্যধিবাসনবহ্ন্যুৎসবকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ইত্যাদি।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য ফাল্গুনে মাসি শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং (বা পৌর্ণমাস্যাং) তিথৌ, অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা দাস) শ্রীবিষ্ণুপ্রতিকামঃ স্বকর্ত্তব্য-শ্রীভগবদ্গোবিন্দস্য দোলারোহণ পূর্ব্বক ফল্গুৎসব কর্ম্মঙ্গী-ভূতশুভগন্ধাদিভিরধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।

সংকল্পান্তে "ওঁ দেবো বো" মন্ত্র পড়িয়া, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিবেন। পরে গণেশাদি দেবতাকে গন্ধ পুষ্প দিয়া, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রুদ্র ও দুর্গার পূজা করিয়া গোবিন্দের পূজা করিবেন।

গোবিন্দধ্যান—

"ওঁ সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥
সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমহারং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসং শ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্।
নূপুরৈর্ব্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্॥
দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্॥
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বস্মৈ রসমাদধৎ॥
অথবা—(ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং * * *)

ধ্যানান্তে আধার শক্ত্যাদি পীঠ দেবতার পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানানন্তর ষোড়শোপ-

চারে পূজা করিবেন। পরে শ্রীরাধিকার ধ্যান পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

শ্রীরাধিকার ধ্যান —

"অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগগতমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্॥

তদর্থ যথা—অমলকমলের ন্যায় কান্তিমতী, নীলবস্ত্রা, সুকেশী, চন্দ্রবদনা, খঞ্জনাক্ষী, মনোজ্ঞা, মুক্তাহারশোভিত-স্তনযুগা, কিশোরী, ব্রজপতিসুতকান্তা শ্রীরাধিকাকে ধ্যান করি॥ তৎপরে গন্ধ দ্বারাং ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা গায়ত্রী পাঠ করিয়া "অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু" ও "অনয়া মহ্যা অস্য শুভাধিবাসনমস্তু মন্ত্র" দ্বারা অধিবাস করিবেন। পরে স্বগৃহোক্তবিধানক্রমে বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া, অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অস্মিন্ শ্রীভগবদ্-গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্ব্বক ফল্গুৎসবকর্ম্মণি, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষু-রাততং স্বাহেতি মন্ত্রকরণক অষ্টোত্তরশতসংখ্যক সাজ্য-করবীর সমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যে।" সংকল্লান্তে হোম করিয়া, উদীচ্য কর্ম্মের শেষে পূর্ণাহুতি দিয়া, যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ডবিধান মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ কুষ্মাণ্ডাহুতিরাতয়োরেতা মাং সমৃদ্ধয়ঃ।
অগ্নিনা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥
ওঁ যে দেবা দেবহেলনং দেবাসশ্চক্রিমা বয়ং।
বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥
ওঁ যদি দেবা যদি নক্তমেনাংসি চক্রিমা বয়ং।
সূর্য্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥
ওঁ দেবা দেব ঈহে তস্মা ত্বং দেব এনসঃ।
বৃহস্পতিস্ত্বাং তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥

হোম সমাপন করিয়া, দোলমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে পরিশুদ্ধ ভূমির উপর তৃণকাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত পর্ণকুটীরের (মেড়ার ঘরের) নিকট গোবিন্দকে রাখিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, ঐ কুটীর মধ্যে ক্ষীরময় বা পিষ্টকময় মেষ সংস্থাপন করিবেন। (এই বহ্ন্যুৎসব স্থানেই অগ্নিস্থাপনাদি করিয়া হোম করিবেন)। হোমাবশিষ্ট অগ্নি লইয়া সেই পর্ণকুটীরে (মেড়ার ঘরে যাহা জল দ্বারা হোমের পূর্ব্বেই প্রোক্ষণ করা হইয়াছে) প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্ণুরুদ্রসমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন।
মেষমন্দিরদাহেঽত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥
প্রদক্ষিণেন ধাবন্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা।
প্রদক্ষিণং দক্ষিণাগ্নেঃ কুরু কৃষ্ণ নিষেশতঃ॥

পরে সকলে নৃত্যগীত বাদ্য সহকারে মঞ্চের উপরিস্থ শ্রীগোবিন্দকে স্কন্ধে লইয়া এই প্রজ্বলিত হুতাশনকে সপ্তবার দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করাইবেন। (যাত্রা সমাপনাবধি কাষ্ঠদ্বারা বহ্ন্যুৎসবের অগ্নি রক্ষা করা কর্ত্তব্য।) তৎপরে ফল্গুক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীগোবিন্দকে আনিয়া, দোলমঞ্চের চারিকোণে রজ্জুবন্ধন দ্বারা দোলাইবার উপযুক্ত করিয়া শয়ন করাইবেন।

অথ দেবদোল।—

অরুণোদয় কালের পূর্ব্বে উঠিয়া শৌচ ও মুখ প্রক্ষালন, প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক দেবতাকে ঘৃত ও গন্ধযুক্ত শীতল জল দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে সুন্দর বেশভূষা করণানন্তর মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে, মধ্যে এবং উর্দ্ধে প্রত্যেকে সপ্তবার করিয়া প্রদক্ষিণ করাইয়া, দোলার উপর স্থাপন করিবেন। পরে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন—অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ (সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক ভুক্তি মুক্তি কামো বা) যথোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্গোবিন্দস্য দোলারোহণ পূর্ব্বক ফল্গূৎসব কর্ম্মাহং করিষ্যে।

"দেবো বো" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া, সামান্যার্ঘ্য ও ন্যাসাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাকে যথাশক্তি গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে গোবিন্দরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য

স্থাপনানন্তর আধার শক্ত্যাদির পূজা করিয়া পুনশ্চ ধ্যান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।
মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিম্॥"

"গোবিন্দ ইহাগচ্ছাগচ্ছ"—ইত্যাদি বলিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে আসন সংপ্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গোবিন্দায় নমঃ বলিবেন—

"ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদন্তঃস্থস্ত্বমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে।"

ইদং রজতাসনং ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। (এই ক্রমে সর্ব্বদ্রব্য দিবেন)। গোবিন্দ ইহ স্বাগতং সুস্বাগতং বলিয়া—

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥
কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ।
ওঁ যস্য পদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্।
ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥
ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপেণ।
দেবাসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্॥

ও সর্ব্বকর্ম্মবিহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥
ও উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥
ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্।
উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা॥
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে॥
ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত॥
ওঁ যদঙ্গস্পর্শমারুতসঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্॥
ওঁ তুরীয়বনসংভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥
ওঁ নমস্তে বহুরূপায়—মন্ত্রে তুলসী দিয়া ধূপ দিবেন।—
ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ সৎপাত্রে শুদ্ধসুহবি বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্॥

পানার্থ জল, আচমনীয় জল ও তাম্বূলাদি প্রদান করিয়া—

ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্॥

পরে প্রাণায়াম পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া গুহ্যাতি মন্ত্রে জপ সমাপন করণানন্তর "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

পরে ধ্যান পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে শ্রীরাধিকার পূজা করিবেন। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা আবরণ দেবতার পূজা করিবেন, যথা—

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, ভগবতে বাসুদেবায়, চক্রায়, পদ্মায়, শ্রীবৎসায়, কালিন্দ্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়, চারুহাসিন্যৈ, রোহিণ্যৈ, জাম্ববত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, রাধিকায়ৈ, গোপীভ্যঃ, অষ্টরমণীভ্যঃ। বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়। শান্ত্যৈ, শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, কেশবাদিদ্বাদশমূর্ত্তয়ে, সায়ুধ সবাহন পরিবারায় নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

পূজান্তে আরাত্রিক করিয়া "ফল্গুচূর্ণায় নমঃ" মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবতার অঙ্গে ঐ ফল্গু প্রদান করিবেন, মন্ত্র যথা—

ফল্গুস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং শিরোধার্য্যাসি সর্ব্বদা।
হরেঃ প্রীতিস্ত্বয়া কার্য্যা নমস্তেঽরুণতেজসে॥
দামোদর হৃষীকেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥
নারায়ণং মহাদেবং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবারিতম্॥

গোপীভির্বেষ্টিতো নাথো খেলয়েৎ পরমেশ্বরম্।
লোকযাত্রাহিতার্থায় ফল্গুদানং করোম্যহম্॥
ফল্গুং গৃহাণ দেবেশ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
শোভার্থং তে শরীরস্থ স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ স্বয়ম্।
অসুরানাং বিনাশায় গৃহ্ণ ফল্গুং সুরোত্তম॥
কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্গুমুত্তমম্।
তৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহম্॥
জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধক।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চানূরসূদন।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় গোপীমুখাম্ভোজমধুপানমধুব্রত।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন।
নিরাকার নিরাভাস নির্গুণং ত্রাহি মাং প্রভো॥

তৎপরে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তবার অল্প অল্প দোল দিবেন। এবং বাদ্যধ্বনি করিবেন।

সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে সঙ্গবকালে যথাশক্তি সামান্যার্ঘ্য ও ন্যাসাদি করিয়া "ফুল্লেন্দী" ইত্যাদি ধ্যান দ্বারা দশোপচারে (বা ষোড়শোপচারে) শ্রীগোবিন্দের, এবং শ্রীরাধিকার পূজা পূর্ব্বক সপ্তবার দোল দিবেন।

মধ্যাহ্নকালে বিগ্রহকে দোলা হইতে অবতরণ করাইয়া

অগ্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্ব্বক অভিষেক করিয়া পরে বিশেষ পূজা করিবেন।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন—অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ শ্রীগোবিন্দস্যাভিষেকমহং করিষ্যে। প্রথমে কেবল জল দ্বারা "ওঁ সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে, পরে "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনং দেবযজনমসি" মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া, মসূরচূর্ণ লইয়া—"ওঁ অতো দেবী বন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে, পৃথিব্যাঽধি সানধি" মন্ত্রে লেপন পূর্ব্বক উষ্ণোদক এবং চন্দন দ্বারা "ওঁ দ্রূপদাদিব" মন্ত্রে উপলেপন করিবেন।

তৎপরে চন্দন, অগুরু, তিল ও আমলকী প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য সকল একত্রে পেষণ করিয়া, দেবতার অঙ্গে বিলেপন করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ও উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিমুত্তমাম্॥"

উদ্বর্ত্তনানন্তর—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং, হোতারং রত্নধাতমম্" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে রত্নসংস্পৃষ্ট জল লইয়া, ঋগ্বেদোক্ত পাবমানীসূক্ত পাঠ করিয়া স্নান করাইবেন।—

পাবমানী সূক্ত যথা—

ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদঘাহি ঘৃতচ্যুতঃ
ঋষিভিঃ সংভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্।

ওঁ পাবমানীর্দ্দিশন্তু ন ইমং লোকমথোঽমুম্।
কামান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু নো দেবৈর্দ্দৈবৈঃ সমাহিতাঃ।
ওঁ যেন দেবাঃ পবিত্রেণ আত্মানং পুনতে সদা।
তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্তু মাম্।
ওঁ প্রজাপত্যং পবিত্রং সতোদ্যামং হিরণ্ময়ম্।
তেন ব্রহ্মবিদো বয়ং পূতং ব্রহ্ম পুণীমহে।
ওঁ ইন্দ্রঃ সুনীতিঃ সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সমীচ্যা।
যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুণাতু মাং জাতবেদামূর্জ্জয়ন্ত্যা।

ওঁ ঋষয়স্তু তপস্তেপে সর্ব্বে সর্ব্বজিগীষবঃ।
তপসন্তাপসোঽগ্রন্ত পাবমানী ঋচোঽব্রবীৎ।
ওঁ যন্মে গর্ব্ভে বসতঃ পাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্থ চ কিঞ্চিদন্যৎ।
জাতস্থ যচ্চাপি বর্দ্ধতো মে তৎপাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ ক্রয়বিক্রয়াদ্ যোনিদোষাদ্ভক্ষ্যাদ্ ভোজ্যাৎ প্রতিগ্রহাৎ
অসন্তোজনাচ্চাপি নৃশন্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ বালঘ্নান্মাতৃপিতৃবধাদ্ভুবি তস্করাৎ সর্ব্ববর্ণগমনমৈথুনসঙ্গমাৎ
পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহং সদ্যঃ প্রহরন্তি সর্ব্বদুষ্কৃতং তৎ পাব-
মানীভিরহং পুনামী
ওঁ ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ সুবর্ণস্তেয়াদ্বৃষলীগমনমৈথুনসঙ্গমাৎ
গুরোর্দ্দারাভিগমনাচ্চ তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ গোঘ্নাৎ তস্করাৎ স্ত্রীবধাদ্যচ্চ কিল্বিষং
পাপকরঞ্চরণেভ্যস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ দুর্যষ্টং দুরধিতং পাপং যচ্চাজ্ঞানতঃ কৃতং
অযাচিতাচ্চাসংবাহাচ্চ তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি।

ওঁ অমন্ত্রমন্নং যৎ কিঞ্চিদ্ধূয়তে চ হুতাশনে
সম্বৎসরকৃত-পাপং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ ঋতস্য যোনয়োঽমৃতস্য ধামঃ বিশ্বাদেবেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ
তানাপঃ প্রহরন্তি পাপং শুদ্ধা গচ্ছামি সুকৃতাত্মলোকং
তৎপাবমানীভিরহং পুনামি।
ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীর্যাভিগচ্ছতি নন্দনং
পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
ওঁ পাবমানং পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্যোতিঃ সনাতনম্
ঋষিং তস্যোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্।
ওঁ পাবমানীং পিতৃন্দেবান্ ধ্যায়েদ্যশ্চ সরস্বতীং
পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্।

পরে চন্দনমিশ্রিত জল লইয়া বলিবেন,—"ওঁ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ অন্তরীক্ষং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ সবিতারং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা। ওঁ অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা। ওঁ ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহা। ওঁ দ্যাবা-পৃথিব্যৌ গচ্ছ স্বাহা। ওঁ সোমং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ নভোদিবং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ অগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ মনো মে হার্দ্দ্যং গচ্ছ স্বাহা।"

শ্রীসূক্ত সমগ্র (অসমর্থে একটি) মন্ত্র পাঠ করিয়া, নাগকেশর পুষ্পোদক দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইবেন।

মন্ত্র যথা—

"ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাং
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ।"

পরে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া স্নান করাইবেন। পরে প্রত্যেকে গায়ত্রী পড়িয়া শর্করা, মধু, ফল, ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইবেন। সমর্থ হইলে, পুরুষসূক্ত মন্ত্রেও স্নান করাইবেন। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বিগ্রহের গাত্রের জল মোচন পূর্ব্বক শোভন বেশ ভূষা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার ধ্যানানন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিয়া আরাত্রিক করিবেন।

তৎপরে অদ্যেত্যাদি শ্রীগোবিন্দপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ ভগবদ্গোবিন্দস্য দোলারহণ পূর্ব্বক ফল্গূৎসব কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং তৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং গোবিন্দায় তুভ্যমহং দদানি।

পরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

অথ চৈত্রকৃত্য। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব উক্ত দিনে যত্ন পূর্ব্বক উপবাস ও ব্রতাদি করিবেন। এই তিথি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার কামনা প্রদান করেন ও মধ্যাহ্নে নক্ষত্রযুক্ত হইলে মহাপুণ্যস্বরূপা হন।

"নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥ ইতি
দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ঃ॥"

তদর্থ যথা—বৈষ্ণবগণ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবেন, এবং দশমীতে পারণ করিবেন। দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমী উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণবগণ সংশয়বর্জ্জিত হইয়া বিদ্ধা নবমীও গ্রহণ করিবেন। যদি একাদশী ব্রত ভঙ্গ সম্ভাবনা হয়, তবে বিদ্ধাতেও উপবাস করিবেন। আর যদি একাদশীব্রত ভঙ্গের সম্ভাবনা না হয়, তবে শুদ্ধা নবমীতেই উপবাস করিবেন। শক্তিমান ব্যক্তি একপল পরিমিত, শক্তিহীন ব্যক্তি অর্দ্ধপল বা তদর্দ্ধ পরিমিত সুবর্ণ, রজত, লৌহ, শিলা, কাষ্ঠ, লেপ্য, লেখ্য, ইহার মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা কৌশল্যার অঙ্কস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করিবেন ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তির বামে বামহস্ত দ্বারা ধৃত জানকী দেবী, দক্ষিণে দশরথ, পশ্চাতে ছত্রচামরের সহিত লক্ষ্মণদেব, পার্শ্বে তালবৃন্ত হস্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন, সম্মুখে শ্রীরাম-চন্দ্রের অনুগ্রহাভিলাষী হনূমানের প্রতিমা প্রস্তুত করি-বেন। ব্রতী প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক সন্ধ্যা তর্পণাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন ;—

কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীরামনবমীব্রতকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীরামপ্রীতিকামঃ শ্রীরামনবমীব্রতমহং করিষ্যে। পরে—"দেবো বো" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পড়িবেন—

"উপোষ্য নবমীং ত্বদ্য যামেষ্বষ্টসু রাঘব।
তেন প্রীতো ভব ত্বং ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে॥"

তদর্থ যথা—হে রাঘব, অদ্য অষ্ট প্রহর ব্যাপিয়া নবমীতে উপবাস করিব। হে হরে, তদ্দ্বারা আপনি প্রীত হইয়া, আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন।

পরে বেদীর উপরে অতি মনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিয়া ইহার মধ্যদেশে তীর্থ জলপূর্ণ, রত্নগর্ব্ভ, আম্র পল্লববিশিষ্ট বিশুদ্ধ কুম্ভ স্থাপন করিবেন। তাহার পর সুবর্ণ, রজত কিংবা তাম্র অভাবে বিল্বকাষ্ঠ প্রস্তুত পীঠে ষট্ কোণ রচনা করিয়া কুম্ভের উপর স্থাপন করিবেন এবং অচ্ছিন্ন দশাবিশিষ্ট দুইখানি বস্ত্র রাখিবেন। তাহার উপর সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক পূজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সামান্যার্ঘ্যাদি ও ন্যাসাদি করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরামসীতার যথাশক্তি পূজা করিবেন। পরে স্নানীয় জল দিবেন।

"ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চৈব নৈঋর্তো বরুণোঽনিলঃ।
কুবের ঈশো ব্রহ্মাহির্দ্দিকপালাঃ স্নাপয়ন্তু তে॥"

মন্ত্রে সুশীতল জলে স্নান করাইয়া চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কহ্লার, কেতকী, জাতী, পুন্নাগ, চম্পক, পদ্ম, আম্রপল্লব, ও সুন্দরগন্ধযুক্ত মনোহর পুষ্প, তুলসীপত্র, কোমল বিল্বপত্র ও অশোক পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পরে কৌশল্যাদির পূজা করিবেন।

কৌশল্যা পূজায় মন্ত্র যথা—

"রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ।
অতস্তাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥"

তাহার পর "ওঁ নমো দশরথায় নমঃ" বলিয়া দশরথের পূজা করিবেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পরিবারগণের পূজা করিবেন। প্রথম আবরণ— পূর্ব্বে যে ষট্‌কোণ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রমে হৃদয়াদি ছয় অঙ্গের অর্চ্চনা করিবেন। দ্বিতীয় আবরণ—অষ্টদল পদ্মের অষ্টদলে হনূমান, সুগ্রীব, ভরত, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্বমানের পূজা করিবেন। তৃতীয় আবরণ—দল মধ্যে ধৃতি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্টজনে রাজমন্ত্রীর পূজা করিবেন। চতুর্থ আবরণ— দলের অগ্রে লোকপালদিগের পূজা করিবেন। পঞ্চম আবরণ—দলের বহিৰ্দেশে অস্ত্রসকলের পূজা করিবেন। পরে ঘণ্টা বাদ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ভোক্ষ্য ভোজ্যাদি নৈবেদ্য সমর্পণ করিয়া আচমনীয়, তাম্বূল, ধূপ, দীপ প্রদান পূর্ব্বক নীরাজন, প্রণাম, স্তব পাঠ ও মন্ত্রজপ করিবেন। তদনন্তর শ্রীরামভক্তের সহিত জয়ন্তীমাহাত্ম্য ও সুন্দর রামকথা শ্রবণ, শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করিতে করিতে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবেন।

এই প্রথম যাম কৃত্য।

দ্বিতীয় প্রহরেও ঐরূপ পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে জন্ম-চিন্তা করিবেন; যথা—পাঁচটি গ্রহ উচ্চরাশিস্থ অর্থাৎ রবি—মেষে, মঙ্গল—মকরে, বৃহস্পতি—কর্কটে, শুক্র—মীনে, ও শনি—তুলায়; পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কর্কটলগ্নে অযোধ্যাতে এক অত্যাশ্চর্য্যশক্তিশালী ও অদ্ভুত-তেজঃসম্পন্ন পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া জলপূর্ণ শঙ্খে ফল, অশোকপুষ্প, আম্রমুকুল ও তুলসীপত্র দিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—

"দশানন বধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং রামো জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো মম॥

তদর্থ যথা—রাবণবধ, ধর্ম্মস্থাপন, দানব ও দৈত্যদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং হরি শ্রীরামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে নিষ্পাপ, আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, ভ্রাতৃগণের সহিত আপনি গ্রহণ করুন। তাহার পর মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীরাম-চন্দ্রের অর্চ্চনা, দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমা-ধান ও ব্রতকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন

করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবেন। নিষ্কাম ব্যক্তি লেপ্য মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিবেন, লেখ্য মূর্ত্তি গৃহে স্থাপন করিবেন, এবং প্রতিমা গুরুকে দান করিবেন।

অথ ব্রতকথা—

পুরৈকদা সুখাসীনং ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্।
সহসাগত্য তত্রৈব সনকো বাক্যমব্রবীৎ॥

সনক উবাচ।—রাজা দশরথো নাম কৌশল্যা চ যশস্বিনী।
কর্ম্মণা কেন তত্তস্য পুত্রোঽহসৌ জগতাং পতিঃ।
দূর্ব্বাদলশ্যামরামো বিস্তার্য্য কথয়স্ব মে॥

ব্রহ্মোবাচ।—সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস জগতাং হিতকারকম্।
পুরা রাজা দশরথঃ কৌশল্যা চ সমাহিতঃ॥
জজাপ মন্ত্রং দুর্গায়াঃ শিবস্য চ বিশেষতঃ।
তয়োর্জ্জপেন তুষ্টঃ সন্ শিবঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
তং দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥
দেবদেব হ্যপুত্রোঽহমতিদুঃখেন দুঃখিতঃ।
চিরং বিচার্য্য মনসা শিবারাধনতৎপরঃ॥
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবস্তমুবাচ দয়াপরঃ।
কুরু রাজন্ বংশযজ্ঞং ততস্তে জগতাং পতিঃ॥
রামনামা চ পুত্রোঽহসৌ কৌশল্যায়াং ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তং দেবদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
ইতি রুদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুখী।
ততশ্চক্রে বংশযজ্ঞং স্বদেব্যা সহ তৎপরঃ॥
ততঃ কালে মহারাজ্ঞী গর্ভং ধত্তে মনোহরম্॥

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং শোভনে দিনে।
অতিপুণ্যে সুসংলগ্নে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ॥
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা॥
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয়কারণম্॥
উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তদ্দিনে সুমহাপুণ্যে রামমুদিশ্য ভক্তিতঃ॥
যস্তু রামনবম্যাস্তু ভুঙ্‌ক্তে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ॥
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং য উপোষণমতন্দ্রিতঃ।
ন শেতে মাতৃজঠরে রামসাম্যং লভেত সঃ।
শ্রীরামনবমী নাম পুণ্যং পুণ্যতমব্রতম্॥
ইতি শ্রুত্বা সুসন্তুষ্টঃ সনকঃ পুনরব্রবীৎ।
বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং বদ মে কমলোদ্ভব॥

ব্রহ্মোবাচ।—

ব্রতপূর্ব্বদিনে স্নাত্বা সকৃদ্ভুক্ত্বা নিরামিষম্।
ত্যক্ত্বা চ যোষিৎশয়নং শয়ীত স্থণ্ডিলে কুশে॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃত্বা প্রাতঃক্রিয়াং ততঃ।
প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সঙ্কল্পং বিধিবচ্চরেৎ॥
প্রতিমায়াং ঘটে বাপি পটে বা যন্ত্রতোঽপি বা।
শালগ্রামশিলায়াস্তু তুলসীদলকল্পিতা॥
পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটিকোটিগুণাধিকা।
কৌশল্যা পূজনীয়াদৌ রাজা চৈব ততঃ পরম্॥

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পরিবারাংস্ততঃ পরম্।
ততো গ্রহাংশ্চ দিক্‌পালান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ॥
ততো মধ্যাহ্নগে সূর্য্যে তজ্জন্ম ভাবয়েদ্ ব্রতী॥
উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ কেন্দ্রে নবম্যাং তিথৌ।
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুদিনে মেষং গতে পূষণি॥
নির্দ্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎ কিঞ্চিদেকং মহঃ।
ততো বাদ্যাদিকং কৃত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিশেষতঃ।
মূলমন্ত্রেণ দদ্যাদ্বৈ ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
এবমষ্টসু যামেষু অষ্টধা পূজয়েদ্ ব্রতী।
ইতিহাসকথাং শ্রুত্বা গীতনৃত্যৈর্নিশাং নয়েৎ॥
ততঃ পরদিনে প্রাতঃ স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ।
রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং ভক্ত্যা শক্ত্যা প্রপূজয়েৎ॥
দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্ত্বা অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ।
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ ব্রতী পারণমাচরেৎ॥
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাহে চ বিশেষতঃ।
বহুপুত্ত্রী ধনাঢ্যশ্চ অন্তে ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥
রাজদ্বারে মহাঘোরে সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
দূর্ব্বাদলশ্যামরামস্তস্য রক্ষাকরো ভবেৎ।
বন্ধ্যা পুত্ত্রবতী সাধ্বী পতিচিত্তানুসারিণী॥
সপত্নীদর্পদলনী সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
ময়ৈতৎ কথিতং বৎস তব স্নেহাৎ ব্রতোত্তমম্॥
ইতি শ্রীব্রহ্ম-সনক-সংবাদে শ্রীরামনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

শ্রীরামনবমীব্রতকথা—পুরাকালে একদা ঋষিবর সনক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতঃ, শ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন, তাহা বলুন?

ব্রহ্মা বলিলেন, পূর্ব্বে রাজা দশরথ নিজপত্নী কৌশল্যার সহিত হর-পার্ব্বতীর আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের আরাধনায় তুষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া মহাদেব বলেন, রাজন্ তোমরা বংশরক্ষার্থ যজ্ঞ কর, তাহা হইলেই কৌশল্যার গর্ভে তোমার শ্রীরাম নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, রাজা দশরথ দেবদেব-কথিত যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞের ফলস্বরূপ কৌশল্যার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তদবধি ঐ তিথি শ্রীরামনবমী বলিয়া পূজিত হয়েন। শ্রীরামনবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তাহাই ভবক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে উপবাস, জাগরণ, পিতৃতর্পণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিলে, সংসারবন্ধন মোচন হয়। শ্রীরামনবমীতে ভোজন করিলে, কুম্ভীপাক নামক নরকে পতন হয়। শ্রীরামনবমীর বিধি এইরূপ—পূর্ব্বদিন স্নান, একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানের পর

ব্রতের সঙ্কল্প করিবেন। পরে প্রতিমাতে, ঘটে, পটে, অথবা শালগ্রাম শিলাতে যথাবিধি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিবেন। রাজা দশরথ ও কৌশল্যা প্রভৃতিরও ভক্তি-সহকারে পূজা করিবেন। সন্ধ্যার সময়ে জন্ম ভাবনা করি-বেন। কারণ, ঐ সময়েই তাঁহার জন্ম হয়। জন্মভাব-নার পর বাদ্যাদি সহকারে অর্ঘ্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। অষ্ট প্রহরে অষ্টবার পূজারও নিয়ম আছে। পূজার পর কথা শ্রবণ ও নৃত্যগীতাদি আচরণ করা কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতঃস্নানের পর যথাশক্তি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, দক্ষিণা দান, অচ্ছিদ্রাবধারণ, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি সমাধা করিয়া পারণ করিবেন। যিনি এই ব্রত করিবেন তিনি ধনবান, পুত্রবান ও সঙ্কটমুক্ত হইয়া অন্তে ব্রহ্মধামে গমন করিবেন।

অথ দমনকারোপণোৎসব। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদ-শীতে দমনকারোপণোৎসব করিবেন। একাদশীতে প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক অশোককাননে উপস্থিত হইয়া অশোকবৃক্ষাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ মদনের পূজা করিবেন।

মন্ত্র যথা—

"অশোকায় নমস্তুভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশনঃ।
শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্ব মে॥
নেষ্যামি কৃষ্ণপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্রীতিকারকম্।
ইতি সংপ্রার্থ্য নত্বা চ গৃহ্লীয়াদ্দমনং শুভম্॥"

তদর্থ যথা—অশোকরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি কামরমণীর শোক বিনাশ করেন; আমার শোক ও পীড়া হরণ করুন। আমার নিত্য আনন্দ উৎপাদন করুন। আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ পূজার জন্য আপনাকে লইয়া যাইব। এইরূপ প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া পবিত্র দমনক গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ, জল দ্বারা প্রক্ষালন ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নিজ ভবনে আনয়ন করিবেন।

অধিবাস বিধি। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে দমনক স্থাপন পূর্ব্বক রাত্রে তাঁহার অধিবাস করিবেন।

অধিবাসমন্ত্র —
পূজার্থং দেবদেবস্থ বিষ্ণোর্লক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।
দমন ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ॥

তদর্থ যথা—হে দেবদেব, হে লক্ষ্মীপতি, প্রভু বিষ্ণুর পূজার জন্য আপনি এই স্থানে আগমন করুন। এইস্থানে সন্নিধান করুন। আপনাকে নমস্কার। তাহার পর অশোকের পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে ক্লীঁ বীজ ও রতির সহিত কামদেব, ভস্মশরীর, অনঙ্গ স্মর মন্মথ বসন্তসখা ইক্ষুচাপ ও পুষ্পবাণ, ইহাদিগের ক্রমশঃ পূজা করিবেন। তাহার পর অষ্টোত্তর শত কামগায়ত্রী দ্বারা অশোক তরু অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণানন্তর কামদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

পূর্ব্বক নমস্কার করিবেন। এবং আনন্দযুক্ত হইয়া নৃত্য গীতাদির সহিত রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া দুই হস্তে অশোকতরু গ্রহণ পূর্ব্বক ঘণ্টাদি বাদ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবেন। পরে শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম, গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া বন্ধুদিগের সহিত ভোজন করিবেন। যদি পারণদিনে দ্বাদশী এক দণ্ডও না থাকে, তবে শুদ্ধা ত্রয়োদশীতে দমনক গ্রহণ করিবেন। বিঘ্ন বশতঃ যদি চৈত্র মাসে শ্রীকৃষ্ণকে দমনকার্পণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৈশাখী পূর্ণিমায় কিম্বা শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকার্পণ করিবেন।

অথ বৈশাখকৃত্য। বৈশাখ মাসে সূর্য্যদেব মেষ রাশিতে গমন করিলে, কেশবের প্রীতির জন্য প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবেন; এবং তিল, ঘৃত, জল, অন্ন, শর্করা, ধেনু, সুবর্ণ, বস্ত্র, পাদুকা, ছত্র,ও জলপূর্ণ কুম্ভ, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। এই মাসে হবিষ্য, ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয়ন, ব্রত, দান, সঙ্কল্পপালন এবং ভগবান্ মধুসূদনকে পদ্ম, মল্লিকা ও চম্পকাদি পুষ্প দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবেন। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুকে সুগন্ধি সুশীতল জলমধ্যে উপবেশন করাইয়া রাখিবেন, এবং বৈকালে বিশেষ করিয়া স্নিগ্ধ ফলাদিযুক্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া অর্পণ করিবেন ও শ্রীঅঙ্গে চন্দন ও অগুরু লেপন করিবেন।

অথ অক্ষয়তৃতীয়াব্রত। ভগবান্ জনার্দ্দন বৈশাখ

মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে যব ও সত্যযুগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মলোক হইতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে ভূতলে আনিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উক্ত তিথিতে যব দ্বারা হোম, পূজা ও শ্রাদ্ধ করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে যব ভোজন করাইবেন। এই তিথিতে যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, তাঁহার অক্ষয় ফল লাভ হইবে।

অথ শুক্লাসপ্তমী। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে জহ্নুমুনি ক্রোধ করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র দ্বারা নির্গত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উক্ত দিনে ভুবনমেখলা গঙ্গার অর্চ্চনা করিবেন এবং গঙ্গাস্নান দেব ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিবেন।

অথ নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে, সন্ধ্যার সময়ে প্রহ্লাদের প্রতি তিরস্কার সহনে অসমর্থ হইয়া,শ্রীহরি সভাস্থ জনগণের সম্মুখেই লীলা বশতঃ স্ফটিক স্তম্ভের মধ্য হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথিতে উপবাস করিয়া তাঁহার পূজারূপ মহোৎসব করিবেন।

ব্রতদিননির্ণয়। চতুর্দ্দশী শুদ্ধা হইলে, সকলেই ঐ দিবস ব্রত করিবেন। বিদ্ধা হইলে, বৈষ্ণবগণ পরদিন ও অবৈষ্ণবগণ পূর্ব্বদিন ব্রত করিবেন। অবৈষ্ণবগণ বিদ্ধা স্থলে সায়াহ্নব্যাপিনীর আদর করিয়া থাকেন। উভয়দিন সায়াহ্নব্যাপিনী হইলে, তাঁহারা যে দিন শনিবার বা স্বাতী

নক্ষত্র পান, সেই দিনইংব্রত করেন। একদিন বার ও নক্ষত্র উভয় পাইলে এবং অন্যদিন তদুভয় না পাইলে, যে দিন বার ও নক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দিনই ব্রত করিয়া থাকেন। উভয় দিন বার ও নক্ষত্রের একৈক-তরের যোগ হইলে যে দিন সিদ্ধযোগ অধিক হয়, সেই দিনই ব্রত করিয়া থাকেন। উভয় দিনই তত্তদ্ যোগের সাম্যে আরম্ভকালানুরোধে পরদিন ব্রত করেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্রই বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হইলে, শ্রীরামনবমীর ন্যায় বিদ্ধাতেও উপবাস করেন; কারণ, জন্মাষ্টমীতে নবমীর দিন উপবাসের ন্যায় পূর্ণিমাতে উপবাসের বিধান দেখা যায় না। *

---

* কোন কোন মহাত্মা বলেন, চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হইলেও, কি শ্রীশিবচতুর্দ্দশীতে কি শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীতে বৈষ্ণবগণ বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশীতেই উপবাস করিবেন। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিদ্ধাব্রত সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; তবে যে শ্রীরামনবমীতে বিদ্ধাব্রত গ্রহণীয় হয়, তাহা কেবল শ্রীহরিবাসরের অনুরোধে। তাঁহারা শ্রীহরিবাসরের অনুরোধ ভিন্ন অপর কোন অনুরোধই স্বীকার করিতে চান না। এই নিমিত্তই তাঁহারা, অমাবস্যার ক্ষয় হইলে, পারণ-বিধির অনুরোধে ও শ্রীশিবচতুর্দ্দশীব্রত বিদ্ধাতে কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা আপনাদিগের মতসমর্থনের নিমিত্ত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের চতুর্দ্দশ বিলাসের শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর প্রকরণের পূজ্যপাদ শ্রীমৎসনাতন গোস্বামীর টীকার কথা উত্থাপন করিয়া

ব্রতী আমার জন্মদিনে প্রাতঃকালে উঠিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক মৃত্তিকা, আমলকী ও তিল দ্বারা স্নান ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিবেন। তাহার পর গোময় দ্বারা দেবমন্দির প্রলেপন করিয়া তাহার উপর অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবেন ও তদুপরি রত্নযুক্ত তাম্রকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপরে তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র রাখিবেন। ব্রতী যথাশক্তি একপল কিম্বা অর্দ্ধপল বা তদর্দ্ধ সুবর্ণ-নির্ম্মিত শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীলক্ষ্মীর মূর্ত্তি পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া উক্ত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক নৃসিংহদেবের নাম ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। এবং গীত বাদ্যাদি সহকারে রাত্রিজাগরণ, পুরাণ পাঠ ও শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিবেন। পরদিন প্রাতঃকালে

থাকেন। উক্ত টীকার অভিপ্রায় দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করা যায় কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয়। তর্কপরিহারার্থ সর্ব্বথা বিদ্ধাত্যাগেই উক্ত টীকার অভিপ্রায় স্বীকার করিয়া লইলেও, চতুর্দ্দশীর ক্ষয়ে পঞ্চদশী তিথিতে শ্রীশিবচতুর্দ্দশীব্রত ও শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রতের অনুষ্ঠান পক্ষে সদাচার দৃষ্ট হয় না। এইরূপ শ্রীহরিবাসরে প্রেতশ্রাদ্ধের অকরণপক্ষেও সদাচার দৃষ্ট হয় না। এই নিমিত্তই আমরা একাদশীপ্রকরণে নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধ শব্দের নিমিত্তঘটিত সমস্ত শ্রাদ্ধ এই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া মূলে একাদশীতে প্রেতশ্রাদ্ধও নিষেধ করি নাই।

শাস্ত্রোক্ত বিধানে পূজা ও বিসর্জ্জন করিয়া সমস্ত উপকরণ দক্ষিণাসহ আচার্য্যকে অর্পণ করিবেন। তৎপরে বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবেন। যাঁহারা এই ব্রত আচরণ করিবেন, কোটিকল্পেও তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এই ব্রতের প্রভাবে অপুত্রকের পুত্রলাভ, দরিদ্রের লক্ষ্মীলাভ তেজস্বীর তেজোলাভ, রাজ্য কামীর রাজ্যলাভ, আয়ুস্কামীর সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে।

অথ বৈশাখী পৌর্ণমাসী। এই পূর্ণিমা তিথি অতি পুণ্য স্বরূপা। যেমন বেদশাস্ত্রের তুল্য শাস্ত্র নাই, গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, জল ও গোদানের তুল্য দান নাই, সেইরূপ বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তিথি নাই। যিনি এই তিথিতে জল ও ধেনু দান করিবেন, তিনি শ্রীভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট নিত্য পার্ষদরূপে অবস্থান করিবেন।

অথ জ্যৈষ্ঠকৃত্য। এই মাসে প্রতিদিন জলবিহারী গোবিন্দের পূজা করিবেন এবং মধ্যাহ্নে সুগন্ধি সুশীতল জলপূর্ণ পাত্রে উপবেশন করাইবেন এবং বিধিবৎ পূজা-পূর্ব্বক সায়ংকালে সিংহাসনে আনয়ন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও নীরাজন পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগকে চরণামৃত প্রদানানন্তর স্বয়ং পান করিবেন। বিশেষ করিয়া দ্বাদশী রাত্রে জলস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন। পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, জলপূর্ণ কুম্ভ, ছত্র ও পাদুকা দান পূর্ব্বক ভোজন করিবেন।

রথ প্রতিষ্ঠা।

ব্রতী রথপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী হইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে স্নান, সন্ধ্যা ও পূজাদি নিত্যকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবেন, কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। পুরোহিত ও যজমান উভয়েই প্রত্যেকবার আতপতণ্ডুল ছড়াইবেন। সামবেদীয়েরা ওঁ সোমং রাজানং ইত্যাদি আর যজুর্ব্বেদী-য়েরা ওঁ সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবেন।

সঙ্কল্প করিবেন, বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেব-শর্ম্মা এতৎ কাষ্ঠাদিময় রথপরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষসহস্রাব-চ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্বকামো (বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) বিষ্ণু-রথ-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।

পরে, আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করিবেন যথা,—অদ্যে-ত্যাদি—অমুক দেবশর্ম্মা এতৎ কাষ্ঠাদি-ময়-বিষ্ণুরথ-প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকা-পূজাবসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধন্যহং করিষ্যে।

প্রথমে গণেশের পূজা করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা পূর্ব্বক বসুধারা দিয়া আয়ুষ্যসূক্ত জপ করিয়া, পরে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন।

পরে, ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য বরণ করিবেন। তদনন্তর অদ্যেত্যাদি—অমুক দেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত এতৎ-কাষ্ঠাদিময়-বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হোত্রাদি-কর্ম্ম-করণায় অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। প্রতিবাক্য ওঁ বৃতোঽস্মি। যথাবিহিতং হোত্রাদিকর্ম্ম কুরু। যথাজ্ঞানং করবাণি।

পরে, হোতা পঞ্চগব্যশোধন ও ঘটস্থাপন করিয়া ঐ ঘটে গণেশাদির পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যথাশক্তি পূজা করিয়া, বহ্নিস্থাপন ও অগ্নিবিসর্জ্জন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাঙ্গক সাধারণ হোমাদি কার্য্য সমাপনান্তর বলিবেন, “ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রীয়তাং”।

তৎপরে, ধ্বজা ও মালা দ্বারা সুশোভিত রথসমীপে যাইয়া, ধ্বজার পূজা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন, যথা,—“ওঁ যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তনুরপি চ হরে র্যানকেতুস্বরূপো। যৎ সঞ্চিন্ত্যৈব মোহাৎ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি। চঞ্চচ্চণ্ডোরুতুণ্ডত্রুটিতফণিবসারক্তধারাঙ্কিতাস্যং বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্॥” তদনন্তর বেদধ্বনি এবং মঙ্গলসূচক গীত বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি সহকারে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, রথের উপর

ধ্বজারোপণ পূর্ব্বক শান্তিকুম্ভ জল দ্বারা রথ অভিষিঞ্চন করিবেন।

পরে, দেবতাকে রথসমীপে আনয়ন করিয়া, রথের উপর মাষভক্তবলি রাখিয়া, বলিবেন,—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ দেবদৈত্যভূতাদিভ্যো নমঃ। ওঁ বলিং গৃহ্লন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগাস্তথা। অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ। দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। জগতঃ স্বস্তি কুর্ব্বাণা দিব্যা মহর্ষয়স্তথা। অবিঘ্নমাচরস্ত্বেতে যা সন্তু পরিপন্থিনঃ। সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূতগণাস্তথা॥"

তৎপরে, বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রার ধ্যানানন্তর যথাশক্তি পূজা করিবেন।

বলরামের ধ্যান।—বলরামং বিসশ্বেতং দধতং মূষলং হলম্। একাবতংসং ধ্যায়েচ্চ মদবিহ্বললোচনম্॥

জগন্নাথের ধ্যান—ভগবন্তং জগন্নাথং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্। বাঞ্ছাকল্পতরুং বন্দে ভক্তানুগ্রহকারকম্॥

সুভদ্রার ধ্যান।—সুভদ্রাং ভদ্রবদনাং ভদ্রকর্ম্মপ্রবর্ত্তিনীম্। বন্দেঽভিমন্যুতনয়াং ধনঞ্জয়মনোহরাম্॥ ধ্যানানন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। সুভদ্রাকে নীলবস্ত্র দেওয়া আবশ্যক। সুদর্শন ও গরুড়েরও যথাশক্তি পুজা করিবেন।

পরে স্থপতিকে (সূত্রধরকে) বস্ত্রাদি দিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক রথের ধ্বজার পতাকা-সংস্পৃষ্ট বস্ত্র বামহস্তে ধারণ

পূর্ব্বক রথ উৎসর্গ করিবেন,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম এতৎ কাষ্ঠাদিময়রথং বিষ্ণু-দৈবতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন,—ইন্দ্রদ্যুম্নং ক্ষিতিপতিপতিং যথা চাসীৎ পুরা বিভো। বিজয়স্ব রথেনাশু গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি। তবাপাঙ্গাবলোকেন প্রপুনন্তি দিশো দশ। নিঃশ্রেয়সপদং হন্ত স্থাবরাণি চরাণি চ। অবতারঃ কৃতো হ্যেষ লোকানু-গ্রহকাম্যয়া॥ দেবতা সহ রথকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবেন।

পরে, দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবেন।

রথপ্রতিষ্ঠার পর রথযাত্রা করিতে হইবে।

রথযাত্রা।

স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্পসূক্ত মন্ত্র পড়িয়া, প্রাণায়াম, অঙ্গ-ন্যাস ও করন্যাসাদি করিয়া, যথাসম্ভব উপচারে বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রার পূজা করিয়া সুদর্শন ও গরুড়ের পূজা করিবেন।

পরে, নানা বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে দেবতাকে হস্তে লইয়া তিনবার রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রথমধ্যে স্থাপন করিয়া পুনশ্চ পূজানন্তর নমস্কার করিবেন, যথা,—"ওঁ জনার্দ্দন জগন্নাথ শরণাগতপালক। তস্মাৎ স্বদাস-দাসানাং দাসত্বং

দেহি মে প্রভো॥” তৎপরে পঞ্চবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, রথস্থ দেবতাকে সুখোপবিষ্ট চিন্তা করিবেন, এবং আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন, “ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। আরূঢ়োঽসি জগন্নাথ যন্ময়া রচিতে রথে। ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবনং মম। পূতং কুলঞ্চ সকলং যদ্ভবান্ রথগো মম। লক্ষ্মী-সরস্বতী-কান্ত খগেন্দ্র-বিহিতাসন। নারায়ণ কৃতার্থোঽস্মি যদ্ভবান্ রথগো মম॥” পরে রথস্থ দেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন,—“অনেন কর্ম্মণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রীয়তাম্” ॥

তৎপরে, বাদ্য কোলাহল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা রথকে একটু টানাইয়া উত্তরাভিমুখে রথ টানিয়া লইয়া যাইবেন। এবং মধ্যাহ্নকালে পথশ্রান্ত দেবতাকে দর্পণপ্রতিবিম্বে পঞ্চামৃত, শীতলোদক, পুষ্প, কর্পূর এবং সুবাসিত জল দ্বারা অভিষেক করিয়া দেবতার অঙ্গে কর্পূর, মৃগমদ ও চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য অনুলেপন পূর্ব্বক চামরাদি ব্যজন করিবেন, এবং নানাবিধ ফল মূল নিবেদন করিয়া দিবেন।

অপরাহ্ণে বাদ্য কোলাহল সহকারে সকলে মিলিত হইয়া রথ টানিয়া লইয়া যাইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মণ্ডপে রথস্থাপন পূর্ব্বক দেবতাকে কুঞ্জের মধ্যে আনিবেন এবং অভিষেক করিয়া পুনশ্চ যথাশক্তি পূজা করিবেন। পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত এই স্থানেই দেবতার পূজাদি করিবেন।

পরে, অষ্টম দিনে রথকে গৃহাভিমুখ করিয়া রাখিবেন এবং নবমদিনে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষরূপে (প্রথম দিনের ন্যায়) পূজা করিয়া, দক্ষিণা নিমিত্ত স্বর্ণ, গো, ভূমি ও বস্ত্রাদি দান করিবেন।

পরে, শান্তিদান পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিয়া, জগন্নাথকে প্রণাম করিবেন,—"জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়াশেষ-জগদ্বন্দ্য-পাদাম্ভোজ নমোহস্তু তে॥ জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ বেদ-নিঃশেষ-বাচক। অশেষজগদাধার পরমাত্মন্নমোহস্তু তে॥ জয় ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাদি-দেবৌঘ-প্রণতার্ত্তিনুৎ। জয়াখিলজগদ্ধাম ত্বন্তর্যামি নমোহস্তু তে॥"

রথযাত্রায় মুহূর্ত্তের অন্যূন দ্বিতীয়া গ্রাহ্য হয়। উভয় দিন মুহূর্ত্তের অন্যূন দ্বিতীয়া পাইলে, অরুণোদয়ের অনুরোধে পরদিনই গ্রাহ্য বলিয়া উক্ত হয়। বস্তুতঃ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ব্যবহার অনুসারে দিবসে দ্বিতীয়াতেই রথযাত্রা কর্ত্তব্য। যাত্রার দিন হইতে গণনায় নবম দিনে পুনর্যাত্রা কর্ত্তব্য।

—০—

অথ চাতুর্ম্মাস্যব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস ব্রতরূপ নিয়ম পালনের নাম চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।

প্রমাণ যথা—

"একাদশ্যান্তু গৃহ্লীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥"

আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে কিম্বা পূর্ণিমায় অথবা কর্কট সংক্রান্তিতে (আষাঢ়ের শেষ দিনে) চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করিবেন।

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত॥"

হে অচ্যুত, শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিব, আপনি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করুন।

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—ব্রতী শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবেন। এবং ঐ প্রকরণেই শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে বলিয়াছেন যে, হরিশয়নকালে রাজমাষ (বরবটী) শিম্বী, কলিঙ্গ (বৃক্ষবিশেষ), পটোল, বার্ত্তাকু, সন্ধিত (পর্য্যুষিত) দ্রব্য ভোজন করিলে, সপ্ত জন্মের পুণ্য নষ্ট হয়। কোন কোন মহাত্মা বলেন যে, ঐ চারি মাসের মধ্যে উৎপন্ন মনোহর ফলমূলাদির মধ্যে যাহা নিজের রুচিকর, তাহা ত্যাগ করিবেন।

অথ প্রবোধনাদিকালনির্ণয়।

"আভাবাসিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী-
আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনাদিকম্॥"

ভবিষ্যে।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অনুরাধানক্ষত্রের আদ্য পাদ যোগ হইলে, হরির শয়ন, ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণার মধ্যপাদ যোগ হইলে, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে রেবতীর অন্ত্যপাদ যোগ হইলে, উত্থান হইবে॥

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে শ্রীহরির শয়ন হয়। শয়ন সময়ে অনুরাধা নক্ষত্রের আদ্য পাদের যোগ হইলে, উহা প্রশস্ততম এবং পাদান্তরের যোগে প্রশস্ত হয়। যথোক্ত নক্ষত্রের যোগ না হইলে, সন্ধ্যাকালে শয়ন হয়। শেষ পক্ষে উভয় দিন সন্ধ্যায় তিথি পাইলে, পরদিনে এবং আর উভয় দিনই সন্ধ্যায় তিথি না পাইলে, পূর্ব্বদিনে শয়ন হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীর সন্ধ্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয়। ঐ সময়ে শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্য পাদের যোগ হইলে প্রশস্ততম ও পাদান্তরের যোগে প্রশস্ত হয়। যথোক্ত নক্ষত্রের অযোগে কেবল দ্বাদশীর সন্ধ্যাকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয়। দুইদিন সন্ধ্যাকালে দ্বাদশী পাইলে, পরদিন এবং দুইদিনই সন্ধ্যাকালে দ্বাদশী না পাইলে, একাদশীসংযুক্তা দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যাকালে

পার্শ্বপরিবর্ত্তন হইবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে দিবসে প্রবোধন হয়। যথোক্তকালে রেবতীনক্ষত্রের অন্ত্য পাদের যোগ হইলে প্রশস্ততম, পাদান্তরের যোগ হইলে প্রশস্ততর এবং যোগ না হইলে কেবল দ্বাদশীর সন্ধ্যাকালই প্রশস্ত হয়। উভয় দিন সন্ধ্যার সময়ে দ্বাদশী পাইলে, পরদিন দিবাভাগে এবং উভয়দিনই সন্ধ্যার সময় দ্বাদশী না পাইলে, পূর্ব্বদিন দিবাভাগে প্রবোধন হইবে।

অথ শ্রাবণকৃত্য। এই মাসে প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম এবং সুবাসিত কেতকীপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, এলাচী, লবঙ্গ, কঙ্কোল প্রভৃতি দ্রব্য সকল অর্পণ করিবেন।

অথ ঝুলনযাত্রা। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব কর্ত্তব্য। এই হিন্দোলোৎসবের নামান্তর ঝুলনযাত্রা। ঝুলনযাত্রায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে দোলায় আরোহণ করান এবং উৎসবের কয়েক দিবস যথাশক্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা কর্ত্তব্য।

অথ পবিত্রারোপণ। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন। যদি বিঘ্নবশতঃ মুখ্যকাল লাভ না হয়, তাহা হইলে, কন্যারাশিতে সূর্য্য গমন করিলে, সেই সময়েই করিবেন, কদাচ উত্থান হইলে, করিবেন না।

ভাদ্রকৃত্য।—শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বলা হয়।

ব্রতদিননির্ণয়। উদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী সর্ব্বথা ত্যাজ্যা। রোহিণীনক্ষত্রের যোগ বা সোমাদি বারের যোগ হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিবেন না। সপ্তমীবেধরহিতা শুদ্ধা অষ্টমী না পাইলে, নবমীতেও উপবাস করিবেন। সপ্তমীবেধরহিতা অষ্টমী পাইলে, নক্ষত্রাদির যোগ হউক বা না হউক, ঐ দিবসই উপবাস করিবেন। আর যদি ঐ সপ্তমীবেধরহিতা শুদ্ধাষ্টমী রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করে, এবং পরদিবস যদি অষ্টমী মুহূর্ত্তের ন্যূন বা অন্যূন কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে এবং নক্ষত্র ও বারের যোগ না হয়, তবে পূর্ব্বদিনে উপবাস হইবে; আর পরদিবস নক্ষত্র ও বারের যোগ হইলে, ঐ দিবসই উপবাস হইবে। শুদ্ধাষ্টমী দুই দিবস হইলে, যে দিন অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইবে, সেই দিন উপবাস হইবে। দুই দিনই অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইলে পূর্ব্বদিন, না পাইলে পরদিন উপবাস হইবে। তবে যদি পূর্ব্বদিন বারযোগ পায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বদিনই উপবাস হইবে।

পারণকালনির্ণয়। পারণদিনে তিথির বৃদ্ধিক্রমে পর দিবস অষ্টমী থাকিলে, তিথ্যন্তে পারণ, নক্ষত্রের বৃদ্ধিক্রমে

রোহিণী থাকিলে, নক্ষত্রান্তে পারণ, উভয়ের বৃদ্ধি হইলে, একের অন্তে পারণ হইবে। কেহ কেহ বলেন, উভয়ের বৃদ্ধিতে উভয়ের অন্তে পারণ হইবে, কিন্তু এই পক্ষে সদাচার দৃষ্ট হয় না।

ব্রতী উপবাসের পূর্ব্বদিন সংযমাদি করিয়া ব্রতদিনে প্রাতঃস্নান ও আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন।

আচমন যথা—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং * * *। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ * * * শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে। সঙ্কল্পান্তে "ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্টাসিচং উত বা সিঞ্চধ্বমুপ বা প্রণুধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে" এই মন্ত্রে কুশির উপর আতপতণ্ডুল দিয়া বলিবেন, "সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্তু, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু," "ওঁ তৎ সৎ" বলিয়া "ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" বলিবেন। তদনন্তর,

"ওঁ বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে।
উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্যহম্॥
অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং ভাদ্রমাসি সরোহিণীম্।
অর্চ্চয়িত্বোপবাসেন ভক্ষ্যেঽহমপরেঽহনি॥

এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্‌গোবিন্দ ত্রিযোনিজম্।
তন্মে মুঞ্চতু মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে॥
আজন্ম মরণং যাবৎ যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর॥"

বলিয়া দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে অর্দ্ধরাত্রে পূজা, সামান্যার্ঘ্য ও ন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান যথা—
"শ্রীকৃষ্ণং বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবনমালাবিভূষিতম্।
চতুর্ভুজং মহঃপূর্ণং চিন্তয়েত্তত্র ভক্তিতঃ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন এবং আধারশক্ত্যাদি ও পীঠ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন। "ওঁ যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"। পরে এই মন্ত্রে স্নানীয় জল দিবেন— "ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" ইদং স্নানীয় জলং "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" পরে নৈবেদ্য দানে ও শয়নে এই মন্ত্র বলিবেন— "ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।" ইদং নৈবেদ্যং "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদন চিন্তা করিয়া "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ

নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে ষষ্ঠীপূজা করিবেন। পরে ভগবানের নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও পূতনাবধাদি কংসবধান্ত লীলা এবং উপনয়ন ও বিবাহ ভাবনা করিবেন। পরে দেবক্যৈ নমঃ, বসুদেবায় নমঃ, যশোদায়ৈঃ নমঃ, নন্দায় নমঃ, রোহিণ্যৈ নমঃ, চণ্ডিকায়ৈ নমঃ, দক্ষায় নমঃ, গর্গায় নমঃ এবং চতুর্ম্মুখায় নমঃ বলিয়া ইহাঁদিগকে পঞ্চোপচারে প্রণবাদি সহ পূজা করিবেন।

পরে স্বগৃহ্যোক্ত ক্রমে বহ্নিস্থাপন করিয়া ঘৃতসংযুক্ত অষ্টোত্তরশত রক্ত করবীর পুষ্পাদি দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে, হোম করিবেন; যথা—“ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ স্বাহা।” পরে গুড়মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা বসুধারা দিবেন। অনন্তর চন্দ্রোদয় হইলে পুষ্প, কুশ, চন্দন, জল, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও তুলসী শঙ্খে লইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া “ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভুত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেমং রোহিণ্যাসহিতো মম। ওঁ সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ” মন্ত্রে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিবেন।

চন্দ্রের প্রণাম।

“ওঁ জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোহস্তু তে॥

নভোমণ্ডলদীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জ্জটেঃ।
কলাভির্বর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে॥"

পরিশেষে প্রার্থনা করিবেন। যথা—

"ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠপুরুষোত্তমম্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্॥
গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তংপরাজিতম্।
অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
পীতাম্বরধরং নীলং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্॥
প্রপদ্যেহহং সদা দেবং সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে।
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥"

অথবা—

"ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারসাগরাৎ।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥
সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে।
দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ॥
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগশোকার্ণবাদ্ধরে।
দুর্গতাংস্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ॥
সোহহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ

পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ তত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে।
তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু পাপং হর হলায়ুধ॥"

পরদিন স্নানান্তে দক্ষিণান্ত, শ্রীকৃষ্ণ পূজা ও নন্দোৎসব করিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। এবং "কৃষ্ণো মে প্রীয়তাং" বলিয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং পারণ করিবেন।

জন্মাষ্টমীব্রত কথা।

দিলীপ উবাচ।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা॥
বশিষ্ঠ উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ।
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্॥
পুরা বসুন্ধরাহ্যাসীৎ কংসারাধনতৎপরা।
স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসেন তেন তাড়িতা॥
ক্রন্দতী সাপি বসুধা যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা।
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ॥
কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
বারি বর্ষতি নেত্রাভ্যাং বিবর্ণা সাপমানিতা॥

ক্রন্দতীং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ।
উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দেববৃন্দৈঃ সমন্বিতঃ॥
আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা।
গত্বা প্রোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তয়ে॥
উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ।
ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমতাত্মভূঃ॥
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তোঽস্তি ভুজগোপরি।
হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ॥
তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ।
সংযুক্তঃ স্তৌতি তং বাগ্ভিরর্থ্যাভির্বাগ্মিদাং বরঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
জগতাং পালয়িত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
দেবা নম্রমুখাঃ সর্ব্বে ভবদ্ভিরাগতং কথম্॥

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদত্র সমাগতাঃ।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণম্॥
শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ।
বসুধা তাড়িতা তেন দুঃখিতা সাপমানিতা॥
বরং দত্বা পুরাপ্যগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ।
ভাগিনেয়ং বিনা শাস্তা রাজন্ ন ভবিতা তব॥
তস্মাদ্গচ্ছ স্বয়ং দেব হন্তুং কংসং দুরাসদম্।
দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধা গত্বা চ গোকুলম্॥
ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্।
পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অন্দং স্থিত্বা গমিষ্যতি॥

উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উদ্দিশ্য মথুরাং চক্রে প্রয়াণং কংসনাশনম্ ॥
দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ।
যশোদাকুক্ষিমধ্যাস্তে শর্ব্বাণী মৃগলোচনা ॥
দশমাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ দশদিনাধিকান্।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে চাষ্টমী সংজ্ঞয়া তিথৌ ॥
রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা।
ধূমযোনৌ তড়িদ্যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে।
তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্ব্বসুদেবজঃ।
বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনৎ সুতাম্ ॥
পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ ॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ দৈত্যারে মধুসূদন।
সংসারসাগরে মগ্নং পরিত্রাহি মহার্ণবাৎ ॥
কংসাসুরভয়াত্ত্রাহি উবাচ দেবকী তদা।
কিং কুর্ম্মো বদ মে দেব কংসদূতাদ্দুরাসদাৎ ॥
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরঃ।
বিরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র পুত্রং প্রত্যর্পিতুং প্রভো ॥
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়।
তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি ভয়ান্নৈব হনিষ্যতি ॥
তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজরাজোঽতিদুঃখিতঃ।
অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ ॥
যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী।
অতিস্রোতোবহা ভীমা সুতীক্ষ্ণা ভয়দায়কা ॥

তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে তস্থৌ কুমারমবলোকয়ন্।
বসুদেবোহতিদুঃখার্ত্তো বিলোলচেতনোহভবৎ॥
কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ।
কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্॥
হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা।
ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥
তেন দৃষ্ট্বা ততঃ সাপি ক্ষীণতোয়বহাহভবৎ।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্ ব্যলঙ্ঘত্তত্র পাথসি॥
মায়াং কৃত্বা জগন্নাথস্তদঙ্কাৎ পতিতো জলে।
তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ॥
তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে সব্যং ন্যসেৎ করম্।
বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোহহং প্রবঞ্চিতঃ॥
ত্রাহি মাং জগতাংনাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম।
জনকং ক্রন্দিতুং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ॥
জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কং বিবেশ সঃ।
পথা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠো গত্বা তু নন্দমন্দিরম্॥
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ।
সুতামঙ্কে কথমপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ॥
নিজাগারং পুনঃ প্রাপ্য স্বয়ং প্রত্যর্পিতা সুতা।
সুতেতি কংসরাজেন বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা॥
আনেতুং প্রাহ যদ্ভূতং সুতং দুহিতরং তথা।
আগত্য কংসদূতোহপি সুতাং নেতুং প্রচক্রমে॥
বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ।
কংসদূতো গৃহীত্বা তাং পুরতোহস্থাপয়ত্তদা॥

তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োঽভূৎ দুরাসদঃ।
শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
দৃষ্ট্বা কংসো বিহস্যন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাম্।
আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠৌ জহি নীত্বা শিলোপরি॥
আজ্ঞাং লব্ধ্বাসুরাস্তে চ নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ।
বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্॥
তত্র তিষ্ঠন্ জগন্নাথঃ কংসারিঃ খগবাহনঃ।
ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসপ্রবৃত্তয়ে॥
প্রাপ্তিমাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ।
এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মাদিকং হি যৎ।
য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী চরেদ্ ব্রতম্।
প্রাপ্নোত্যৈশ্চর্য্যমতুলমিহলোকে যথোচিতম্।
অন্তকালে হরেঃ স্থানং দুর্লভঞ্চ স বিন্দতে॥

ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণোক্তজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

জন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

রাজা দিলীপ, মুনিবর বশিষ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্, যে কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে পৃথিবী মদমত্ত কংস কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে উমাকান্তের নিকট গমন পূর্ব্বক আপনার দুঃখের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও দেবতাদিগকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মার নিকট

গমন করেন। ব্রহ্মা মহাদেবের মুখে ধরিত্রীর দুঃখকাহিনী শুনিয়া ক্ষীরোদতীরে গমন পূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উদ্দেশে স্তব করিতে থাকেন। ঐ স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা, কংস কর্ত্তৃক পৃথিবীর তাড়ন প্রভৃতি নিবেদন সহকারে কংসের দমন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বিষ্ণু স্বয়ং দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কংসের দমনে স্বীকৃত হইয়া এক বৎসরের নিমিত্ত পার্ব্বতীকে পৃথিবীতলে যাইয়া যশোদাগর্ব্ভে জন্মগ্রহণে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু স্বয়ং দেবকীর গর্ব্ভে এবং পার্ব্বতী যশোদার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে উভয়ের জন্ম হয়। ঘোরঘনঘটাচ্ছাদিত অন্ধকারময় নিশীথে বিষ্ণু চতুর্ভুজরূপে দেবকী হইতে এবং পার্ব্বতী যশোদা হইতে আবির্ভূত হয়েন। বিষ্ণুকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী কংস ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, বিষ্ণু বলিলেন, পিতঃ, আপনি আমাকে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসুন, এবং তথা হইতে যশোদার কন্যাকে লইয়া আসুন ; এইরূপ করিলেই আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না ; কংস ঐ কন্যাকে হনন করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া বসুদেব তাহাই করিলেন। তিনি ঐ মেঘাবৃত নিশীথে যমুনা পার হইয়া গোকুলে যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পুত্রটি তাঁহার

হস্ত হইতে স্খলিত ও যমুনাজলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে বসুদেব মস্তকে করাঘাত সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া বিষ্ণু পুনর্ব্বার পিতার ক্রোড়ে আগমন করিলেন। বসুদেব পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নন্দালয়ে গমন করিলেন, এবং ঐ স্থান হইতে যশোদার কন্যাটিকে লইয়া আসিলেন। কংস লোকমুখে দেবকীর কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া ঐ কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। কংসদূত দেবকীর ক্রোড় হইতে কন্যাটিকে কাড়িয়া লইয়া কংসকে অর্পণ করিল। কংস ঐ কন্যাটিকে দেবরূপিণী দেখিয়া সভয়ে সংহার করিতে বলিলেন। তদনুসারে কংসের অনুচরেরা কন্যাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, কন্যা বিদ্যুতের ন্যায় রূপ ধারণ পূর্ব্বক শঙ্কর সমীপে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীবিষ্ণু বালভাবেই ক্রীড়া করিতে করিতে কংসকে সংহার করিলেন। এই আমি তোমাকে জন্মাষ্টমীব্রতকথা বলিলাম। যিনি ভক্তি সহকারে এই জন্মাষ্টমীব্রত আচরণ করেন, তিনি ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য ও অন্তে শ্রীহরিধাম লাভ করিয়া থাকেন।

অথ রাধাষ্টমীব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব। ঐ দিবস শ্রীরাধিকার ও তাঁহার আবির্ভাবের তিথির পূজা করা কর্ত্তব্য।

ব্রতী পূর্ব্বদিবস সংযত থাকিয়া ব্রত দিবসে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনানন্তর সঙ্কল্প করিবেন। ওঁ তৎসদিত্যাদি-শ্রীরাধা প্রীতিকামঃ গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বক শ্রীরাধাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবেন।

উক্ত ব্রতের মাহাত্ম্য ও পূজাদির বিধি যথা—

সদাশিব উবাচ।

ভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু হরিজন্মাষ্টমী যথা। তস্যাঃ পরে তু যা শুক্লা তস্যাং জাতা হরিপ্রিয়া॥ বৃষভানুপুরী নাম্না সর্ব্বরত্নময়ী শুভা। সুবর্ণমণিমাণিক্যবিচিত্রভবনাঙ্গনা। অণিমাদিসুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণমনোহরা। চিত্রধ্বজপতাকাদিবিচিত্রা চিত্রনির্ম্মিতা। চিদা-নন্দস্বরূপা সা চিদানন্দপ্রদায়িনী। আনন্দকলিতা নার্য্যো যত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা। বিচিত্রবেশালঙ্কারা বিচিত্রবসনাম্বরা। নানাবেশ-বিচিত্রাঙ্গা প্রমদামোদদায়িনী॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রাধা নাম্না বিনোদিনী। জগতাং মোহিনী দেবী গুহ্যগুহ্যাতিসুন্দরী। মূঢ়া-নামসতাঞ্চৈব ন কথ্যং মুনিসত্তম॥

নারদ উবাচ।

প্রণিপত্য মহাভাগ পৃচ্ছামি তব কিঙ্করঃ। সা লক্ষ্মীঃ কিং সুরবধূর্মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥ বিদ্যা কিমন্তরঙ্গাথ বৈষ্ণবী প্রকৃতিঃ কিমু। বেদকন্যা দেবকন্যা মুনিকন্যাথবা বদ॥

সদাশিব উবাচ।

কোটিকোটিমহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ কা বা পরা বরা। নিন্দিতা যৎ-পদাম্ভোজে কথিতা মুনিসত্তম। অপরং কিং নিগদেঽহমেকবক্ত্রেণ

নারদ। শ্রীরাধারূপলাবণ্যগুণাদীন্ বক্তুমক্ষমঃ। তত্তদ্রূপাদি-মাহাত্ম্যং লজ্জেহহমপি নারদ। ত্রৈলোক্যে তু সমর্থো হি ন মাতুং বক্তুমর্হতি। তদ্দেহরূপমাধুর্য্যং জগন্মোহনমোহনম্। যদ্যনন্ত-মুখোঽপি স্যাং তদ্বক্তুং নাস্তি মে গতিঃ। লক্ষশঃ কমলাদাস্যো যস্যাঃ সা লাক্ষকী মতা। এবং শতসহস্রাণামীশ্বরী রাধিকা পরা॥

নারদ উবাচ।

প্রভো শ্রীরাধিকাজন্মমাহাত্ম্যং সর্ব্বতঃ পরম্। তদহং শ্রোতু-মিচ্ছামি সমস্তং ভক্তবৎসল। কথ্যতাং মে মহাভাগ ব্রতানাঞ্চ ব্রতোত্তমম্॥ ধ্যানং বা কীদৃশী পূজা স্তুতির্বাপি বদস্ব মে। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে সদাশিব। চর্য্যং পূজাবিধানঞ্চ বিশেষমর্চ্চনং ভব॥ যন্ত্রং মন্ত্রং স্তুতিং ধ্যানং পূজনং যত্র নির্ম্মিতম্। পূজনে কিং বিধানঞ্চ তত্তৎসেবার্চ্চনে বিধৌ॥

শিব উবাচ।

বৃষভানুপুরীরাজো বৃষভানু র্মহাশয়ঃ। মহাকুলপ্রসূতোঽসৌ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। মহাশয়ো ধনী শ্রীমানণিমাদ্যষ্টবৈভবঃ। বৈশ্যঃ সদন্তঃকরণঃ কুলীনঃ কৃষ্ণদৈবতঃ। তস্য ভার্য্যা মহাভাগা শ্রীমৎ-শ্রীকীর্ত্তিদাহ্বয়া। রূপযৌবনসম্পন্না মহারাজকুলোদ্ভবা। মহা-লক্ষ্মীস্বরূপা সা ভব্যা পরমসুন্দরী। মহাপতিব্রতা কার্ষ্ণা সর্ব্ব-বিদ্যাগুণান্বিতা। তস্যাং শ্রীরাধিকা জাতা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী। ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং মধ্যাহ্নে শুভদায়িনী॥ বেদাগমপুরাণাদি-গীতা সা কৃষ্ণবল্লভা। সদা কৃষ্ণপ্রিয়া সাধ্বী শ্রীকৃষ্ণানন্দদায়িনী। শৃণু তাত মহাভাগ পূজনং ভজনং তথা। কর্ত্তব্যং যদনুষ্ঠানং রাধা-জন্মমহোৎসবে। সমর্চ্চয় সদা রাধাং জন্মব্রতপরায়ণঃ। তৎ সমগ্রং প্রবক্ষ্যামি ধ্যানাদিকমনুক্রমাৎ॥

সর্ব্বদা পশ্চিমদ্বারে শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে। ধ্বজস্রগ্‌বস্ত্রকলস-পতাকাতোরণাদিভিঃ। নানাসুমঙ্গলদ্রব্যৈর্যথাবিধি প্রবর্ত্তিতৈঃ। সুবাসিতগন্ধপুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ ধূপিতৈঃ পুনঃ। মধ্যে পঞ্চবর্ণচূর্ণৈর্ম্মণ্ডপং সুমনোহরম্। সুষোড়শদলাকারং তত্র নির্ম্মায় যত্নতঃ। দিব্যাসনে পদ্মমধ্যে পশ্চিমাভিমুখীং স্থিতাম্। শ্রীযুগ্মমূর্ত্তিং স্থপাস্য ধ্যান-পাদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ। ভক্তৈঃ সহ সজাতীয়ৈঃ শক্যানুসারিবস্তুভিঃ। তদ্ভক্তঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা তাং সদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥

পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ষোড়শদল পদ্ম তন্মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পশ্চিমদ্বার গৃহ ও গৃহ মধ্যে আসন এবং ঐ আসনে সখীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ভক্তি সহকারে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

পূজা বিধি।

আচমন, সামান্যার্ঘ্য প্রভৃতি প্রাথমিক কার্য্য সকলের পর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

ধ্যান।—হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং নিত্যা-ভির্ল লিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরম্। নানাভূষণভূষণাঙ্গ-মধুরং কৈশোররূপং যুগং শ্রীগোপীজনবল্লভং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে॥ যুগ্মমূর্ত্তিমিতি ধ্যাত্বা শালগ্রামেঽথবা পুনঃ। সাক্ষাৎ শৈলাদিমূর্ত্তৌ বা মনোময্যাং সমর্চ্চয়েৎ। ততো মণ্ডল-পূজাঞ্চ তয়োঃ সম্মুখতঃ ক্রমাৎ। কুর্য্যাদ্ভক্তঃ প্রযত্নেন ধ্যানপাদ্যা-দিভিঃ সদা। ললিতা পশ্চিমে পূজ্যা পীতবর্ণদলেঽপরা। চন্দ্রা-বলীং শুক্লদলে তদ্বামে পূজয়েৎ সুধীঃ। বায়ব্যে শ্যামলাং দেবীং

কৃষ্ণবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ। তদ্বামে চিত্ররেখাখ্যাং শুদ্ধবর্ণদলে ততঃ। উত্তরে শ্রীমতী ত্বর্চ্যা রক্তবর্ণদলে তথা। তদ্বামপার্শ্বে চন্দ্রাখ্যাং নীলবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ। রক্তবর্ণদলেঽপ্যর্চ্যা ঈশানে শ্রীহরিপ্রিয়া। তস্যা বামে শুক্লদলে পূজ্যা মদনসুন্দরী। পীতবর্ণদলে পূর্ব্বে বিশাখামর্চ্চয়েত্ততঃ। প্রিয়াং তস্যা বামপার্শ্বে শুক্লবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ। অগ্নিকোণে শ্যামবর্ণাং দলে সব্যাং সমর্চ্চয়েৎ। তদ্বামে শ্রীমধুমতীং শুক্লবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ। পূজয়েদ্দক্ষিণে পদ্মাং রক্তবর্ণদলে তথা। শশিরেখাঞ্চ তদ্বামে নীলবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ। পূজয়েন্নৈর্ঋতে ভদ্রাং রক্তবর্ণদলে ততঃ। রসপ্রিয়াঞ্চ তদ্বামে শুক্লবর্ণদলেঽর্চ্চয়েৎ॥

শ্রীরাধাং প্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং হেমাভাং পরিবাদিনীং সুমধুরধ্বানাং সুবেশাম্বরাম্। সদ্রত্নাভরণৈর্মনোজ্ঞ-সুতনুং নিত্যাং জগন্মোহিনীং বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গনয়নীং পীতা-ম্বরেণাবৃতাম্॥ শ্যামাং শ্যামপরায়ণাং বরতনুং চামীকরাঙ্গচ্ছটাং মঞ্জীরৈর্ম্মধুরধ্বনিং পরিলসচ্চন্দ্রাননাং সুম্বরাম্। সদ্রত্নাভরণাং সরোজনয়নীং শুক্লাংশুকেনাবৃতাং ধ্যায়েৎ শ্রীললিতাসখীং সুচি-বুকাং চন্দ্রাবতীমুত্তমাম্॥ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুললিতাং কৃষ্ণাম্বরং বিভ্রতীং নানাভূষণমঞ্জুলাঞ্চ সুদতীং মার্দ্দঙ্গিকীং সুন্দরীম্ শ্রীবৃন্দাং বিপিনেশ্বরীং প্রিয়সখীং ভব্যাং শশাঙ্কাননাং বেণীচারু-সুমল্লিকাস্রজমমুং নিত্যং ভজে শ্যামলাম্॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বল্লভাং শশিমুখীং সচ্ছন্দডম্ফান্বিতাং শুদ্ধস্বর্ণশরীরকান্তিমতুলাং শুক্লা-ম্বরেণাবৃতাম্। স্বর্ণাদ্যাভরণাং সদা পুলকিনীং শ্রীকৃষ্ণভাবেন বৈ গায়ন্তীং মধুরস্বরৈরবিরতং শ্রীচিত্রলেখাং ভজে॥ কনকনিভ-শরীরাং বিভ্রতীং রক্তবস্ত্রং ললিতনলিননেত্রাং চারুভূষাঙ্গশোভাম্। সুমধুরপিকবাক্যাং চন্দ্রবক্ত্রাং সুবেশাং মধুরিপুনিজদাসীং

শ্রীমতীং তাং হি বন্দে॥ বৃন্দাবনেশনিজসেবনসৌখ্যদাসীং রম্যাং সুনীলবসনাং সুরবীবযন্ত্রাম্। নানাবিভূষিততনুং স্ফুরদ-সুজাক্ষীং চন্দ্রাং ভজে সকলরাগমনোজ্ঞগানাম্॥ সুবর্ণবর্ণাং-শুকধারিণীং তামুপাঙ্গযন্ত্রাং মণিভূষণাঙ্গীম্। হরিপ্রিয়াং মঞ্জুল-পদ্মনেত্রাং ভজেঽহমীড্যাং কনকাঙ্গশোভাম্॥ রবাবকলবাদিনীং সকলরাগসঙ্গায়নীং সুচারুমণিকুণ্ডলাং শরদিপূর্ণচন্দ্রাননাং সুরত্ন-বরভূষণাং রুচিরশুভ্রপট্টাম্বরাং ভজে মদনসুন্দরীং কনকবর্ণদেহাং শুভাম্। সুতানজ্ঞাং গীতে ভ্রমরকলকণ্ঠীং সুচতুরাং জগদ্বন্দ্যাং বেল্লন্নলিননয়নামিন্দুবদনাম্। বিশাখাং গৌরাঙ্গীং কলিতমুরলীং পীতবসনাং ভজে শ্যামাং সেব্যাং সকলগুণপূর্ণাং সুখময়ীম্॥ সুচামীকরভূষণাঢ্যাং সুবেশাং সুসঙ্গীতবিদ্যাসুধীরাং বরেণ্যাম্। সুবংশীং সুগানাং সুহেমাঙ্গশোভাং ভজে শ্রীপ্রিয়াং শুক্লবস্ত্রাং স্বনাজ্ঞাম্॥ গান্ধর্ব্বাং নিজদাসিকাং সুগদবাগ্‌যন্ত্রং সদা বিভ্রতীং মঞ্জুস্বর্ণবিভূষিতাং বরতনুং পাথোজনেত্রাং বরাম্। ধ্যায়েৎ কৃষ্ণপদারবিন্দমধুপীং কৃষ্ণাম্বরেণাবৃতাং সঙ্গীতে মধুরস্বরামবিরতং সেব্যাং মনোহারিণীম্॥ রুচিরমধুমতীং তাং তপ্তচামীকরাভাং পিককলরবকণ্ঠীং শুক্লবস্ত্রং দধানাম্। তিলকুসুমসুনাসাং চারু-হেমাঙ্গভূষাং যুগলচরণসেবাতৎপরামাভজেঽহম্॥ রত্নালঙ্কারদেহাং রক্তকুসুমরুচীমঙ্গলাবর্ণ্যরূপৈর্ভব্যাং সঙ্গীতবিদ্যাসুনিপুণরসিকাং তালমানাভিবিজ্ঞাম্। শারঙ্গীযন্ত্রগানাং কনকনিভতনুং সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবীং বন্দে পদ্মাং সুবেশাং শশধরবদনাং বিভ্রতীং রঙ্গবস্ত্রম্॥ শশিরেখাং মৃদঙ্গঞ্চ বাদয়ন্তীং মুহুর্ম্মুহুঃ। রসালাপস্বরূপঞ্চ রস-প্রেমৈকসংযুতাম্॥ ভব্যাং শ্রীশশিরেখিকাং সুখকরীং যন্ত্রাদি-গানস্বরাং বন্দেঽহং মধুরস্বরাং পরমিকাং লাবণ্যসারান্বিতাম্। নানা-

মন্ত্রবিশারদাং বরতনুং পট্টাম্বরেণাবৃতাং ফুল্লেন্দীবরলোচনামবিরতং ধ্যায়েৎ জগন্মোহিনীম্॥ শ্রীযন্ত্রং স্বরমণ্ডলং কলরবং গানে সদা বিভ্রতীং শ্রীভদ্রাং মধুরস্বরাং সুললিতাং সদ্রক্তবস্ত্রাবৃতাম্। রাজৎ-স্বর্ণরুচিং বিভূষণবরৈরঙ্গৈঃ সদা শোভিতাং ধ্যায়েৎ শ্রীযুগসেবিকাং পরমিকাং হ্লাদৈকমগ্নাং সদা॥ রাধাকৃষ্ণপদারবৃন্দমধুপীং সদ্ভৃঙ্গ-তুল্যার্থিনীং নানাভূষণভূষিতাঙ্গরুচিরাং সদ্রক্তবস্ত্রাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ সঙ্গতকৃষ্ণভাবললিতাং কেয়ূরহেমাঙ্গদাং স্বর্ণাঙ্গীঞ্চ রসপ্রিয়াং সুখ-ময়ীং সর্ব্বাঙ্গশোভান্বিতাম্॥ মধুস্বরাং কোকিলভৃঙ্গগানাং সতুম্বরী-যন্ত্রবিধারিণীঞ্চ। বনপ্রিয়াং শুক্লসুচীনবস্ত্রাং ভজে হরিদ্রাঙ্গসমঞ্জু-শোভাম্॥

ধ্যানের পর ষোড়শোপচারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের আবরণ-দেবতার পূজা করিবেন। তদনন্তর শ্রীরাধিকার বিশেষ বিশেষ সখীগণের বিশেষ করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

এবং ধ্যাত্বা পূজয়িত্বা ললিতাদ্যা যথাক্রমাৎ। পাদ্যাদিভিঃ সোপচারৈর্বিধিবদ্ভক্তিতৎপরঃ॥ সঙ্গিন্যো ললিতাদীনাং দল্যৎ পশ্চি-মতো মুনে। প্রণবাদিনমোহন্তেন সম্প্রদানপদেন বৈ। তত্তন্নাম্না তু মনুনা পুষ্পগন্ধাদিভির্মুনে॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

প্রত্যেকেঽষ্টৌ পূজয়েদ্বৈ ক্রমতস্তু দলে দলে। শৃণু নাম্না কথাতে তাশ্চাষ্টাবিংশাধিকং শতম্। ইন্দুমুখী রসজ্ঞা চ শুভদা সুমুখী তথা। বল্লবী চন্দ্রিকা চারু চতুরা চ সুচঞ্চলা। মধুরা হস্তকমলা তথা মধুরভাষিণী। বিলাসিনী রসবতী তথা খঞ্জনলোচনা। সুখদা চম্প-

কলিকা রসদা রসমঞ্জরী। সদা সুমঞ্জরী শীলা চন্দ্রা চন্দ্রপ্রভাবতী। বাসন্তী মালতী জাতী চন্দ্রকান্তী শকুন্তলা। রম্ভা ভ্রমরগম্ভীরা সুশীলা চ সুবেশিনী। আমলকী সুধাকণ্ঠী প্রিয়া চ শ্রীরতিপ্রিয়া। শুকপ্রিয়া মধুকরী সুবেশা চামৃতোদ্ভবা। মুরলীবল্লভা বৃন্দা পারিজাতপ্রিয়া শুভা। পঞ্চস্বরা রত্নমালা মদিরা রাসবল্লভী। মাতঙ্গগমনী তারাবতী কুণ্ডলধারিণী। কেশরী মিত্রবৃন্দা চ লক্ষণাচ্যুতমালিকা। মায়াবতী কৌশিকী চ কোমলাঙ্গী সুচন্দনী। পীযূষভাষিণী সত্যবতী চ কুঞ্জবাসিনী। কপোতমালিকা লোপামুদ্রা চ কিংশুকপ্রিয়া। দলাবতী কুঙ্কুমা চ কমলা চ মদালসা। তিলোত্তমা চ সাবিত্রী বহুলা প্রিয়বাদিনী। মুক্তাবলী চিত্ররেখা সুমিত্রা লোলকুণ্ডলা। অরুন্ধতী চিত্রবতী শ্রীরক্তা পদ্মগন্ধিনী। মেনকা কলিকা রঙ্গকেতকী কামমূর্চ্ছনী। কুমুদপ্রিয়া চ তানজ্ঞা তথা নৃত্যবিলাসিনী। হিরান্বতী হারকণ্ঠী সিংহমধ্যা সুলোচনা। নন্দব্যা নন্দকলিকা সুনন্দানন্দদায়িনী। কুরঙ্গাক্ষী চ সুশ্রোণী কেলিলোলা প্রিয়ম্বদা। শ্যামারাধা শ্যামসেব্যা কস্তুরী মানভঙ্গিনী। বিচিত্রবসনা রত্নমঞ্জীরা মঞ্জুকিঙ্কিণী। পিকস্বরা ভৃঙ্গগানা তথা রাসবিহারিণী। শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পূজ্যা যত্নাৎ চন্দ্রাবলী ততঃ॥ ধ্যানপাদ্যাদিভিঃ সম্যক্ প্রকারেণ চ পূজকৈঃ। হেমাভাং মধুরস্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ব্ববিদ্যারতাং নানাভূষণভূষিতাঙ্গমধুরাং জাতীসুমল্লীস্রজম্। বীণাযন্ত্রসুবাদিনীং বরতনুং চিত্রাম্বরং বিভ্রতীং ধ্যায়েৎ কৃষ্ণপরায়ণাং সুচিবুকাং চন্দ্রাবলীং মঞ্জুলাম্।

তদনন্তর মণ্ডল-বহির্ভাগস্থ বৈষ্ণবগণের ও দেবদেবীগণের পূজা করিয়া মহোৎসবোপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণবৈষ্ণবাদিকে যথোচিত পূজা সহকারে ভোজন করাইয়া

উৎসব সমাধা করিবেন। সমর্থ হইলে উপবাস, প্রহরে প্রহরে পূজা ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে রাত্রিজাগরণ করিবেন। সমর্থ না হইলে, পূজার পর কথাশ্রবণানন্তর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিকে নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া স্বয়ং নির্ম্মাল্য গ্রহণানন্তর প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন।

* এবং রাধাজন্মতিথৌ কুর্য্যান্মণ্ডলপূজনম্। কাষ্ণাদীন্ বৈষ্ণবান্ সর্ব্বান্ যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ। এবং রাধাকৃষ্ণপূজাং তয়োর্ম্মণ্ডলপূজনম্। প্রত্যব্দে যত্নতঃ কুর্য্যাৎ কার্ষ্ণে রাসমহোৎসবে। ন্যূনাতিরিক্তং দেবর্ষে ন কর্ত্তব্যং কদাচন। শ্রীমৎকৃষ্ণৈকতানেনাবশ্যং তেনৈব সর্ব্বদা। নাহ্বয়েৎ শৈবশাক্তাদীন্ রাধাজন্মমহোৎসবে। পাষণ্ডান্ পতিতান্ লোকানন্ত্যজান্ন নিমন্ত্রয়েৎ। বিনা ভাগবতান্‌লোকান্ন চ তত্র প্রবেশয়েৎ। গন্ধপুষ্পাদিভির্মাল্যৈশ্চন্দনৈস্তন্নিবেদিতৈঃ। নানাপরাধভীতস্তু ভক্তাস্তাংস্তত্র চার্চ্চয়েৎ। তত্তন্মহাপ্রসাদৈশ্চ ভক্ষ্যপেয়াদিভিস্তথা। তত্তন্মণ্ডলপূজায়াং কাষ্ণানান্যাংশ্চ ভোজয়েৎ। বহির্মুখান্ শ্রীকৃষ্ণস্য গান্ধর্ব্বাভক্তিতৎপরঃ। কাষ্ণাদীন্ বৈষ্ণবান্ ভক্ত্যা ভোজয়েৎ পূজয়েত্তথা। তন্নৈবেদ্যৈর্গন্ধপুষ্পৈর্মাল্যৈর্মলয়জাদিভিঃ। সজাতীয়ৈর্ভক্তবৃন্দৈঃ সমং তত্র মহোৎসবম্। দিবা কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রাধাভক্তিপরায়ণঃ। মহাপ্রসাদং ভুঞ্জীত দিনান্তে চরণোদকম্। পূজাং কৃত্বা পিবেৎ কার্ষ্ণৈঃ সার্দ্ধমানন্দিতৈস্ততঃ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্রাধাকৃষ্ণেতি বা স্মরন্। পূজয়েন্মূর্ত্তিমারোপ্য রৌপ্যস্বর্ণাদিসংস্কৃতাম্। আকৃষ্যান্যকথালাপঃ পুরাণাদ্যনুকীর্ত্তনম্। শ্রাবণীয়ং প্রযত্নেন নারীভির্ব্বান্ধবৈঃ সহ। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা রাধাজন্মাষ্টমীং শুভাম্। বদন্তি বিবুধাঃ

সর্ব্বে রাধাভক্তোঽস্তি ভূতলে। প্রহরে প্রহরে রাধাং গোষ্ঠাষ্টম্যাং দিবানিশম্। পূজয়িত্বা বিধানেন শ্রীকৃষ্ণসহিতাং তথা। তদ্রসিকৈঃ সহালাপৈঃ রাধাকৃষ্ণস্মৃতিং মুহুঃ। তত্তন্মহোৎসবং কৃত্বা পরমানন্দিতো জীবন্। দণ্ডবৎ প্রণতিং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গবিধিবোধিতাম্। প্রত্যব্দমেব কুরুতে রাধাজন্মমহোৎসবম্। যঃ পুমানথ বা নারী রাধাভক্তিপরায়ণা। ভূত্বা বৃন্দাবনে বাসাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণসঙ্গিনী। ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধাভক্তিপরায়ণঃ। তস্যালাপপ্রয়োগাচ্চ মুক্তবন্ধো নরো ভবেৎ। রাধারাধেতি যো ব্রূয়াৎ স্মরণং কুরুতে নরঃ। সর্ব্বতীর্থেষু সংস্কারাৎ সর্ব্ববিদ্যাপ্রযত্নবান্। রাধারাধেতি কুর্য্যাত্তু রাধারাধেতি পূজয়েৎ। রাধারাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধারাধেতি জল্পতি। বৃন্দারণ্যে মহাভাগা রাধাসহচরী ভবেৎ। জগতাং পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী। তত্র ধন্যা সতী রাধা ধ্যেয়া যা মুনিসত্তমৈঃ। ব্রহ্মাদয়ো মহারাধাং দূরতঃ সেব্যতে সুরাঃ। তাং রাধিকাং যো যজতে দেবর্ষে তং যজেমহি। তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমম্। অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনম্। রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো জনঃ। তন্মাহাত্ম্যং ন শক্যোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ। ন গঙ্গা ন গয়া নিত্যং ন হিতা চ সরস্বতী। কদা চ নৈব বিমুখা সর্ব্বতীর্থফলপ্রদা। সর্ব্বতীর্থময়ী রাধা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী পুনঃ। কদাচিদ্বিমুখা লক্ষ্মীর্ন ভবেত্তু তদালয়ে। তস্যালয়ে বসেৎ কৃষ্ণো রাধয়া সহ নারদ। রাধাকৃষ্ণেতি যস্যেষ্টং তদেতদ্‌ব্রতমুত্তমম্। তদ্গেহে দেহমনসোঃ কদাচিন্ন চলেদ্ধরিঃ। এতদেব বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ। প্রণত্য পূজয়ামাস গোষ্ঠাষ্টম্যাং যথোদিতম্। জন্মাষ্টমীব্রতকথাং যঃ শৃণোতীহ মানবঃ। শ্রীরাধায়াঃ সুখী মানী

ধনী সর্ব্বগুণান্বিতঃ। জপেদ্বৈ ভক্তিসংযুক্তঃ পঠেন্নাম্না স্মরেন্নরঃ। ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং ধনার্থী লভতে ধনম্। কামার্থী লভতে কামং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বদানন্যশরণং কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবং সুখী। বিবেকী তথা নিষ্কামী যদা চ ভক্তিমাপ্নুয়াৎ। ইতি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীসদাশিবনারদসংবাদে শ্রীরাধাজন্মাষ্টমীকথা-মাহাত্ম্যম্।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রতকথা।

শৌনক উবাচ। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং কৃষ্ণারাধনমুত্তমম্। ততোঽপ্যধিকমপ্যস্যারাধনং চেদ্বদস্ব নঃ। শ্রীসূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে ব্রতমেতৎ সুগোপিতম্। কৃষ্ণনারদসংবাদং যৎ কৃত্বা ভক্তিমান্ ভবেৎ। শ্রীনারদ উবাচ। শ্রুত্বা সর্ব্বাবতারাস্তে কৃষ্ণ বিষ্ণো সনাতন। রাধিকায়া মহাদেব্যা প্রাদুর্ভাবং বদস্ব মে। ন চাস্যা ধরণীভারলাঘবো হেতুরিষ্যতে। বৃষভানুরসৌ পূর্ব্বং কিন্তেপে পরমং তপঃ। কো বায়ং কস্য তনয়ঃ কেন জাতো মহীতলে। যদ্গৃহে রাধিকা নিত্যা পরমা প্রেয়সী তব। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী দেবী পরা চিচ্ছক্তি-রূপিণী। প্রাদুর্ভূতা জগন্নাথ তন্মে কথয় সুব্রত। ত্বদ্দাসদাসদাসোঽহং খ্যাতো জগতি নারদঃ। এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং প্রসন্নঃ প্রাহ কেশবঃ। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ কথামেতাং পুরাতনীম্। জীবন্মুক্তোঽসি ভক্তোঽসি তেন ত্বাং কথয়াম্যহম্॥ নাভক্তায়ান্যভক্তায় কথামেতাং প্রকাশয়েৎ। প্রকা-শাৎ ক্ষয়মাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। একদা ভাস্করো দেবো যদৃচ্ছাক্রমতো ভ্রমন্। কাশ্যপীং শ্রিয়মালোক্য চক্রে তপসি মানসম্। মন্দরাদ্রিং সমাসাদ্য সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ। দিব্যবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুষ্করম্। সম্যঙ্নিরুদ্ধপবন ঊর্দ্ধপাদো হ্যধঃশিরাঃ। অথেন্দ্রো ভয়-

সংভ্রান্তঃ সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ। মমান্তিকং সমাগম্য তত্তদ্বৃত্তং ন্যবেদয়ৎ। অন্যত্তৎ কারণং জ্ঞাত্বা দেবাংস্তানহমব্রুবম্॥ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে ভয়ং বো মাস্তু ভানুতঃ। অহমস্য মনোবৃত্তিং জানাম্যতিসুদুষ্করাম্। ময়ৈবৈতৎপ্রতিবিধিঃ কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ। ইতি শ্রুত্বা ততো দেবাঃ স্বং স্বমাবাসমাগতাঃ। নিশ্চিন্তাঃ স্বস্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কৌতূহলান্বিতাঃ। কৃষ্ণস্তু গরুড়ারূঢ়ঃ পীতবাসাঃ সমাগতঃ। যত্র ভানুর্ম্মহাযোগী তপস্যতি সুদুষ্করম্। অথ ভানুঃ পরং রূপং শ্রীকৃষ্ণস্য সমাগতম্। বহির্দৃষ্ট্বা পরানন্দনিমগ্নঃ প্রাহ কেশবম্। সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং হি হেতুস্ত্বমসি বিশ্বদৃক। ইত্যুক্তবন্তং তং ভানুমাহ দামোদরো হসন্। বরং বরয় ভদ্রন্তে তপঃ সিদ্ধোঽসি ভাস্কর। ত্বদ্ভক্ত্যা তপসা চাপি বরদোঽহমিহাগতঃ। ভাস্করঃ প্রাঞ্জলী ভূর্ত্বা মাং প্রণম্য পুনঃ পুনঃ। শ্রীভাস্কর উবাচ। যদ্যহং তদনুগ্রাহ্যো বরদো যদি বা ভবান্। কন্যাং লক্ষণসংযুক্তাং দত্ত্বা তদ্বশগো ভব॥ এবমুক্তো ভাস্করেণ হরির্ধ্যানপরায়ণঃ। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রীণয়ন্ প্রাহ ভাস্করম্॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। এবমেব তবাপত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। বৃতস্তপপ্রভাবেন ভবতা দুষ্করো বরঃ॥ স নাস্তি ত্রিষু লোকেষু যস্তিষ্ঠামাহং বশে। বিনা রাধাং প্রিয়তমাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥ তস্যাঃ প্রসাদমিচ্ছামি পানীয়মিব চাতকঃ॥ ইত্যুক্ত্বা তং সমাশ্বস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত। অথ মাথুরভূখণ্ডে প্রাদুর্ভূতে জগদ্গুরৌ। নন্দে পিতরি তত্রৈব ভাস্করো ভক্তিতৎপরঃ। বৃষভানুরিতি খ্যাতো জজ্ঞে বৈশ্যকুলোদ্ভবঃ॥ সর্ব্বসম্পত্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ॥ উবাহ কীর্ত্তিদানাম্নীং গোপকন্যামনিন্দিতাম্॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রতপ্তকনকপ্রভাম্॥ বৃষভানোর্মহাভক্ত্যা কীর্ত্তিদায়াস্তপোবলাৎ। ভাদ্রে চ বহুলে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ॥

তস্যাং বিশাখানক্ষত্রে দিনার্দ্ধে অভিজিতি ক্ষণে। অতীবসুকুমারাঙ্গীং কীর্ত্তিদাসূত কন্যকাম্। শ্রুত্বা চানন্দিতা গোপা দধিক্ষীরাদিপাণয়ঃ। ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যাং গোপ্যোদৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ॥ হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যশ্চ পরস্পরম্॥ গোপা পরমসংহৃষ্টাশ্চক্রুস্তে পরমাশিষঃ। দাস্যো দাসাশ্চ ধাবন্তঃ কথয়ন্তশ্চ সর্ব্বতঃ। ধন্যাসেয়ং কীর্ত্তিদা চ প্রশশংসুঃ পরস্পরম্॥ বৃষভানুর্ম্মহাহৃষ্টো দদৌ দানানি ভূরিশঃ॥ মহামহোৎসবং চক্রুর্গোপা হৃষ্টা গৃহে গৃহে। নন্দাত্মজোহহমভবং যথা তৎ পূর্ব্বমীরিতম্॥ ইত্থং শ্রীরাধিকাদেবী প্রাদুর্ভূতা ধরাতলে। মন্মায়ামোহিতমতির্নাত্মানং বেত্তি কর্হিচিৎ। মামেব পতিমিচ্ছন্তী ভানুপূজাং দিনে দিনে। করোতি সখিভিঃ সার্দ্ধং পুণ্যে গোবর্দ্ধনে গিরৌ। মন্মায়াকল্পিতং তচ্চ ন বেত্তি মামপি দ্বিজ। অনয়া সহ বিচ্ছেদঃ ক্ষণমাত্রং ন বিদ্যতে। তথাচেদ্রসপোষায় প্রকটস্যানুসারতঃ। করোমি লীলামতুলাং যোগাযোগপ্রবন্ধিতাম্। এবং কংসাদিদুর্বৃত্তবধায় মথুরামহম্। গত্বা কংসাদিকং হত্বা ব্যচরং দ্বারকামনু। দন্তবক্রান্তদুষ্টাংস্তং বধিত্বাগত্য গোকুলম্। ততঃ পাণিগ্রহৈর্নৈষা স্বীকৃতা জনসংসদি। প্রকটস্যানুসারেণ লোকবল্লীলয়া ময়া। ইতি কৃষ্ণমুখাদ্বৃত্তমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্। শ্রুত্বা ভুবি সমাবিষ্টঃ কেশবং পুনরূচিবান্। শ্রীনারদ উবাচ। এতদ্ ব্রূহি মহাভাগ কেন রাধা প্রসীদতি। ইতি শ্রুত্বা কৃপাবিষ্টো নারদং সুখসাদরম্। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অস্যামেব তিথৌ রাধাং পূজয়িত্বা ময়া সহ। নানোপহারনৈবেদ্যৈর্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। মহামহোৎসবং কুর্য্যাৎ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ তাম্বূলৈঃ কুঙ্কুমাঙ্কিতদামভিঃ। ততস্তথৈবোপহারৈঃ পূজয়েদ্রাধিকাং সতীম্। গোগোপগোপিকাশ্চাপি পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ। কীর্ত্তিদাং বৃষভানুঞ্চ নন্দাদীংশ্চাপি পূজয়েৎ।

পরেহ্নি পারণং কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ। ইত্থন্তে কথিতং বিপ্র পুণ্যং রাধাষ্টমীব্রতম্। রাধিকাপ্রীতিজননং মৎপ্রসাদস্য কারণম্। রাধিকায়াং প্রসন্নায়াং সুতরাং মৎপ্রসন্নতা। বিনা রাধাপ্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন জায়তে। মাঞ্চ দামোদরং ধ্যাত্বা মৎপত্নীং রাধিকাং তথা। যঃ পূজয়তি মাং ভক্ত্যা সদাহং তস্য চেতসি। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ। প্রেয়সীয়ং যথা রাধা মদ্ভক্তা মে তথা প্রিয়াঃ। কৃষ্ণেতিদ্ব্যক্ষরং নাম রাধয়া সহ যো জপেৎ। তস্য রাধাপদদ্বন্দ্বে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ মন্নাম-লক্ষজপ্তেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎফলং ত্বমবাপ্নোসি রাধা-কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ। শ্রীসূত উবাচ। শ্রুত্বৈতৎ কৃষ্ণবচনং নারদো মুনিসত্তমঃ। চকার তদ্ব্রতং ভক্ত্যা বৈষ্ণবানপ্যশিক্ষয়ৎ। অথ দামোদরং স্তুত্বা রাধয়া সহিতং মুদা। প্রণম্য দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রযযৌ নারদো মুনিঃ। ইতি ভবিষ্যপুরাণে রাধাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রতকথা।

শৌনক বলিলেন, "সকল আরাধনা হইতে শ্রীকৃষ্ণা-রাধনাই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণারাধনা হইতেও শ্রেষ্ঠ যদি কিছু থাকে, তাহা আমাদিগকে বলুন"।

সূত বলিলেন, "মুনিগণ, আপনারা সকলে এই সুগোপিত ব্রত শ্রবণ করুন। এই শ্রীকৃষ্ণনারদ-সংবাদ শ্রবণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান হওয়া যায়।"

নারদ বলিলেন, "হে সনাতন শ্রীকৃষ্ণ, আমি আপনার সকল অবতার শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে মহাদেবী শ্রীরাধিকার অবতার বলুন। পৃথিবীর ভারহরণ তাঁহার

অবতারের কারণ হইতে পারে না। বৃষভানু রাজা এমন কি তপস্যা করিয়াছিলেন যে, শ্রীরাধিকাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন ? শুনিয়াছি, আপনার নিত্যা পরমা প্রেয়সী চিচ্ছক্তিরূপিণী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী পরাশক্তি দেবী শ্রীরাধিকা ঐ বৃষভানুর গৃহে প্রাদুর্ভূত হয়েন। আমি আপনার দাসানুদাস, আমার নিকট কোন কথাই গোপনীয় নহে।"

দেবর্ষি নারদের এইরূপ সবিনয় বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভগবান্ ভাস্কর বৃষভানু নাম ধারণ পূর্ব্বক ব্রজে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম কীর্ত্তিদা। তাঁহারা দুইজনে ভক্তিপরায়ণ হইয়া শ্রীরাধিকাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রচুর তপোনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদিগের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নে অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্তে শ্রীরাধিকা জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রজবাসিগণ আনন্দে হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈলাদি ক্ষেপণ সহকারে মহা-মহোৎসবে মত্ত হয়েন। তাঁহারা সকলেই বৃষভানুর কন্যাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া সপত্নীক বৃষভানু রাজার প্রশংসা ও জাতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃষভানু রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করেন। কন্যাজন্মোপলক্ষে বৃষভানুরাজা প্রচুর ধনরত্ন দান করেন। এইরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধা

আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হয়েন। যদিও আমার সহিত তাঁহার ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু তিনি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার বিরহ ভোগ করেন। পরে আমি মথুরায় যাইয়া কংসাদি দন্তবক্রান্ত দুষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার গোকুলে আসিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করি। এই সকল আচরণ আমার মানবলীলার উপযোগী জানিও"।

দেবর্ষি বলিলেন, "শ্রীরাধার আবির্ভাব শ্রবণ করিলাম, অতঃপর তাঁহার প্রসন্নতা লাভের উপায় বলুন ?"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "শ্রীরাধিকার আবির্ভাব দিবসে বিবিধ উপহার দ্বারা তাঁহার, তদীয় সখীগণের, বৃষভানু রাজার, কীর্ত্তিদা জননীর, নন্দাদি গোপগণের ও যশোদাদি গোপীগণের পূজা করিয়া উপবাসী থাকিয়া পরদিন বৈষ্ণব সেবার পর পারণ করিলে, শ্রীরাধিকার সহিত আমিও প্রসন্ন হইয়া থাকি। শ্রীরাধিকা আমার পরম প্রেয়সী। যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীরাধা নামের সহিত কৃষ্ণ নাম জপ করেন, তাঁহার শ্রীরাধাপদযুগে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে"।

দেবর্ষি নারদ এই কথা শুনিয়া আপনি উক্ত ব্রত আচরণ করিলেন এবং অপরকেও শিক্ষা প্রদান করিলেন।

ইতি শ্রীরাধাষ্টমীব্রতকথা সম্পূর্ণা।

অথ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে শ্রীভগবানের পার্শ্বপরিবর্ত্তন দক্ষিণাঙ্গে কল্পনা করিবেন, অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরিকে বামাঙ্গে শয়ন করান হইয়াছিল, এক্ষণে দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করাইবেন। পূজান্তে বৈষ্ণব ভোজন করাইবেন।

অথ শ্রবণদ্বাদশী। দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাকে শ্রবণদ্বাদশী বলা হয়। শ্রবণদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, শুদ্ধা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। সমর্থ পক্ষে দুইটি উপবাসেও দোষ হইবে না। যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা না হইয়া একাদশীতেই শ্রবণা হয়, তবে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবেন। আর যদি তিথির ক্ষয়ে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা এই তিনটি একদিনে হয়, তবে উহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলা যায়; কারণ, তিনটি শৃঙ্খলের ন্যায় পর পর সংযুক্ত এবং তিনেরই দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুশৃঙ্খল ঘটিলে, ঐ দিনেই উপবাস করিতে হইবে। দ্বাদশী ও একাদশী উভয় দিনেই শ্রবণার যোগ না হইলে, একাদশীতে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি উভয়দিনেই শ্রবণার যোগ হয়, অথচ পূর্ব্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ না হয় এবং পরদিনে মহাদ্বাদশীর লক্ষণ না পায়, তবে সমর্থপক্ষে দুইটি উপবাস ও অসমর্থপক্ষে দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।

অথ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ।—বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ দুই প্রকার। একাদশীর সহিত শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর যোগে প্রথম, অর্থাৎ সামান্য বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ; আর শ্রবণস্পৃষ্ট একাদশী ও শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর পরস্পর যোগ ঘটিলে, দ্বিতীয়, অর্থাৎ বিশেষ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলা হয়। উভয় যোগেই যোগ দিবসে উপবাস করিতে হইবে। ঐ যোগ দিবস যদি বুধবার হয়, তবে উহাকে দেবদুন্দুভিযোগ বলা যায়। উহার অধিকতর মাহাত্ম্য।

যদি মহাদ্বাদশী হয়, তবে উপবাসদিনে বৃদ্ধি বশতঃ তিথি ও নক্ষত্রের নিষ্ক্রমণে শ্রবণান্তে দ্বাদশীতেই পারণ হইবে। নক্ষত্রের আধিক্য বা সাম্যেও দ্বাদশীতেই পারণ হইবে। দ্বাদশীর অভাবে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। উপবাসদ্বয় স্থলে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। ঐ স্থলে নক্ষত্রের নিষ্ক্রমণে তাহার আদর করিতে হইবে না। প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে পারণদিনে দ্বাদশী ও নক্ষত্রের নিষ্ক্রমে, তিথ্যাধিক্যে নক্ষত্রান্তে এবং নক্ষত্রাধিক্যে বা নক্ষত্রসাম্যে তিথিমধ্যে পারণ হইবে। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের নিশা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিতে দিবাভাগে যথাকালে পারণ হইবে। দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে।

অথ বামনব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী শ্রীবামন দেবের জন্মদিন, ঐ দিন উক্ত ব্রত আচরণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ শ্রীগুরুকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ নিয়ম আচরণ করিবেন।

আশ্বিনকৃত্য। যিনি সর্ব্বদা জয় প্রার্থনা করেন, তিনি এই মাসের শুক্লাদশমীতে বিধি অনুসারে বিজয়োৎসব করিবেন।

অথ রাসোৎসব।

ব্রতী আচমন ও স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবেন—যথা বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমন্ত আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণস্য রাসোৎসবকর্ম্মণি কল্পিত-নানাপুষ্পাদি-রচিত-কল্পিত-কল্পবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাঙ্গীভূত গণপত্যাদি দেবতা পূজা পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজামহং করিষ্যে। পরে সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া আং হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মাতৃকান্যাস ও ভূতশুদ্ধি করিবেন। পরে সপ্রণব প্রাণায়াম করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজাপূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন যথা,—"অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ দুর্গা দেবী পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ;" ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,ইত্যাদি

মন্ত্রে—অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক মূলমন্ত্র বা প্রণব দ্বারা সপ্তবার ব্যাপক ন্যাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন, যথা—

"ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতম্
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ
স্রস্তধম্মিল্যবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ
বিলোভয়ন্তী র্বিবিধৈ র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥"

ধ্যানের পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও আধারশক্ত্যাদি পীঠ দেবতা পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান পূর্ব্বক আবাহন করিবেন, যথা—

"আগচ্ছ পরমানন্দ সর্ব্বব্যাপিন্ জগন্ময়।
অনুগ্রহায় দেবেশ গোবিন্দ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে স্বর্ণময়াদি আসন পুষ্পাঞ্জলির সহিত গ্রহণ করিয়া "ইদম্ আসনং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এইরূপ ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র।

"অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যত্তবাঙ্ঘ্রিপদদ্বন্দ্বে মূর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে।"

পরে প্রাণায়াম পূর্ব্বক অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শ্রীরাধিকার ধ্যান করিবেন, যথা—

"স্মেরাং গোরোচনাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রান্তকপ্তাবগুণ্ঠাং
রম্যাং বেশেন বেণীকৃতচিকুরশিখালম্বিপদ্মাং কিশোরীম্।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুক্ত্যা হরিমুখকমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লী-
পর্ণ কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকাং ভাবয়ামি।"

তদনন্তর পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দান করিয়া ঐঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, রাধিকায়ৈ নমঃ এই নবাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা পূর্ব্বক স্তব করিবেন, যথা—

"শ্রীরাধাচরণদ্বন্দ্বং বন্দে বৃন্দাবনাশ্রিতম্।
সানন্দব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবন্দিতং তদহর্নিশম্।
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্ব্বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে দেবি বিষ্ণুপ্রাণাধিকে শুভে।
কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তিঃ কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে রাধে নমস্তে মঙ্গলপ্রদে।
অদ্য মে সফলং জন্ম সার্থকং জীবন মম।
পূজিতাসি ময়া যা চ সা চ কৃষ্ণেন পূজিতা।"

প্রণাম মন্ত্র।

"তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্॥"

পরে চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা, ভদ্রা, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ইন্দুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা, অনঙ্গমঞ্জরী ও রূপমঞ্জরী প্রভৃতির যথাশক্তি

পূজা করিয়া, আরাত্রিক করিবেন। তাহার পর পৌরাণিক বিধানে রক্তবর্ণ করবীরপুষ্পের সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

যে দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পৌর্ণমাসী হইবে, সেইদিনই রাসযাত্রা আরম্ভ হইবে। উভয় দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা হইলে পরদিন, এবং উভয় দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা না হইলে, পূর্ব্বদিন যাত্রারম্ভ হইবে।

কার্ত্তিককৃত্য।—কার্ত্তিক মাসের প্রতি রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক শ্রীহরিকে জাগাইয়া আরাত্রিক করিবেন। বৈষ্ণবগণের সহিত কীর্ত্তনাদি সহকারে শ্রীহরিকে নীরাঞ্জন করিবেন। পরে স্নান ও আচমন করিয়া শ্রীদামোদরের অগ্রে স্বস্তিক নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তুলসী, মালতী, পদ্ম, অগস্ত্য পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন, ও দিবারাত্র ঘৃত বা তিল তৈল দ্বারা দীপ প্রদান করিবেন। অপরাপর মাস অপেক্ষায় এই মাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিবেন এবং একবার মাত্র ভোজন করিবেন। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন শ্রীহরিসন্নিধানে বা দেবমন্দিরে কিম্বা তুলসীর নিকটে অথবা আকাশে ঘৃত বা তৈল দ্বারা দীপ দান করিবেন।

কৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য।—রমণীয় শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপে শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ড। কার্ত্তিক মাসের

কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয়। শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও প্রিয়তম।

অথ কৃষ্ণত্রয়োদশীকৃত্য।—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যাকালে গৃহের বহির্ভাগে যমপ্রদীপ দান করিলে অপমৃত্যু হয় না।

অথ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্য।—এই দিবস যত্ন পূর্ব্বক দান ও ধর্ম্মরাজের পূজা করিবেন। অরুণোদয় কাল ব্যতীত রিক্তায় স্নান করিবেন না। স্নানের পর যমরাজের ও ভীষ্মের তর্পণ করিবেন।

অথ অমাবস্যাকৃত্য।—অমাবস্যার দিন দিবসে ভোজন করিবেন না। প্রদোষেকালে দীপ প্রদান পূর্ব্বক নিদ্রিতা লক্ষ্মীদেবীকে জাগরিত ও পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন। উপবাসাদিতে প্রতিপদ্ যুক্তা অমাবস্যা গ্রহণ করিবেন। চতুর্দ্দশীবিদ্ধা অমাবস্যা নিষিদ্ধ।

অথ শুক্লপ্রতিপৎকৃত্য।—এই তিথিতে বিধি অনুসারে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির পূজা করিবেন, এবং গোদোহন ও বৃষদিগকে বহন করাইবেন না। অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপৎ প্রশস্ত।

অথ বলিদৈত্যরাজ পূজা।—গোবর্দ্ধন গিরির পূজা সম্পর্কীয় প্রতিপত্তিথির প্রদোষকালে বিন্ধ্যাবলীর সহিত

একাসনে উপবিষ্ট বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত ভগবদ্ভক্ত বলিকে পঞ্চ রং দ্বারা চিত্র করিয়া পূজা করিবেন।

অথ যমদ্বিতীয়াকৃত্য।—কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। পণ্ডিতগণ এই দিবস নিজ গৃহে ভোজন করেন না। ভগিনীর গৃহে ভোজন করেন।

অথ শুক্লাষ্টমীকৃত্য।—পণ্ডিতগণ কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীকে গোপাষ্টমী বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বাসুদেব বৎসপ (রাখাল) ছিলেন, উক্ত দিনে গোপাল হয়েন। ঐ তিথিতে গোপূজা, গোগ্রাস গোপ্রদক্ষিণ ও গবানুগমনাদি কার্য্য করিবেন।

অথ ভীষ্মপঞ্চকাদিকৃত্য।—একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন ভগবৎপ্রীতির জন্য ভীষ্ম-পঞ্চকব্রত করিবেন।

অথ অক্ষয়নবমীব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে অক্ষয়নবমী ব্রত করিবেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চারিদিন যথাক্রমে জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত পান করিয়া একাদশীতে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবেন।

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে পূর্ব্ববৎ রাস করিবেন।

সম্পূর্ণ।